উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, কক্সবাজার ।

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুতুবদিয়া

সমন্বয়ে

বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহায়তায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP Empowered lives. Resilient nations.

কুতুবদিয়া উপজেলার “সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

কুতুবদিয়া উপজেলার “সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কুতুবদিয়া উপজেলা সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত Validation Workshop এর কিছু খন্ড চিত্র

মুখবন্ধ

পৃথিবীর দুর্যোগ মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দূর্যোগ প্রবণ দেশ হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিক অবস্থান এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এদেশে আঘাত হানে। উল্লেখ্য যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সামুদ্রিক জোয়ার, দীর্ঘস্থায়ী ও আকসিক বন্যা, খরা, নদী-ভাঙ্গন, উপকুল ভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্পের মত প্রাকৃমিক দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের সহায় সম্পতিসহ জান-মাল, পশু সম্পদ, ফসলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধনই শুধু করে না, অধিকন্ত দেশের সার্বিক উন্নয়ন ধারাকে মারাত্নকভাবে ব্যাহত করে।

আমাদের দেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ হওয়ার সত্ত্বেও দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস কল্পে তেমন কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন হয়নি। আমি বিশ্বাস করি যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সাধারণ জনগণকে ব্যাপক সচেতনা করা গেলে দুর্যোগের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি বছরগুলো ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নানামূখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তারই ধারাবাহিকতায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় "সমন্বিত দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন" কর্মসূচী'র অধীনে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থার কারিগরী সহায়তায় জেলা ও উপজেলার "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা" প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার আওতায় সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক সহায়তায় বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগণের সহায়তায় বেসরকারী সংস্থা "বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)" কুতুবদিয়া উপজেলার একটি "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়ন করে।

এই "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায়" কুতুবদিয়া উপজেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আরাম্ভ করে সমগ্র উপজেলার সামাজিক সম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেশা, কৃষি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস ও করণীয় পদক্ষেপ, দুর্যোগের প্রস্তুতি, দুর্যোগ কমিটি'র বিস্তারিত তথ্য, দুর্যোগের স্থানীয় ঝুঁকি, আপদ, দুর্যোগের সময় আশ্রয়স্থান ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সনিবেশিত করা হয়েছে। এটি উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস কল্পে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে এবং দুর্যোগে স্থানীয় ঝুকি হ্রাসে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি কুতুবদিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান হিসাবে উপজেলাবাসী পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৭/০৮/২০১৪
সৌভ্রাত দাশ
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO)
কুতুবদিয়া।

২৭/০৮/১৪
এটিএম নুরুল বশর চৌধুরী
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ও উপজেলা চেয়ারম্যান
কুতুবদিয়া।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের দুর্যোগ মানচিত্রে কুতুবদিয়া একটি অন্যতম আপদ সংকুল ও ঝুকিঁপূর্ণ একটি উপজেলা। মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল হওয়ার কারণে যোগাযোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ উপজেলা হিসাবে যেকোন প্রাকৃমিক দুর্যোগে এতদ্বআঞ্চলের অধিবাসীগণ মারাত্নক ঝুকিঁর মধ্যে থাকে। বিশেষভাবে ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, টর্নাডোর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই উপজেলার সাধারণ মানুষের জান-মাল, ঘর-বাড়ী, খাদ্য-শস্য, ফসলী জমি, লবন চাষ, চিংড়ী ঘের, পশু সম্পদের মত বিভিন্ন সামাজিক সম্পদ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির স্বীকার হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার অধিবাসীদের ঝুকিঁ হ্রাস ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপিসহ কতিপয় দাতা সংস্থার সহায়তায় "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী-২" অধীনে জাতীয় বে-সরকারী সংস্থা "বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) এর কারিগরী সহায়তায় অত্র উপজেলার "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা" প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার আওতায় কুতুবদিয়া উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক সহায়তায় বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে কুতুবদিয়া উপজেলার জন্য একটি "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

আমি মনে করি এই "সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায়" কুতুবদিয়া উপজেলার দুর্যোগ মুর্হুতে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস কল্পে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সহায়ক হবে এবং দুর্যোগে স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে ঝুকিঁ হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি কুতুবদিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৭.০৬.২০১৪

মোঃ মুমিনুর রশিদ
সহ-সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
ও উপজেল নির্বাহী কর্মকর্তা
কুতুবদিয়া।

সূচীপত্র

ক্র/নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি		
১.১	পটভূমি	৭
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৭
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৭
১.৩.১	জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৮
১.৩.২	আয়তন	৮
১.৩.৩	জনসংখ্যা	১০
১.৪.	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ননা	১০
১.৪.১	অবকাঠামো	১০-১৬
১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	১৭
১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	২৮
১.৪.৪	অন্যান্য	২৯-৩১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ ও বিপদাপন্নতা		
২.১	দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৩২
২.২	জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	৩৩
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	৩৩
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৩৪
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৩৫
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৩৬
২.৭	সামাজিক মানচিত্র	৪০
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৪১
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪১
২.১০.	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪২
২.১১	জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৪৩
২.১২	খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৪৩-৩৯
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৪৬-৪৮
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস		
৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৪৯
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৫০
৩.৩	এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৫১
৩.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৫২

৩.৪.১	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৫২
৩.৪.২	দুর্যোগ কালীন	৫৩
৩.৪.৩	দুর্যোগ পরবর্তী	৫৪
৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৫৪-৫৭
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান		
৪.১	জরুরী অপারেশনসেন্টার(EOC)	৫৮
৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৫৮
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫৮-৬১
৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	
৪.২.২	সতর্কবার্তা প্রচার	
২.৪.৩	জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	
৪.২.৪	উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	
৪.২.৫	আশ্রয় কেদ্র রক্ষাণাবেক্ষণ	
৪.২.৬	নৌকা প্রস্তুত রাখা	
৪.২.৭	দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	
৪.২.৮	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	
৪.২.৯	শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	
৪.২.১০	গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	
৪.২.১১	মহড়ার আয়োজন করা	
৪.২.১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	
৪.২.১৩	আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	
৪.৩	উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৬১-৬৭
৪.৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৬৭
৪.৫	জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৬৮
৪.৬	অর্থায়ন	৬৯
৪.৭	কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	৬৯
পঞ্চমঅধ্যায় ঃ উদ্ধার ও পুনবার্সন পরিকল্পনা		
৫.১	ক্ষয়ক্ষতিমূল্যায়ন	৭০
৫.২	দ্রুতপুনরুদ্ধারসংক্রান্তকমিটি গঠনঃ	৭৩
	প্রশাসনিকপুনঃপ্রতিষ্ঠা / ধ্বংসাবশেষপরিষ্কার /জনসেবাপুনরারম্ভ/ জরুরীজীবিকাসহায়তা	
সংযুক্তি ১	আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	৭৪
সংযুক্তি ২	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৫
সংযুক্তি ৩	উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	৭৬-৮১
সংযুক্তি ৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	৮২-৮৮
সংযুক্তি ৫	এক নজরে জেলা/উপজেলা	৮৯
সংযুক্তি ৬	বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	৯০

প্রথম অধ্যায়ঃ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমিঃ

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দূর্যোগ প্রবন দেশ। ভৌগলিক অবস্থান এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগ এদেশের জন্য একটি পরিচিত দৃশ্যপট।দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দূর্যোগ বড় অন্তরায়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ সমুহের মধ্যে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, নদী-ভাঙ্গন, উপকুল ভাঙ্গন, ভুমিধ্বস, ভুমিকম্প ইত্যাদি অন্যতম। প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পূর্নরুপে রোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দূর্যোগের দীর্ঘদিনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, দূর্যোগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ালে দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সার্বিকভাবে অনেক কমে যেতে পারে। এ বিষয়কে বিবেচনায় রেখে প্রস্তুতি, ঝুকিহ্রাস,জরুরি সাড়াসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রনীত আইন ও স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর Comprehensive Disaster Management Plan প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই নানারকম দূর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে উপকুলীয় জেলা সমুহ বেশী দূর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের এই ১৯টি উপকুলবর্তী জেলার মধ্যে ককসবাজার জেলা একটি। বাংলাদেশের দক্ষিনপূর্বের সীমান্তবর্তী এই জেলাটি বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। ককসবাজার জেলা মোট ৮ টি উপজেলার নিয়ে গঠিত। জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ১টি হলো কুতুবদিয়া উপজেলা যা সাগর বেষ্ঠিত ছোট্ট একটি ভূখন্ড। ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুকিপূর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপে ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছাসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দূর্যোগ এতদঅঞ্চলের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এমতাবস্থায় দূর্যোগের সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এই সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যঃ

সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বময় ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য আপদ/দুর্যোগ যেমন তীব্র গরম, কালবৈশাখী, জলোচ্ছাস, জোয়ারের পানির প্লাবন, অসময়ে বৃষ্টি, কুয়াশা, লবণাক্ততা ও আবহাওয়ার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কুতুবদিয়া উপজেলাটি বঙ্গোপসাগরের জলসীমা পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ,মূল ভূখন্ড থেকে এটি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রতিবছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানে হানা দেয়। ফলে উপজেলার অধিবাসীরা সামগ্রীকভাবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকেন। এই বিদ্যমান আপদ/দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নিরসনের কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুযোর্গকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গ্রহণ করার লক্ষ্যে একটি **"উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"** প্রনয়ণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার, সমাজ, স্থনীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্বতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- উপজেলার জন্য দুর্যোগ সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ঠ কৌশল গত দলিল হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে (সরকারী, আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় এনজিও সংস্থা, দাতা) প্রতিটি পর্যায়ে এটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে গণ্য হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়নে ও বাস্তবায়নে র্নিদেশনা প্রদান করবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করবে।

১.৩ কুতুবদিয়ার উপজেলার এলাকা পরিচিতি ঃ

দীর্ঘদিন ধরে নদীবাহিত পলিমাটি জমে, বাংলাদেশের মূলভূখন্ডের সন্নিকটে বঙ্গোপসগর-এর বুকে এই দ্বীপ জেগে উঠেছে। খ্রিষ্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দ্বীপটি পুরোপুরি জেগে উঠেছে বলে ইতিহাস হতে জানা যায়। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, এই দ্বীপটি মানুষের বসবাস উপযোগী হয়ে উঠে। এরপর থেকে ক্রমেক্রমে এই দ্বীপে মানুষের পদচারণা শুরু হয়। কথিত আছে, হযরত কুতুবুদ্দীন নামক জনৈক মুসলিম আধ্যাত্বিক সাধক পুরুষ এই দ্বীপে আস্তানা গড়ে তোলেছিলেন। এই সময় এই দ্বীপে মগ ও পর্তুগীজদের চারণভূমি ছিল। কুতুবুদ্দীন তার শিষ্য আলী আকবর, আলী ফকির সহ অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে এই দ্বীপে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। এই সময় আরাকান থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদের একাংশ ভাগ্যান্বষণে এই দ্বীপে আসতে থাকে। জরিপ করে দেখা যায় আনোয়ারা, বাশঁখালী,

সাতকানিয়া, পটিয়া, চকরিয়া অঞ্চল থেকে অধিকাংশ আরাকানি মুসলমানদের সাথে বাঙালী মুসলমানরা এই দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে কুতুবদ্দীন আউলিয়ার নামানুসারে লোকমুখে এই দ্বীপের নাম হয়ে যায় কুতুবদ্দীনের দিয়া অর্থাৎ "কুতুবদিয়া"।

১.৩.১. কুতুবদিয়া উপজেলার ভৌগেলিক অবস্থান ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা বাংলাদেশের সর্ব পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত কক্সবাজার জেলার বঙ্গোসাগরের তীরবর্তী ও সাগর বেষ্টিত জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। কুতুবদিয়া উপজেলার পূর্বে চট্রগ্রাম জেলার বাঁশখালী, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও মহেশখালী উপজেলা। উপজেলার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর।

কুতুবদিয়া উপজেলা মোট ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উপজেলার সর্ব উত্তরে উত্তর ধূরং ইউনিয়ন এবং এর দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়ন। দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নের পূর্ব পাশে লেমশীখালী ইউনিয়ন এর অবস্থান। দক্ষিণ ধূরং এবং লেমশীখালী ইউনিয়নের দক্ষিণে কৈয়ারবিল ইউনিয়নের অবস্থান যা উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান। কৈয়ারবিল ইউনিয়নের দক্ষিণপাশে বড়ঘোাপ ইউনিয়ন এবং উপজেলার সর্ব দক্ষিণে রয়েছে আলী আকবরডেইল ইউনিয়ন। কুতুবদিয়া উপজেলার তেমন কোন বড় নদী নাই, তবে কিছু খাল রয়েছে যা দ্বীপটি মাঝখানে শিরা-উপশিখার মত প্রবাহিত হয়েছে। ছোট বড় মিলে মোট ৪টি খাল রয়েছে যার দীর্ঘ প্রায় ৪০ কিলোমিটার। এগুলো বিশেষভাবে বর্ষাকালে পানির প্রবাহ দেখা গেলেও অন্যান্য মৌসুমে তেমন চলমান থাকেনা না।

উপজেলার মাটির প্রকৃতি হলো মাঠের জমি বেলে দোআঁশ, সমুদ্র পাড় (বেড়ী বাঁধ) এটেল-বালি মাটি, সাগর পাড়ের মাটি বেলে উপজেলার তেমন বিস্তৃর্ণ বনাঞ্চল বা নিবীড় কোন বনাঞ্চল নেই। অধিকাংশ বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ঝাউবন ও প্যারাবন। উপজেলার মোট ৯ কিলোমিটার ঝাউবন এবং ১৩ কিলোমিটার প্যারাবন রয়েছে যেগুলো বেশীর ভাগ বেড়ী বাঁধকে ঘিরে এই বনগুলো গড়ে উঠেছে। কুতুবদিয়া উপজেলা প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে চুনাপাথর, চর, সাগর, খাল, জমি, গাছ-পালা, প্যারাবন, মৎস্য সম্পদ, পশু ও পাখি ইত্যাদি।

কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ৯৫ কিলোমিটার দুরে কুতুবদিয়া উপজেলার দ্বীপের অবস্থান। কক্সবাজার সদর উপজেলার ৬নং ঘাট থেকে ইঞ্জিন বোটে কুতুবদিয়া সার্ভিসে করে ৬ ঘন্টায় আলী আকবর ডেইল ঘাট এবং বড়ঘোপ ঘাট হয়ে রিক্সা, টেক্সী বা জীপে করে উপজেলায় সদরে পৌছা যায়। তা ছাড়া ককসবাজার বাস স্টেশন থেকে চকরিয়া উপজেলার মগনামা হয়ে ইঞ্জিল চালিত বোট বা স্পীডবোটে হয়ে কুতুবদিয়ায় যাতায়াত করা যায়।

১.৩.২ কুতুবদিয়ার উপজেলার আয়তন ঃ

কুতুবদিয়া একটি দ্বীপ উপজেলা। এটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি একটি দ্বীপ। এই দ্বীপ উপজেলার মোট আয়তন ২১৫বর্গ কিলোমিটার (তথ্যসূত্র বিবিএস) বা ১৯,৯৩২ একর। কুতুবদিয়া উপজেলা মোট ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উপজেলার সর্ব উত্তরে উত্তর ধূরং ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়ন। দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নের পূর্ব পাশে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের দক্ষিণে লেমশীখালী ইউনিয়ন এর অবস্থান। দক্ষিণ ধূরং এবং লেমশীখালী ইউনিয়নের দক্ষিণে কৈয়ারবিল ইউনিয়নের অবস্থান যা উপজেলার মধ্যবর্তী স্থান। কৈয়ারবিল ইউনিয়নের দক্ষিণপাশে বড়ঘোপ ইউনিয়ন এবং উপজেলার সর্ব দক্ষিণে রয়েছে আলী আকবরডেইল ইউনিয়ন।

উক্ত উপজেলা ৬টি ইউনিয়নের অধীনে মোট ৮ মৌজা দ্বারা বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিয়নে ৯ ওর্য়াড মিলে মোট ৫৪টি ওয়ার্ডের অধীনে ছোট বড় ২৩৯টি গ্রাম নিয়ে কুতুবদিয়া উপজেলা। নিম্নে ইউনিয়ন, ওর্য়াড, মৌজা ও গ্রামের নামসহ বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড	গ্রামের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
উত্তর ধূরং	১	চাইন্দারপাড়া, ওয়াজ্যারপাড়া, ফরিজ্যার পাড়া, পশ্চিম চর ধূরুং, কাইছার পাড়া, আইক্যার পাড়া, নয়া কাটা	উত্তর ধূরং মৌজা ও চর ধূরং মৌজা
	২	মনু সিকদার পাড়া, আজিম উদ্দিন সিকদার পাড়া, চাটি পাড়া, জমির বাপের পাড়া, চুল্যার পাড়া	
	৩	মনছুর আলী হাজ্বীর পাড়া, পূর্ব চর ধূরুং, আকবরবলী পাড়া	
	৪	জইজ্যার পাড়া, নাপিত পাড়া, ছাদের ঘোনা মনছুর আলী হাজ্বীর পাড়া, পূর্ব চর ধূরং আকবরবলী পাড়া	
	৫	নজুর বাপের পাড়া, ছব্বির পাড়া, নয়া পাড়, সতরুদ্দিন,ফয়জনির পাড়া, জুম্মা পাড়া	
	৬	বাইংগা কাটা, উত্তর বাঘখালী, মেইজ্যার পাড়া, নুরুজ্জালী পাড়া	
	৭	কালারমার পাড়া, পিল্যার পাড়া, মিয়াকাটা, সিরাজ্যার পাড়া, উত্তর মগলাল পাড়া, মসজিদ পাড়া	

ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড	গ্রামের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
	৮	হায়দরপাড়া, ফোড়ারপাড়া, মসজিদ পাড়া, মদন মিয়াজ্বীর পাড়া,আমিরাপাড়া, মিজ্বির পাড়া	
	৯	তেলিয়া কাটা, কুইল্যার পাড়া, দক্ষিন মগলাল পাড়া, বকসালী সিকদার পাড়া, প্রদীপ পাড়া, মৌলভী পাড়া, নয়া পাড়া	
দক্ষিণ ধূরং	১	অলি পাড়া, মদন্যার পাড়া, কালা চান পাড়া, নাত পাড়া, নয়া পাড়া, কিল্ল্যা পাড়া	দক্ষিণ ধূরং
	২	বাতিঘর পাড়া, পশ্চিম আলী ফকির ডেইল পাড়া, পাতলার পাড়া	
	৩	পূর্ব অলি ফকির ডেইল পাড়া, মাষ্টার পাড়া, আশা হাজী পাড়া, হাদিরা বর পাড়া	
	৪	জল্যার পাড়া, করিম সিকদার পাড়া, বাঘ্যার পাড়া, কালো মিয়াজির পাড়া, প্যাচার পাড়া, মশরাফ আলী বলির পাড়া, তবলির পাড়া	
	৫	শাহ্ আলম সিকদারপাড়া, বৈদ্দারপাড়া, বরই তলির পাড়া, হায়দার আলী মিয়াজিরপাড়া	
	৬	সিকদার পাড়া, মানিক্যার পাড়া, নয়া পাড়া,কিল্লা পাড়া, তবলির পাড়া, মিজজীর পাড়া	
	৭	ধুরং কাচা, কৈরার পাড়া, মশল্যার পাড়া, বারইয়া পাড়া	
	৮	জেলে পাড়া, মুছা পাড়া, সিকদার পাড়া, নয়া পাড়া, ধুরং বাজার	
	৯	নুরার পাড়া, আলী আকবর সিকদার পাড়া, শুকলাল পাড়া, মানিক চাঁদ পাড়া,	
লেমশীখালী	১	কাজীর পাড়া, এহক পাড়া, গাইট্যাখালী, আনুমিয়াজীরপাড়া, কবিরা পাড়া, আকবর আলী সিকদারপাড়া	লেমশী খালী মৌজা
	২	লুৎফারপাড়া, করলাপাড়া, মুন্সি মিয়াজিরপাড়া, ধুপীপাড়া, আশা হাজীরপাড়া, নয়াপাড়া	
	৩	পেয়ারা কাটার পাড়া, মশরফ আলী সিকদারপাড়া, জাইল্যাপাড়া,	
	৪	হাজীরপাড়া, আফাজউদ্দীন সিকদারপাড়া, আবদুররশিদ হাজারিয়াপাড়া	
	৫	আনু বাপের পাড়া, তহলি পাড়া, মাঝের পাড়া, গোলজানী বাপের পাড়া, নয়া ঘোনা,	
	৬	ছিন্নী খাইয়াপাড়া, গাইনা কাটা, ফজরআলী সিকদারপাড়া, ছামিরাপাড়া	
	৭	হাবিব হাজীরপাড়া, বশির উল্লাহ সিকদারপাড়া, মতির বাপের পাড়া,	
	৮	শাহাজীরপাড়া, ঠান্ডা চৌকিদারপাড়া,	
	৯	ছিদ্দিক হাজীর পাড়া	
কৈয়ারবিল	১	বিন্দাপাড়া, তইজ্যারপাড়া, সেন্টারপাড়া	কৈয়ারবিল মৌজা ও দক্ষিণ ধূরং মৌজার আংশিক লেমশীখালী মৌজার আংশিক
	২	মতিরবাপেরপাড়া, নাজিরপাড়া, ইসমাইল হাজীপাড়া, ফাকিরাপাড়া	
	৩	মফজলপাড়া, মহাজনপাড়া, নাথপাড়া, রফিউদ্দীন মাঝিপাড়া, মৌলভীপাড়া	
	৪	হাজী মফজল মিয়াপাড়া, হাজী অছিমিয়াপাড়া, কালা পরান্যারপাড়া, রোড়পাড়া	
	৫	মিয়াজিরপাড়া, মৌলভী আজিজুর রহমানপাড়া, লোটপাড়া,	
	৬	কৈলাস্যাঘোনা, কিল্লাপাড়া, দক্ষিন মলমচর,	
	৭	রোসাইপাড়া, পুরান সিকদারপাড়া, আনু হাজীরপাড়া, জইখ্যাপাড়া	
	৮	ঘিলাছলি, নাপিত পাড়া	
	৯	মলমচর পাড়া, দক্ষিণ মলমচর নজরআলী মাতবরপাড়া	
বড়ঘোপ	১	লাল ফকির পাড়া, ব্রাম্মণপাড়া, বশরতপাড়া, আসাদ আলীপাড়া, গোল বেহেরপাড়া	বড়ঘোপ মৌজা,
	২	দক্ষিণ মাতবরপাড়া, সনু মাতবরপাড়া, ঝাউতলা, চাঁনমিয়াপাড়া	
	৩	লোসাইপাড়া, ঘোনার মোড়, সাইট পাড়া	
	৪	আমজাখালী, মধ্যম আমজাখালী, দক্ষিন আমজাখালী, হামজা বাপেরপাড়া	
	৫	মিয়ার পাড়া, পশ্চিম আমজাখালী, হিন্দুপাড়া, জেলেপাড়া, মগডেইল	
	৬	পূর্ব মোরালিয়া, দক্ষিন সাইটপাড়া, দক্ষিণ মোরালিয়া, উত্তর মোরালিয়া	
	৭	মিয়ার ঘোনা, উত্তর সাইট পাড়া, আজম কলোনী, জেলে পাড়া, নয়াপাড়া, গোলদারপাড়া, নাপিতপাড়া, রেজিয়াপাড়া, জাইল্যাপাড়া	
	৮	মিয়াজিরপাড়া, বহদ্দারপাড়া, জোলহারপাড়া, আজম রোড়, বানু পাড়া, বেন্যারপাড়া, ফতে আলী পাড়া, পেন্যার পাড়া, ওয়াহেদ পাড়া, সুলতানপাড়া	
	৯	মাতবরপাড়া, চিন্নি খায়ের পাড়া, হাঁড়ি সিকদারপাড়া, আরব সিকদারপাড়া, ছৈয়দ পাড়া।	

ইউনিয়নের নাম	ওয়ার্ড	গ্রামের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
আলী আকবর ডেইল	১	চৌধুরীপাড়া, কাহারপাড়া, কিরণপাড়া, কাজীরপাড়া, সাইটপাড়া, স্কুলপাড়া-উল্টর	আলী আকবর ডেইল মৌজা, রাজাখালী মৌজা, খুদিয়ারটেক মৌজা
	২	হকদারপাড়া, নাছিয়ারপাড়া, পন্ডিত পাড়া, তেলীপাড়া, স্কুলপাড়া-দক্ষিণ, নতুনপাড়া	
	৩	হায়দারপাড়া, আব্দুলহাদী সিকদারপাড়া, ঘাটকুলপাড়া, নতুনপাড়া, বেড়ীবাঁধপাড়া	
	৪	ফাতেহ আলী সিকদারপাড়া, কালুয়ার ডেইল, সইরগ্যারপাড়া,	
	৫	সন্দীপি পাড়া, পুতিন্যারপাড়া, বাদুগ্যাপাড়া, মশরফআলী সিদারপাড়া-আংশিক	
	৬	আনিসের ডেইল, সাতঘরপাড়া, চৌধুরীপাড়া, মশরফ আলী সিদারপাড়া, নয়াহাটখোলাপাড়া, জেলেপাড়া,	
	৭	পুর্ব তাবলের চর, মধ্যম তাবলের চর, জলবরপাড়া, পূর্ব চরপাড়া	
	৮	নয়াপাড়া, চাটিপাড়া, পশ্চিম চর পাড়া, টেকপাড়া	
	৯	খুদিয়ার টেক, সাইট পাড়া	

(তথ্যসূত্র উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয় পরিষদ)

১.৩.৩ জনসংখ্যাঃ

এই উপজেলাটি দ্বীপাঞ্চল হওয়ায় জনসংখ্যা স্থিতিশীল নয়। দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসাবে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে অন্যত্র বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর এলাকার জনগণ কক্সবাজার জেলার মূল ভূ-খন্ডে বিভিন্ন এলাকায় বসতি আরম্ভ করে। ফলে উপজেলার জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। গত ২০১১ সাথে জাতীয় আদমশুমারী হিসাব অনুযায়ী মোট অধিবাসীর সংখ্যা ১,৩০,১০৮ জন যার মধ্যে পুরুষ ৬৬,৯৬৪ জন ও মহিলা ৬২,২১১ জন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপজেলার জনসংখ্যার তথ্যটি উপজেলার পরিসংখ্যান ব্যুরোর অফিস হতে প্রাপ্ত। এছাড়া বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী তথ্য যথাক্রমে উপজেলার হেলথ কমপ্লেক্স এবং উপজেলার সমাজসেবা ও ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে উপজেলার পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সংখ্যা ইউনিয়ন ভিত্তিক পৃথকভাবে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
০১.	উত্তর ধরং	১৩,৩১৫	১৩,৮৬৬	১০,৯৬৫	৫২০	৩৪০	২৭,১৬১	৫,০৫৪	১৫,৪৪০
০২.	দক্ষিণ ধুরং	৯,৭৯২	৯,৩০৫	৬,৯০০	৪২৫	২৫৬	১৯,০৯৭	৩,২৩৯	১০,০৮৪
০৩.	লেমশা খালী	১০,৯০১	৯,৯০৯	৮,০০০	৪৩২	২২০	২০,৮১০	৩,১৩৬	১০,১৯৪
০৪.	কৈয়র বিল	৬,৭১৯	৬,৭৪০	৭,৮০০	৩৭৮	৩২৮	১৩,৪৫৯	২,০৯২	৭,৬৮৪
০৫.	বড়ঘোপ	১৩,১২৫	১২,৭৪৯	৮,৫০০	৫১৯	৩২৩	২৫,৮৭৪	৫,১৫৩	১৬,৭৯৭
০৬.	আলী আকবর ডেইল	১২,৭১২	১০,৯৯৫	৮,৬০০	৪৮৬	৩২৪	২৩,৭০৭	৪,০১৩	১৩,৮৪২
	মোট	৬৬,৯৬৪	৬৩,৫৪৪	৫০,৭৬৫	২,৭৬০	১,৭৯১	১,৩০,১০৮	২২,৬৮৭	৭৪,০৪১

(তথ্যসূত্র বিবিএস)

১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

১.৪.১ অবকাঠামো :

বাঁধঃ

সমগ্র উপজেলাটি চতুর্দিকে ১টি বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি উপজেলাকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষার নিত্তিতে নির্মান করা হয়েছিল। বেড়ি বাধেঁর দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার যার প্রস্থ ১০ হতে ১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৭-১২ ফুট। নিম্নে বেডি বাধেঁর তথ্য ইউনিয়ন অনুসারে প্রদান করা হলো ঃ

- উত্তর ধূরং ইউনিয়নের পুর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ১,৩,৪,৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে আওতায় ১২ কিলোমিটার বাধ রয়েছে যার প্রস্থ ১০-১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৬-১২ ফুট। এই বাধটি অলিপাড়া হতে চরধুরং হয়ে সতরউদ্দীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা পর্যন্ত । এই অংশে প্রায় ৭ কিলোমিটার বাঁধ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এই বাধগুলো বিভিন্ন সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

- কৈয়ার বিল পুর্ব ও পশ্চিমে ১ও ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে আওতায় ৫ কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে যার প্রস্থ ১০-১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৬-১২ ফুট। এই বাঁধটি পশ্চিমে গিলাচরি হতে উত্তর কৈয়ারবিল বিন্ধাপাড়া এবং উত্তর মলমচর হতে দক্ষিন মলমচর পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার বাঁধ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এই বাধগুলো বিভিন্ন সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।
- দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের অধীনে মিজ্জিরপাড়া থেকে বিন্দার পাড়া পর্যন্ত মোট ৩.৫ কিলোমিটর বাধ রয়েছে যেগুলোর প্রস্থ ১৭-২০ ফুট এবং উচ্চতা ৬ ফুট। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুযোর্গের সময় এই বাধগুলো আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।
- লেমশীখালী ইউনিয়নে ৩,৫,৬,৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যদিয়ে মোট ৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ এর অবস্থান। এই বাঁধগুলোর প্রায় ১৮ ফুট চওড়া এবং ৮ উচু। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুযোর্গের সময় এই বাধগুলো আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার হবে।
- বড়ঘোপ ইউনিয়নের ১,২ ও ৩নং ওয়ার্ড এবং ৬,৭,৮ ও ৯ নং ওর্য়াডের অংশবিশেষ দিয়ে দক্ষিণ মোরালিয়া হতে মিয়ারঘোনা পর্যন্ত ও লোসাইপাড়া হতে উত্তর বড়ঘোপ পর্যন্ত মোট ২.৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে। বাঁধগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গবাদি পশু ও গরীব মানুষগুলো আশ্রয় নিয়ে থাকে।
- আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের পুর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে ১ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সাইট পাড়া থেকে তাবলের চর দিয়ে ঘোরে ৬ নং ওয়ার্ডের জেলে পাড়া পর্যন্ত পর্যন্ত মোট ১২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রয়েছে যার উচ্চতা ৭-৮ ফুট এবং ১৪ ফুট প্রস্থ। এই অংশে বেড়িবাঁধের প্রায় ৫ কিলোমিটার বাঁধ ঝুকিপূর্ণ এবং মেরামত করা প্রয়োজন। (তথ্যসূত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড)

স্লুইচগেইটঃ

কুতুবদিয়া উপজেলায় ছোট-বড় মোট ১০টি স্লুইচ গেট রয়েছে। স্লুইচ গেটগুলো উপজেলার উত্তর ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়গোপ ও আলী আকবর ডৈইল ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। এগুলো বেড়িবাঁধের মধ্যদিয়ে তৈরী করা হয়েছে। স্লুইজগেটগুলো পানি প্রবেশ করানো এবং বের করার জন্য ২, ৩ ও ৫ দরজা বিশিষ্ট করে স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্লুইচ গেইটগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রয়োজন মত পানি প্রবেশ ও বের করে দেয়া হয়। প্রায় স্লুইচ গেটের অবস্থা ভাল নয় এবং মরিচা ধরেছে যেগুলো মেরামত করা প্রয়োজন। নিম্নে সুইচ গেইটগুলোর নাম, কোন খালের সাথে সংযুক্ত, কোন ইউনিয়নের অবস্থান প্রদান করা হলো ঃ

- উত্তর ধূরং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও ফরিজ্যারপাড়া জোরা খাল উপর ফরিজ্যানী পাড়া স্লুইচগেইটি অবস্থিত। একই ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের কুতুবদিয়া চ্যানেল ও আকবরবলীরপাড়া জোরা খাল উপর দিয়ে আকবরআলী পাড়া স্লুইচগেইটি অবস্থিত।
- লেমশীখালী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও গাইনারজুরা খালের উপর গাইনারজুরা স্লুইচগেইট অবস্থিত। একই ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কুতুবদিয়া চ্যানেল ও পুটখালী জুরা খালের উপর দিয়ে পুটখালী জুরা স্লুইচগেইটটি অবস্থিত। ৯ নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও পিলটকাটা খালের উপর ক্রসডেম স্লুইচগেইট নামক স্লুইচগেইটি অবস্থিত।
- কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও পিলটকাটা খালের উপর ক্রসডেম স্লুইচগেইট মলমচরে বিটিশ স্লুইচগেইট অবস্থিত।
- বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও আজমকলোনী খালের উপর আজম কলোনী স্লুইচ গেইট অবস্থিত। একই ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের কুতুবদিয়া চ্যানেল ও মোরালিয়াখালের উপর মোরালিয়া স্লুইচ গেইট অবস্থিত।
- আলী আকবর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড কুতুবদিয়া চ্যানেল ও জেলেপাড়া কুমিরাছড়া খালের উপর কুমিরাচর স্লুইচ গেইট অবস্থিত। একই ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের পুর্বে কুতুবদিয়া চ্যানেল ও কাটাখালী খালের উপর তাবালেচর কাটাখালী স্লুইচ গেইট অবস্থিত।

(তথ্যসূত্র ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড)

ব্রীজঃ

উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে ছোট বড় অনেকগুলো ব্রীজ রয়েছে যা এলাকার জনগনের যাতায়াতের সহায়ক হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে কুতুবদিয়া উপজেলায় মোট **৫৮টি** ব্রীজ রয়েছে যার বিস্তারিত নাম, কোন খাল বা নদীর উপর, কোন ইউনিয়নের কোন ওর্য়াডের এবং মানুষের চলাচলে উপযোগী কিনা তা নিচে ইউনিয়ন অনুসারে প্রদান করা হলোঃ

- উত্তর ধূরং ইউনিয়নে মোট ২২ ব্রীজ রয়েছে। সেগুলো হলো- ১নং ওয়ার্ডে আজগরিয়া সড়কে ১টি ব্রীজ, ২ নং ওয়ার্ডের আজিম উদ্দিন সিকদার পাড়া খালের উপর আজম রোড়ে আজিম উদ্দিন সিকদার পাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২টি ব্রীজ, ৩নং ওর্য়াডর আফাজউদ্দীন সড়ক ব্রীজ, ৪নং ওর্য়াডে চন্দন খালের উপর চন্দন মাঝির সড়ক পাড়া ব্রীজ, নাপিতপাড়া সড়ক ব্রীজ, ধুরং খালের উপর আজম রোড়ে ধুরং খাল ব্রীজ, মুছা সিরাজ সড়ক ব্রীজ, ছমিজ্জির খালের উপর বাঘখালী ছাদেরঘোনা নতুন সড়ক ব্রীজ, ৫ নং ওয়াড-এ ধুরং খালে উপর জুম্মারপাড়া পাড়া ব্রীজ, ধুরং খালে উপর বাঘখালী স্কুলের পাশের ব্রীজ, সিরাজদ্দৌল্লাহ চেয়ারম্যানের বাড়ীর পাশের ব্রীজ, পিল্যারপাড়া ব্রীজ ও ফয়জনির পাড়া ব্রীজ, ৬ নং ওয়াড এ বাইঙ্গাকাটা খালে উপর বাইঙ্গাকাটা ব্রীজ ২টি, ৭ নং ওর্য়াডের কুইল্যাপাড়া খালের উপর ফজলকরিম সড়ক ব্রীজ, নয়াকাটা খালের উপর মিয়াকাটা ব্রীজ, ৯ নং ওয়ার্ডের

তেলিয়াকাটা খালের উপর তেলিয়াকাটা ব্রীজ, কুইল্লারপাড়া খালের উপর কুইল্লারপাড়া সড়ক ব্রীজ, ধুরং খালের উপর বকশালীপাড়া ব্রীজ সমূহ অবস্থিত।

- দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নে মোট ৯টি ব্রীজ রয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে, ১নং ওর্যাডে অলি পাড়া খালের উপর সিকদার পাড়া ব্রীজ, অলি খালের উপর উত্তর কালা চান পাড়া ব্রীজ (ঝুকিপূর্ণ) ও দক্ষিণ কালা চান পাড়া ব্রীজ (ঝুকিপূর্ণ), ২ নং ওর্যাডের নাপিত খালের উপর মদন্যার পাড়া বাতিঘর ব্রীজ (ঝুকিপূর্ণ), ৩ ও ৪ ওর্য়াডের তিলক কাটা খালের উপর আকবর শাহ্ ব্রীজ, পূর্ব আলী ফকির ডেইল ব্রীজ, সোকলাল পাড়া ব্রীজ ও ডিংগা ভাঙ্গা ব্রীজ, ৬নং ওর্য়াডের তিলক কাটা খালের উপর নয়া পাড়া ব্রীজের অবস্থান।
- লেমশীখালী ইউনিয়নে মোট ১১টি ব্রীজ রয়েছে। ব্রীজগুলো হলো, ১ ও ২নং ওর্য়াডের রাজাখালী খালের উপর রাজাখালী ব্রীজ, ২ নং ওয়ার্ড এ ঘইট্যাখালী রোড়ে রাজাখালী খালের উপর ঘাইট্যাখালী ব্রীজ, মিরাখালী সড়কে লবন মাঠের পানি চলাচলের উপর কাজীরপাড়া ব্রীজ ও মিরাখালী সড়কে লবন মাঠের পানি চলাচলের উপর করলাপাড়া ব্রীজ। ৫নং ওয়ার্ডের খালের উপর ওপারে মসজিদে যাওয়ার জন্য আনুবাপের পাড়া জমে মসজিদ রাস্তা ব্রীজ। ৬নং ওয়ার্ড দরবার রোড়ে রাজাখালী খালের উপর লাইত্যার ব্রীজ। ৯নং ওয়ার্ড এ পিলটকাটা খালের উপর শাহাজীরপাড়া ব্রীজ অবস্থিত।
- কৈয়ারবিল ইউনিয়নে মোট ৬টি ব্রীজ রয়েছে। সেগুলো হলো, ২নং ওয়ার্ড জমির পানি নিষ্কাষনে গিলাছড়ি স.প্রা. বিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রীজ, ৪নং ওয়ার্ডে জমির পানি নিষ্কাষনে হাজী এলাহদাদ মিয়া রাস্তার সংলগ্ন ব্রীজ, ৫নং ওয়ার্ডে জমির পানি নিষ্কাষনে পুরাতন কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন ব্রীজ, ৬নং ওয়ার্ডে জমির পানি নিষ্কাষনে চেয়াম্যান বাড়ীর দক্ষিনে ব্রীজ, ৭নং ওয়ার্ডে পিলটকাটা খালের উপর ব্রীজ রাস্তার ব্রীজ (ঝুঁকিপূর্ণ), ৭নং ওয়াডে জমির পানি নিষ্কাষনে সমিতি রোড় ব্রীজ অবস্থিত।
- বড়ঘোপ ইউনিয়নে মোট ৪টি ব্রীজ রয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে, ৩নং ওয়ার্ডের মোরালিয়া খালের উপর রুমাইপাড়া মেইন রোড়ে পূর্ব পাশে রুমাইপাড়া রোড়ের পশ্চিম পাশে। ৬নং ওয়ার্ডের জমির পানি নিষকাশনের জন্য মোরালিয়া ব্রীজ মোরালিয়া কালোর ডেইল ব্রীজ। ৭নং ওয়ার্ডের জমির পানি নিষকাশনের জন্য আজমকলোনী রোড়ের ব্রীজ। ৯নং ওয়ার্ডের কাজী খালের উপর হাড়ি সিকদারপাড়ার পশ্চিম পাশের ব্রীজ।
- আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে মোট ৬টি ব্রীজ রয়েছে। সেগুলোর অবস্থান হলো, ১নং ওয়ার্ডের চাষের জমির উপর কিরণপাড়া ব্রীজ, ৩নং ওর্য়াডের জমির পানি নিস্কাষনের জন্য ঘাটকুল পাড়া ব্রীজ, ৪নং ওর্য়াডের জমির নিস্কাষনের জন্য ফতে আলী সিকদারপাড়া ব্রীজ, ৫নং ওর্য়াডের জমির পানি নিস্কাষনের জন্য পুত্যেন্যারপাড়া ব্রীজ, ৬নং ওর্য়াডের চাষের জমির উপর তালেরচর ব্রীজ ও ৮নং ওর্য়াডের জমির পানি নিস্কাষনের জন্য পশ্চিম তাবালেরচর ব্রীজ।

জেটিঃ

এছাড়া এলজিইডি নির্মিত ৫টি জেটি রয়েছে। নিম্নে জেটির নাম প্রদান করা হলোঃ

১. আলী আকবর ঘাট জেটি
২. বড়ঘোপ ঘাট জেটি
৩. দরবার ঘাট জেটি
৪. উত্তর ধূরং ঘাট জেটি ও
৫. আকবর গলি ঘাট জেটি (কাঠের জেটি)

কালভার্টিঃ

কুতুবদিয়া উপজেলায় ছোট-বড় মোট ১৯৩টি কালভার্ট আছে। যা উত্তর ধরং ৫৮টি, দক্ষিণ ধুরং ৫টি, লেমশীখালী ৪৮টি, কৈয়ারবিল ২৯টি বড়ঘোপ ৪০টি, আলী আকবর ডেইল ১৩টি কালভার্ট রয়েছে। কালভার্ট সমূহের বিস্তারিত বিবরণ যেমন নাম, কোন নদী বা খালের উপর, কোন ইউনিয়ন এবং কার্যকর অবস্থায় আছে কিনা নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রদান করা হলোঃ

- উত্তর ধূরং ইউনিয়নে ১নং ওর্যাডের জোয়ারা খালের উপর নয়াকাটা সড়কের কালভার্ট/ আজগরিয়া সড়ক ছাটিপাড়া সড়কে-৩টি কালভার্ট /আবুতাহের মেম্বার সড়কে ২টি কালভার্ট/সিকদারঘোনা সড়ক কালভার্ট। ২নং ওর্য়াডের জোয়ারা খালের উপর চুল্লারপাড়া সড়ক কিল্লা রোডে ২টি কালভর্ট। ৩ নং ওয়ার্ড এ মনছুর হাজীরপাড়া কালভার্ট / জিয়াউদ্দীন সড়ক আফাজউদ্দীন সড়কে ৩টি কালভার্ট। ৪ নং ওয়ার্ড এ ঠান্ডাবাপেরপাড়া সড়ক চন্দন মাঝির সড়ক পাড়া-৩ নাপিতপাড়া সড়ক মুছা সিরাজ সড়ক -৩টি ছাদের ঘোনা সড়ক-২টি। ৫ নং ওর্য়াডের জোয়ারা খালের উপর জুম্মারপাড়া, নয়াপাড়া হাফিজিঘোনা কালভার্ট. কুইল্যারপাড়া পেঁচারপাড়া পূর্ব পাশের কালবাট। ৬নং ওর্য়াডের জোয়ারা খালের উপর জমির পানি নিষ্কাষনে মেইজ্যারপাড়া বাইঙ্গাকাটা রাস্তায় কালভার্ট - ৪টি। ৭ নং ওর্য়াডের ছমদিয়া মসজিদের পাশের কালভার্ট কালারমাপাড়া ২টি. ফজল করিম সড়ক-২টি মিয়াকাটা কালভার্ট, মগলার পাড়া কালাভাট-৩টি। ৮ নং ওর্য়াডের হায়দারপাড়া সড়ক কালভার্ট -৪টি। ৯ নং ওর্য়াডের খত্তাব মাদ্রসা সড়ক কালভার্ট ফজলকরিম সড়ক কুইল্লারপাড়া সড়ক কালভার্ট-২টি, ধুপীপাড়া সড়ক কালভার্ট-৩টি, মৌলভীপাড়া সড়ক কালভার্ট -২টি।

- দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নে মোট ৫টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলো হলো; ১ ও ৮ নং ওয়ার্ডের মধ্য নয়া পাড়া সংলগ্ন কালভার্ট (ঝুকিপূর্ণ)। ১ ও ৯ নং ওর্য়াডের মধ্যে একান্ন্যামিজজীর পাড়া কালভার্ট (ঝুকিপূর্ণ)। ৩নং ওয়াড আশা হাজীর পাড়া ও পূর্ব আলী ফকির পাড়া কালভার্ট। ৯নং ওয়াড সোকলাল পাড়া কালভার্টের অবস্থান।
- লেমশীখালী ইউনিয়নে মোট ৪৮টি কালভার্ট রযেছে। সেগুলো হলো যথাক্রমে, ২নং ওর্য়াডের অধীনে মুন্সি মিয়াজিরপাড়া সড়ক মিরাখালী সাক্লোন সেল্টার রোড়ে ২টি, লুৎপারপাড়া রাস্তায় ৩টি, করলাপাড়া রাস্তা ৪টি, উত্তর ধুপীপাড়া রাস্তা ৩টি, দক্ষিন ধুপী পাড়া মন্দিরের সামনে ধুপীপাড়া দুর্গা মন্দির
- রাস্তায় ১টি। ৩নং ওর্য়াডের আওতায় পিয়ারাকাটা রাস্তার কালভার্ট, ধুপীপাড়া রাস্তায়-৩টি, মশরফআলী সিকদারপাড়া রাস্তায় নুরুল আমিন ও রশিদ আহমদের বাড়ী পাশের কালভার্ট-২ টি, মশরফআলী সিকদারপাড়া রাস্তায় ছুপিয়া বাপের পশ্চিম ও রোকিয়া বাপের পূর্ব বাড়ী পাশের কালভার্ট - ২টি, সোকলাল পাড়া রাস্তা হইশ্যাপাড়া ও কোনপাড়া রাস্তা উপর কালভর্টি। ৫নং ওর্য়াডের অধীনে তহলীপাড়া রাস্তায় মৌং জাপরের বাড়ী ও আব জলিলের বাড়ীর পূর্ব পাশে - ২টি, গাইনাকাটা রাস্তা ৫টি কালভার্ট, নয়াঘোনা রাস্তায় ৩টি মাঝেরপাড়া রাস্তায় ২টি, তহলীপাড়া পঞ্চখানা রাস্তায় ১টি, পূর্ব লেমশীখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় ৩টি কালভার্ট। ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড ঠান্ডা চৌধুরী পাড়ায় ৩টি কালভার্ট হাবীব হাজীরপাড়ায় ২টি। ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে সোলতানপাড়া মসজিদের পূর্বে ১টি, ছিদ্দিক হাজীরপাড়ায় ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ২৯টি কালভার্ট রয়েছে। সেগুলো অবস্থান হলো, ১নং ওয়ার্ডএর অধীনে উঃ কৈয়ারবিল প্রা. বিদ্যালয় রাস্তায় কালভার্ট ২টি সেন্টার রোড়ের কালভার্ট বিন্দারপাড়া রাস্তায় কালভার্ট ২টি, ২নং ওয়ার্ডের অধীনে নাজিরপাড়া রোড়ে কালভার্ট ২টি নুরানিয়া বালিকা মাদ্রাসা রোড়ে কালভার্ট ৪টি। ৩নং ওয়ার্ডের অধীনে হদ্দাঘর রোড়ে কালভার্ট ২টি, মহাজন রোড়ে কালভার্ট ৩টি, ৬নং ওয়ার্ডে কৈলস্যাঘোনা রাস্তার কালভার্ট, ৭নং ওয়ার্ডের সমিতিরপাড়া নতুন রাস্তার কালভার্ট, ৮নং ওয়ার্ডে মেম্বার রাস্তা কালভার্ট ও ঘিলাছড়ি রাস্তার কালভার্ট এবং ৯নং ওয়ার্ডের নজরআলী মাতব্বার রাস্তায় কালভার্ট ৩টি মিয়াজিরপাড়া রাস্তার কালভার্ট ক্রসডেম রোড়ে কালভার্ট ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- বড়ঘোপ ইউনিয়নে মোট ৪০টি কালভার্ট রযেছে। কালভার্টগুলো যথাক্রমে উল্লেখ করা হলো। ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের অধীনে জমির পানি নিস্কাশনে জন্য নির্মিত হাসপাতাল সড়কের পশ্চিম ও পূর্ব কালভার্ট ও মুখবন্দ রাস্তার কালভার্ট। ২ নং ওয়ার্ডের মিজ্জির রাস্তার কালভাট পূর্বচাঁদ মিয়াপাড়া রাস্তার কালভাট। ৩ নং ওয়ার্ডের ঘোরারমোর রাস্তায় মসজিদেরপাশে মগডেইল ঘোনারমোর রাস্তার কালভার্ট রুমাইপাড়া রাস্তায় গনস্বাস্থ্যের পাশে কালভার্ট। ৪নং ওয়ার্ডের আমজাখালী-মগডেইল রোড়ে ২টি কালভার্ট/ বিদুৎ মার্কেট আমজাখালী রোড়ে ২টি কালভাট/ মুধু পুকুরের পাশের রাস্তায় ২টি কালভার্ট/ আমজাখালী মেমোরিয়াল রোড়ে ২টি / কালো ফকিরের রাস্তায় ২টি / চেয়ারম্যান রাস্তায় ২টি কালভার্ট / মুধু পুকুরের পূব পাশের সংযোগ রাস্তায় ১টি। ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড এর অধীনে চাঁদ গাজী রাস্তার কালভার্ট / মৌলভী পাড়া রাস্তার কালভার্ট/মগডেইল-আমজাখালী রোড়ের কালভার্ট। ৬নং ওয়ার্ড এর অধীনে পুর্ব মোরালিয়া রাস্তার কালভাট / দক্ষিন মোরালিয়া রাস্তার কালাভার্ট/আজমখালী-মোরালিয়া রোড়ের কালভার্ট। ৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে বিদুৎমার্কেট-কলেজ রোড়ে ২টি, গুদাম রোড়ে ২টি, জেলেপাড়া ডিসি রোড়ে ২টি, আজমকলোনী রোড়ে ১টি। ৮নং ওয়ার্ডের অধীনে জোলহারপাড়া রাস্তার কালাভার্ট, বানুবাপের পাড়া কলেজ রোড়ের কালভার্ট এবং ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে কলেজ রোড়ে ২টি, হাড়ি সিকদারপাড়ার কালভার্ট আবর সিকদারপাড়া রাস্তার কালভার্ট।
- আলী আকবর ইউনিয়নের অধীনে মোট ১৩টি কালভার্ট রযেছে। সেগুলো হলো- ২নং ওয়ার্ডের অধীনে রয়েছে হকদারপাড়া পাড়ার কালভার্ট, নাছিয়ারপাড়ার কালভার্ট, ৩নং ওয়ার্ডে রয়েছে কাহার পাড়া, ঘাটকুলপাড়া - ৩টি, ৪নং ওয়ার্ডের অধীনে আছে ফতে আলী সিকদারপাড়া, ৬নং ওয়ার্ডে রয়েছে আনিসের ডেইল রোড় ২টি, নায়া হাটকুলা রোডে ১টি, এবং ৮নং ওয়ার্ডের আওতায় তালেরচর পশ্চিম তাবালেরচর কালভার্ট অবস্থিত।

রাস্তাঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার আভ্যন্তরিন যোগাযোগ ও এলাকা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য প্রয়োজনমত সড়ক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। মোট ৬ টি ইউনিয়নের মধ্যকার যোগাযোগের জন্য পাকা রাস্তা রয়েছে এবং রাস্তাগুলোর অবস্থা যথেষ্ট ভাল। অন্যদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আভ্যন্তরিন যোগাযোগের জন্য কাচা পাকা রাস্তা রযেছে। এছাড়াও কিছু পরিমান HBB রাস্তা যা এলাকার জনগণের মধ্যে চলাফেরার জন্য সহায়ক। নিম্নে উপজেলার মোট রাস্তার পরিমান প্রদান করা হলো ঃ

- ✓ মোট রাস্তার পরিমান ঃ ২৮০ কিলোমিটার
- ✓ মোট পাকা রাস্তার পরিমান ঃ ৭৪.৫ কিলোমিটার
- ✓ মোট কাঁচা রাস্তার পরিমান ঃ ১২৪ কিলোমিটার
- ✓ মোট HBB রাস্তার পরিমান ঃ ৮১.৫ কিলোমিটার

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট (কিঃমিঃ)	পাকা (কিঃমিঃ)	কাঁচা (কিঃমিঃ)	HBB (কিঃমিঃ)
০১.	উত্তর ধরং	৬৯	১৮	৩০	২১
০২.	দক্ষিণ ধুরং	৫৬.৫	১১.৫	২৭	১৮

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট (কিঃমিঃ)	পাকা (কিঃমিঃ)	কাঁচা (কিঃমিঃ)	HBB (কিঃমিঃ)
০৩.	লেমশা খালী	৪৭.৫	৮	২৯	১০.৫
০৪.	কৈয়র বিল	৩৬	১০	১২	১৪
০৫.	বড়ঘোপ	৩৭	১৫	১২	১০
০৬.	আলী আকবর ডেইল	৩৪	১২	১৪	৮
	মোট	২৮০	৭৪.৫	১২৪	৮১.৫

(তথ্যসূত্র এলজিইডি, সওজ ও ইউনিয়ন পরিষদ)

কুতুবদিয়া উপজেলায় মোট রাস্তার সংখ্যা ১৩৯টি রাস্তা আছে যার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিঃমিঃ । এর মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ২৯টি এর দৈর্ঘ্য ৭৪.৫কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ৬২টি এর দৈর্ঘ্য পরিমান ১২৪ কিলোমিটার, HBB রাস্তার সংখ্যা ৪৮টি এর দৈর্ঘ্য ৮১.৫ কিলোমিটার।এই রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৩ থেকে ৩.৫ফুট এবং প্রস্ত যথাক্রমে ৫ থেকে ১২ফুটের মধ্যে । বৃষ্টি, বড় জোয়ারের সময় কাচাঁ, পাকা ও অর্ধপাকাসহ ৫০% রাস্তা পানিতে ডুবে যায় । নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তার সংখ্যা ও অবস্থানের তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

আজম সড়ক কুতুবদিয়ার প্রধান সড়ক এটি আলী আকবর ইউনিয়নের দক্ষিনে তাবালেরচর হতে উত্তর ধুরং আকবরবলীর ঘাট পর্যন্ত ২০কি.মি. দৈর্ঘ্য এবং আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং ও উত্তর ধুরং ইউনিয়ন অবস্থান ।

উত্তর ধরং ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ২৫টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৯কিঃমিঃ। এই ২৫টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৩টি, যার দৈর্ঘ্য ১৮ কিঃ মিঃ। এগুলো হলো আজম সড়ক হতে চেয়ারম্যান বাড়ী হয়ে ভিতর দিয়ে ফয়জউল্লাহর দোকান পর্যন্ত ২.৫ কি:মি, ধুরং বাজার হতে ধুরং ঘাট পর্যন্ত ৫কি.মি । আজম সড়ক উত্তর ধুরং হতে আকবরবলীর ঘাট পযর্ন্ত ১০.৫ কি:মি: । ১২টি কাঁচা রাস্তা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০কিঃমিঃ এবং ১০টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যারদৈর্ঘ্য প্রায় ২১ কিঃমিঃ । আধাপাকা ও কাচাঁ রাস্তা গুলো হলো ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে সিকদারঘোনা ও মাষ্টার মন্নান সড়কসহ আজম রোড় হতে উত্তরে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ৩টি রাস্তা ৩.৫কি.মি, মনুসিকদারপাড়া হতে মন্নানের বাড়ীর পাশ দিয়ে বেড়বাঁধ পর্যন্ত ১ কি.মি, আজম রোড় হতে নাপিতপাড়া পর্যন্ত ১.৫কি.মি, আজম রোড় হতে নয়াকাটা শেষ সীমানা পর্যন্ত ১কি:মি । ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে আজম সড়ক হতে মুজ্জালিয়াপাড়া ২ কি.মি, আজমসড়ক হতে চুল্লারপাড়া হতে এন হোসাইন প্রাথমিক বিদ্যালয় পযর্ন্ত ১.৫ কি.মি, আজম সড়ক হতে কালামারপাড়া ও চুল্লারপাড়া পযর্ন্ত ২ কি.মি, আজম সড়ক হতে ওয়াজ্জ্যারপাড়া বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ২কি.মি., আজম সড়ক হতে দক্ষিন নাপিতপাড়া সড়ক পর্যন্ত ১.৫ কি.মি । ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে আজিজিয়া রাস্তা হতে পশ্চিমে ঠান্ডাবাপের বাড়ী পর্যন্ত .৫ কি.মি, আজম সড়ক হতে ব্র্যাক সেন্টার হয়ে নাপিতপাড়া পর্যন্ত ২ কি.মি., আজম সড়ক হতে দক্ষিণেমনছুর আলীপাড়ার মসজিদ পর্যন্ত ১ কি.মি, আজম সড়ক হতে দক্ষিণে পাড়ার শেষ সীমানা পর্যন্ত ১ কি.মি । উত্তর ধুরং ইউনিয়ন ৪নং ওয়ার্ডেবাঘখালী হতে ছাদেরঘোনা পর্যন্ত ১ কি.মি, এম রহমান স্কুল হতে বাঘখালী সড়ক পর্যন্ত ২ কি.মি, বাইঙ্গাকাটা সড়ক হতে নাপিতপাড়া পর্যন্ত পর্যন্ত ১.৫ কি.মি, নাপিতপাড়া সড়ক হতে মুছা সিরাজ স্কুল পর্যন্ত ১.৫ কি.মি, সিকদার দোকান হতে আকবরবলীর জেটি পর্যন্ত ২কি.মি, বাঙ্গাকাটা সড়ক হতে চন্দন মাঝির বাড়ী হতে নাপিতপাড়া পর্যন্ত ২ কি.মি । উত্তর ধুরং ইউনিয়ন ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে বাইঙ্গাকাটা হতে মোয়াজ্জারপাড়া পর্যন্ত ২কি.মি, আজমরোড় হতে গাউছিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত ৩কি.মি, উত্তর ধুরং ইউনিয়ন ৭নং ওয়ার্ডে আজমরোড় হতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত ৫ কি.মি, মিয়াকাটা হতে বেড়ীবাঁধ ২ কি:মি, নয়াপাড়া হতে বেড়ীবাঁধ ৩ কি:মি:, আজম রোড় হতে সিরাজ্যাবাপের পাড়া দিয়ে কুইল্যারপাড়া পর্যন্ত ২ কি:মি:, আজম রোড় হতে মদন মিয়াজিরপাড়া ও হায়দারপাড়া সড়ক পর্যন্ত ২ কি.মি । ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে আমিরা পাড়া ও হায়দারপাড়ার আজম সড়ক হতে পশ্চিমে বেড়ীবাধ পর্যন্ত ৪ কি.মি । ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বাইঙ্গকাটা সড়ক হতে মনজানাবাপেরবাড়ী পর্যন্ত .৫ কি.মি, ফজলকরিম রাস্তা হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত ১কি.মি, আমান উল্লাহ বাড়ী হতে সিরাজ্যাপাড়া পর্যন্ত ১কি.মি., কুইল্লারপাড়া হতে ধুরং বাজার পর্যন্ত ১ কি.মি, ধুপীপাড়া হতে ধুরং বাজার পর্যন্ত .২৫কি:মি:, আজম রোড় হতে তেয়িাকাটা পর্যন্ত ১কি.মি., বাইঙ্গাকাটা সড়ক হতে কুইল্যারপাড়া দিয়ে লেমশীখালী পর্যন্ত ১.৫ কি.মি । বন্যা ও জলোচ্ছাসের ফলে কাঁচা অর্ধপাকা রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

দক্ষিণ ধরং ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ২৮টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬.৫কিঃমিঃ। এই ২৮টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৫টি, যার দৈর্ঘ্য ১১.৫ কিঃ মিঃ। ১৩টি কাঁচা রাস্তা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭কিঃমিঃ এবং ১০টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ কিঃমিঃ । পাকা ও কাচাঁ রাস্তা ও আধাপাকা গুলো হলো ইউনিয়নের ধুরং বাজার হতে ধুরং ঘাটা পর্যন্ত ৫.৫ কি.মি, আজম সড়ক হতে দরবার ঘাট পর্ডন্ত ৫ কিমি, পুরাতন লাইট হাউস রাস্তা হইয়া উত্তরে জেলে পাড়া পর্যন্ত ১কি: মি:, পুরাতন লাইট হাউস রোড ধুরং বাজার হতে পশ্চিম পুরাতন লাইট হাউস পর্যন্ত, ভাইয়া মস্তাফিজ মাস্টারের বাড়ী ও মদন্যার পাড়া সাইক্লোন সেন্টার হইয়া পশ্চিম ওয়াপদা বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ৬ কি:মি, সিকদার পাড়া রাস্তা সিকদার পাড়া জাফর মাস্টারের বাড়ী হইতে আকবর শাহ্ রোড পর্যন্ত ভাইয়া পূর্ব ধুরং প্রাইমারী স্কুল অনাখালী টেইলা ও ছিদ্দিক আহম্মদ বাড়ী হতে উত্তরে আকবর শাহ্ রোড পর্যন্ত ২কিঃমিঃ, আলী ফকির ডেইল রাস্তা-দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমানা বিন্দা পাড়া হইতে উত্তরে পুরাতন লাইট হাউস রাস্তা পর্যন্ত, লিয়াকত আলী মেম্বার বাড়ী ও শুকলাল পাড়া হইতে উত্তরে হাজী ফজল আহম্মদের বাড়ী পাশে পুরাতন লাইট হাউস রাস্তা পর্যন্ত ৪কি:মি:, আকবর শাহ্ রাস্তা আলী ফকির ডেইল হতে পূর্ব শাহী রোড পর্যন্ত, পূর্বে

ছালে আহম্মেদর বাড়ী সাইক্লোন সেন্টার ও নয়া পাড়া হয়ে শাহী রোড পর্যন্ত ৩.৫কিঃমি, নুরার পাড়া রাস্তা পূর্বে নাছির উদ্দীন বাড়ী হইয়া পশ্চিমে শুকলাল পাড়া, আলী ফকির ডেইল রাস্তা পর্যন্ত ভাইয়া আজম রোড নুরার পাড়া কালামের বাড়ী ও কবর স্থান হইয়া শুকলাল পাড়া, আলী ফকির ডেইল রাস্তা পর্যন্ত ২কি: মি:, পূর্বে শাহী রোড হইতে পশ্চিমে আজম রোড পর্যন্ত ভাইয়া বরই তলি পাড়া ও শামশু সওদগরের বাড়ী হইয়া আজম রোড ২কি: মি:, বেদ্যার পাড়া রাস্তা দক্ষিণ নুর ছৈয়দের বাড়ী হইয়া পশ্চিমে আজম রোড ভাইয়া শাহী রোড বরই তলি পাড়া ও শাহআলম সিকদার পাড়া হইয়া পশ্চিম আজম রোড ২কি: মি:, আশা হাজী পাড়া রাস্তা আলী ফকির ডেইল পশ্চিমে বেড়ী বাধ ও ভাইয়া সাইক্লোন সেন্টার ও ওয়াবদা বেড়ী বাধ ১কি: মি:, কালা চান পাড়া রাস্তা, ধুরং বাজার পুকুর হইতে পশ্চিমে ওয়াবদা বেড়ী বাধ পর্যন্ত ২কি: মি:, মশরফ আলী বলি পাড়া রাস্তা, ডিংগা ভাঙ্গা বাজার আজম রোড হইতে হায়দার আলী মিয়াজির খাল উত্তরে আকবর শাহ্ রাস্তা পর্যন্ত ২.৫কি: মি:, সিকদার পাড়া মসজিদ পুকুর হইতে উত্তরে মুজিব কিল্লা পর্যন্ত ১কি: মি:, ধুরং কাচা রাস্তা দক্ষিণে অয়নাখালী টেইলা সিকদার পাড়া রাস্তা হইতে উত্তরে পাইলট কাটা খালে র ব্রীজ পর্যন্ত ভাইয়া সাইক্লোন সেন্টার উত্তরে খালের ব্রীজ পর্যন্ত ১কি: মি:, নাপিতপাড়া রাস্তা ও তহসিল অফিসের পাড়া আযাদ রোড পশ্চিমে কালাচাঁদ পাড়া রাস্তা ভাইয়া ভিন্দা মহাজনের বাড়ী হইয়া কালা চাদ পাড়া পর্যন্ত ২কি:মি । সিকদার পাড়া পূর্বে আজম রোড হতে হায়দার মিয়াজির খালের দক্ষিণ পাড় হইয়া আজম রোড ১কি: মি:, ধুরং বাজার হইতে কমিউনিটি সেন্টার ১কি:মি:, বাবুলের বাড়ী হইতে নুরারবর বাড়ী পর্যন্ত ১কি: মি: ।

লেমশীখালী ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ১৯টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭.৫কিঃমিঃ। এই ২৯টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৩টি, যার দৈর্ঘ্য ৮কিঃ মিঃ। ৯টি কাঁচা রাস্তা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯কিঃমিঃ এবং ৭টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০.৫ কিঃমিঃ । পাকা ও কাচাঁ রাস্তা ও আধাপাকা গুলো হলো লেমশীখালী ইউনিয়নের মুন্সি মিয়াজির পাড়া রাস্তা মিরাখালী রোড় হতে মুন্সিমিয়াজিরপাড়া পর্যন্ত ১ কিমি, মিরাখালী রোড় হতে সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ১ কিমি., আশাহাজীপাড়া রাস্তা সেন্টার হতে গাইনাকাটা পর্যন্ত ১ কিমি., মিরাখালী হতো লুৎপারপাড়া উত্তর সীমানা পর্যন্ত ১কিমি., মিরাখালী রোড় হতে ধোপীপাড়া কালী মন্দির পর্যন্ত ১ কিমি., মিরাখালী রোড় হতে জাহেলিয়াপাড়া রোড় পর্যন্ত ১ কিমি, মন্দির হতে গাইনাকাটা রোড় পর্যন্ত ১ কিমি., সেন্টার রোড় হতে মন্দির পর্যন্ত .৫ কিমি., পূর্ব লেমশীখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা দরবার রোড় হতে বিদ্যালয় পর্যন্ত১ কিমি., আনুবাপের পাড়া জমে মসজিদ রাস্তা দরবার রোড় হতে মসজিদ পর্যন্ত ১ কিমি., পিয়ারাকাটা রাস্তা বেড়ীবাধ হতে আশাহাজী পাড়া পযর্ন্ত ১ কিমি., ধুপীপাড়া রাস্তা দক্ষিন করলাপাড়া হতে পুর্বে বেড়ীবাধ পযর্ন্ত ১.৫ কিমি, নয়াপাড়া হতে ফজরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ কিমি., কোন পাড়া হতে জাইল্যাপাড়া পযর্ন্ত এবং বেড়ীবাঁধ হতে জরিয়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ২ কিমি., বেড়ীবাধ হতে রেজাউল করিমের বাড়ী পর্যন্ত ১ কি.মি., বেড়ী বাধ হতে পশ্চিমে সোকলালপাড়া পর্যন্ত ১কিমি., বেড়ী বাধ হতে পশ্চিমে হইশ্যাপাড়া পর্যন্ত ১ কিমি., তহলীপাড়া হতে **গাইনাকাট** রাস্তা ৩ কিমি,

কৈয়ারবিল ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ২২টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬কিঃমিঃ। এই ২২টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৩টি, যার দৈর্ঘ্য ১০কিঃ মিঃ। ১১টি কাঁচা রাস্তা, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২কিঃমিঃ এবং ৮টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪কিঃমিঃ । পাকা ও কাচাঁ রাস্তা ও আধাপাকা গুলো হলো কৈয়ারবিল ইউনিয়নের মাষ্টর আহমদউল্লাহ সড়ক সেন্টার রোড় হতে সাইক্লোন সেন্টার পর্যন্ত ১.৫ কিমি, বিন্দারপাড়া রাস্তা পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ হতে বিন্দাপাড়া পর্যন্ত ১.৫ কিমি,
নাজিরপাড়া রোড় হন্দার পাড়া হতে মহাজন রোড় পর্যন্ত ১.৫ কিমি., আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি, সেন্টার রোড় হতে বালিকা মাদ্রাসা রোড় ১.৫ কিমি., আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫কিমি, আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., হাজী এলাহদাদ মিয়া রাস্তা আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি, সমিতি রোড় আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., কৈলস্যাঘোনা রাস্তা/কিল্লার রাস্তা আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., ব্রীজ রাস্তা আজম রোড় হতে পুর্বে ঘোনা পর্যন্ত ১.৫ কিমি., পরান সিকদারপাড়া রোড় আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., পরান সিকদারপাড়া নতুন রাস্তা আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., ইসলামিয়া সমিতিরপাড়া রাস্তা আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত১.৫ কিমি., কৈয়ারবিল -লেমশীখালী সড়ক আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., সৈকত(মেম্বার শওকতআলী) রাস্তা আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫কিমি, ঘিলাছড়ি রাস্তা আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫কিমি., ক্রসডেম রোড়, আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., চেয়ারম্যান রোড় আজম রোড় হতে পশ্চিমের বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., নজরআলী মাতব্বার রোড় আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., মিয়াজিরপাড়া রাস্তা আজম রোড় হতে পুর্বে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১.৫ কিমি. ।

বড়ঘোপ ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ২৯টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭কিঃমিঃ। এই ২৯টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ১১টি দৈর্ঘ্য ১৫কিঃমিঃ। ১০টি কাঁচা রাস্তা যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২কিঃমিঃ এবং ৮টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০কিঃমিঃ । বড়ঘোপ ইউনিয়নের পাকা ও কাচাঁ রাস্তা ও আধাপাকা গুলো হলো বড়ঘোপ ঘাট হতে পশ্চির বড়ঘোপ বাজার পযর্ন্ত ৪ কিমি., বড়ঘোপ-লেমশীখালী সড়ক (কলেজ রোড়) বড়ঘোপ বাজার হতে কুতুবদিয়া কলেজ হয়ে লেমশীখালী চৌমহনী পর্যন্ত ৬কি.মি., হাসপাতাল সড়ক,কলেজ রোড়, উত্তর বড়ঘোপ মসজিদ রোড়, ছৈয়দ মাজির রাস্তা আজম সড়ক হতে বেড়ীবাধঁ ৪কিমি., ডিসি রোড় হতে মগডেইল পর্যন্ত ১ কিমি., মাতব্বরপাড়া হতে মগডেইল পর্যন্ত ১ কিমি, ষ্টেশন রোড় হতে মাতব্বপাড়া পর্যন্ত ১ কিমি. রুমাইপাড়া হতে মগডেইল ব্রীজ পর্যন্ত ১.৫ কিমি., ঘোনার মূখ হতে মগডেইল পর্যন্ত .৫ কিমি., রুমাইপাড়া মসজিদ হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১ কিমি., আজম সড়ক হতে মধুপুকুর পর্যন্ত ১

কিমি., আমজাখালী হতে মোরালিয়া পর্যন্ত ১ কিমি., মগডেইল হতে পূর্ব বেঁড়ীবাধ পর্যন্ত ১ কিমি, মসজিদ হতে পূর্ব বেড়ীবাধ পর্যন্ত ১ কিমি., মগডেইল হতে সুলতানা মার্কেট ১ কিমি., বিদ্যুৎ রোড় হতে আমজাখালী পর্যন্ত ১ কিমি., মগডেইল হতে কমিউনিট সেন্টার হয়ে মিয়ারপাড়া পর্যন্ত ১.৫কিমি., চানগাজী হতে পশ্চিমে নুর আহমদের বাড়ী পর্যন্ত .৫ কিমি, ফতেআলী মাতব্বর পাড়া হতে বেড়ী বাধ পর্যন্ত .৫ কিমি., মোরালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত ১ কিমি., গোলজার পাড়া হতে মিয়ার ঘোনা এবং বদইয়ারপবাপের পাড় পর্যন্ত ২ কিমি., বদইয়া পাড়া মসজিদ হতে রিয়াজুপাড়া এবং কলেজ হতে বিদ্যুৎ মার্কেট ২কিমি., কলেজ রোড় হতে মনোহরি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে বদইয়া পাড়া পর্যন্ত ১.৫ কিমি, আজম রোড় হতে মনোহরিপাড়া পর্যন্ত ১কিমি., আজম রোড় হতে বেড়ীবাধ পর্যন্ত এবং হেদায়ত আলী মাতব্বপাড়া হতে কলেজ পর্যন্ত ২.৫ কিমি., বাংলা লিং টাওয়ার হতে আরব সিকদারপাড়া পর্যন্ত ১.৫কিমি, উপজেলা গেইট হতে আরব সিকদার পাড়া বিদ্যুৎ মার্কেট হতে কলেজ পর্যন্ত ১কিমি., গোলজার পার হতে আরব সিকদারপাড়া পযর্ন্ত ১কিমি. ।

আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে মোট রাস্তার সংখ্যা ১৬টি, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪কিঃমিঃ। এই ১৬টি রাস্তার মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ৪টি দৈর্ঘ্য ১২কিঃমিঃ। ৭টি কাঁচা রাস্তা যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪কিঃমিঃ এবং ৫টি আধা পাকা রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮কিঃমিঃ । আলী আকবর ডেউল ইউনিয়নে পাকা ও কাচাঁ রাস্তা ও আধাপাকা গুলো হলো বড়ঘোপ বাজার হতে শান্তি বাজার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত ৭কিমি., কিরন পাড়া রাস্তা, কাহারপাড়া রাস্তা, চৌধুরীপাড়া রাস্তা কিরন পাড়া হতে সাইটপাড়া হতে কাহারপাড়া ও চৌধুরীপাড়া হতে কিরন পাড়া হতে সাইটপাড়া পযর্ন্ত ৩কিমি., ঘাটকুলপাড়া হতে নতুপাড়া বেড়ীবাধ পর্যন্ত ১কিমি., কালুয়ারডেইল হতে নাছিমার ডেইল ও ফতেআলী সিকদারপাড়া হতে কালুয়ারডেইল পর্যন্ত ২কিমি., কাজীরপাড়া হতে য়াহাট কুলাপাড়া বাজার রাস্তা পর্যন্ত এবং কান্তি বাজার হতে হতে খুদিয়ার টেক পর্যন্ত ৩কিমি., চৌধুরী পাড়া হতে নয়াহাটকুলাপাড়া বাজার অর্থাৎ আলী আকবর ঘাট পর্যন্ত ৩কি:মি., আজম সড়ক হতে সন্দীপিপাড়া পযর্ন্ত মশরফআলী সিকদারপাড়া ও পুতিন্যারপাড়া সংযোগ সড়ক পর্যন্ত ৩কিমি., আজম সড়ক হতে পূর্বে তাবালেরচর পর্যন্ত ২কিমি., পুর্বে বেড়ীবাধ হতে পশ্চিমে বেড়ীবাধ পর্যন্ত ২কিমি., তাবালেরচর রাস্তা পুর্বে বেড়ীবাধ হতে পশ্চিমে বেড়ীবাধ ও টেকপাড়া রাস্তা তবালেচর হতে টেকপাড়া হয়ে পশ্চিম চরপাড়া পর্যন্ত এবং চরপাড়া রাস্তা পুর্বে বেড়ীবাধ হতে পশ্চিমে বেড়ীবাধ পর্যন্ত ৩কিমি. ।

সেচ ব্যবস্থাঃ

সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য উপজেলায় গভীর নলকুপ সংখ্যা : ৩ টি এবং অগভীর নলকুপ : ৮টি আলী আকবর ডেইল গভীর নলকুপ ১টি, অগভীর নলকুপ বা সেলু টিউবয়েল ৮টি এবং লেমশীখালী ইউনিয়নে ২টি গভীর নলকুপ আছে। বিদুৎ না থাকায় সেচ কাজের জন্য এখানে বিদ্যুৎ চালিত এবং ডিজেল চালিত নলকুপ বা পাওয়ার পাম্প ব্যবহার নেই। উপজেলায় ক্ষেত-খামারের কাজে কুয়া, ছোট-বড় পুকুরের পানি সেচ কাজে ব্যবহার করে কৃষককেরা চাষাবাদ করে ।

হাটবাজারঃ

সমগ্র কুতুবদিয়া উপজেলায় হাট বসে শুধুমাত্র বড়ঘোপ বাজার ও ধুরং বাজারে । উক্ত বাজারে সপ্তাহে ২দিন করে বাজার বসে। উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের জনসাধারণ উক্ত ২টি বাজারে হাটের দিন বাজার করে তাদের সাপ্তাহিক চাহিদা মেটায়। উক্ত উপজেলায় মোট ৯টি ছোট বড় হাট বাজার রয়েছে। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট ও বাজারের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

ইউনিয়ন	বাজারের নাম	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	মন্তব্য
উত্তর ধূরং	উত্তর ধুরং ঘাট বাজার	হাট বসে	২০টি	না	
	আকবরবলীর ঘাট	হাট বসে না	১৫টি	না	
দক্ষিণ ধুরং	ধুরং বাজার	শনিবার ও মঙ্গলবার	৭০০টি	হ্যাঁ	ধূরং বাজার উপজেলার বিখ্যাত বাজার উক্ত বাজারে উত্তর ধূরং, দক্ষিন ধূরং, লেমশীখালী এবং কৈয়ারবিল ইউনিয়নে জনগন এই বাজারে হাট-বাজার করে থাকেন।
	দরবার হাট	হাট বসে না	১৫০	হ্যাঁ	
লেমশী খালী	দরবার ঘাট বাজার	হাট বসে না	২১টি	নাই	
	চৌমুহনীবাজার	হাট বসে না	৬০টি	নাই	
বড়ঘোপ	বড়ঘোপ বাজার	শুক্রবার ও সোমবার	**৬০০টি**	**হ্যাঁ**	বড়ঘোপ উপজেলার সদরে হওয়ায় বাজারটি গুরুত্ব বেশী। উক্ত বাজারে বড়ঘোপসহ আলী আকবরডেইল এবং কৈয়ারবিল ইউনিয়নে জনগন এই বাজারে হাট-বাজার করে থাকেন।
	বিদ্যুৎ মার্কেট	হাট বসে না	৭০টি	হা	
আলী	শান্তিবাজার	হাট বসে না	২০টি	হা	
	তাবলেরচরবাজার	হাট বসে না	২০টি	না	

ইউনিয়ন	বাজারের নাম	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	মন্তব্য
আকবর ডেইল	ঘাট ঘরবাজার	হাট বসে না	৭০টি	হ্যাঁ	
	নাছিয়ারপাড়া বাজার	হাট বসে না	১৫টি	না	

(তথ্যসূত্র উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ)

১.৪.২ সামাজিক সম্পদঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার সামাজিক সম্পদ বর্ণনায় এলাকার ঘরবাড়ী, পানির উৎস, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং যেগুলো দুযোর্গ প্রস্তুতি ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দ্বীপাঞ্চল উপজেলা হিসাবে এই এলাকায় সামাজিক সম্পদে'র নানাবিদ ঝুকি/আপদের সম্মুখীন। এখানে দরিদ্র মানুষদের আবাসনের যেমন সমস্যা, তেমনি নিত্যপ্রয়োজনীয় পানীয় জলের সংকটও কম নয়। সেইসাথে পয়নিঃস্কাশনের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ নানা রোগে শোকে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সার্বিক বিবেচনা কুতুবদিয়া উপজেলা সামাজিক সম্পদের সার্বিক নিচে সন্নিবেশিত করা হলো।

ঘরবাড়ি ঃ

উপজেলার বেশীর ভাগ ঘরবাড়ী কাচাঁ যা খড়ের ছাউনি ও মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরী। অধিবাসদের দারিদ্র্যতা ও প্রাকৃতিক দুযোর্গ প্রবনতার কারণে ভাল ঘরবাড়ী গড়ে উঠেনি। তাছাড়া দ্বীপ এলাকার কারণে অনেক মানুষ স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতে চায়না বলে মনে হয়েছে। প্রায় ৩৮% ঘরবাড়ী টিনের চালা ও মাটি/বাশেঁর বেড়ার বা দেওয়াল দিয়ে তৈরী এবং বাড়ী ৭% ঘরবাড়ী টিনের চালা ও ইটের দেওয়াল দিয়ে তৈরী এবং শুধুমাত্র ৩% ঘর পাকা দালান যা তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক কাচাঁ, টিনের, আধাপাকা ও পুরো পাকা ঘরের বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	ঘরের সংখ্যা	কাঁচা ঘর	টিনের ঘর	আধাপাকা	পাকা দালান
০১.	উত্তর ধরং	৪৮৮৯	৪৫%	৪৮%	৫%	২%
০২.	দক্ষিণ ধুরং	২৮০৬	৬৫%	২৯%	৪%	৩%
০৩.	লেমশা খালী	৩১৮৮	৪১%	৪২%	১০%	৩%
০৪.	কৈয়ার বিল	১৯১১	৬২%	২৯%	৬%	৩%
০৫.	বড়ঘোপ	৪৪৭৯	৫৫%	৩৫%	৭%	৩%
০৬.	আলী আকবর ডেইল	৩৮৩১	৪২%	৪৪%	১১%	৩%
	মোট	**২১১০৪**	**৫২%**	**৩৮%**	**৭ %**	**৩ %**

পানিঃ

উপজেলার পানির উৎস দুইটি। প্রথমত: গভীর ও অগভীর নলকুপ এবং দ্বিতীয়ত: বৃষ্টির পানি। কিছু কিছু জায়গায় অগভীর নলকুপের পানিতে সাধারন আয়রন ও লবনাক্ততা গত ১০-১২ আগের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গভীর নলকুপ স্থাপনের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক পানির স্তরের ভিন্নতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উপজেলায় এলাকা ভেদে ৪৫০-৮৫০ফুট পর্যন্ত গভীরে গেলে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়। গ্রামের ১০০% মানুষ খাবার পানি হিসাবে নলকুপের পানি ব্যবহার করে থাকে, যদিও অন্যান্য পারিবারিক কাজে মানুষ পুকুর কিংবা কুয়ার পানি ব্যবহার করে থাকে। পুরো উপজেলায় মোট ৩,৭৫৬ টি নলকুপ রয়েছে যার মথ্যে ৯৮৯ টি গভীর এবং ২,৭৬৭ টি অগভীর নলকুপ। উল্লেখ্য যে, মেরামতের অভাবে ১২২ টি গভীর নলকুপ অকেজো হয়ে আছে। কুতুবদিয়া উপজেলায় উল্লেখযোগ্র কোন বন্যা দেয়া দেয়নি, বিধায় নলকুপগুলো নিরাপদ উচ্চতায় থাকে।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট নলকুপের সংখ্যা	নলকুপের অবস্থা		
			ভাল	নষ্ট	গভীর/অগভীর
০১.	উত্তর ধূরং	৩৫১ টি	৩১৯ টি	৩২ টি	গভীর ৩৫১
০২.	দক্ষিণ ধুরং	৩০১ টি	২৮১ টি	২০ টি	গভীর -১৫৬ / অগভীর-১৪৫
০৩.	লেমশা খালী	১৮৭ টি	১৬৩ টি	২৪ টি	গভীর ১৮৭টি
০৪.	কৈয়ার বিল	২৮২ টি	২৬৫ টি	১৭ টি	গভীর ৬০টি / অগভীর নলকুপ-২২২টি
০৫.	বড়ঘোপ	১,১৬১ টি	১১৪৪ টি	১৭ টি	গভীর ১৬১টি / অগভীর নলকুপ-১০০০টি

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মোট নলকুপের সংখ্যা	নলকুপের অবস্থা		
			ভাল	নষ্ট	গভীর/অগভীর
০৬.	আলী আকবর ডেইল	১,৪৭৪ টি	১৪৬২টি	১২ টি	গভীর ৭৪টি / অগভীর নলকুপ-১৪০০টি
	মোট	**৩,৭৫৬ টি**	**৩,৬৩৪ টি**	**১২২ টি**	**গভীর-৯৮৯ / অগভীর-২৭৬৭**

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাঃ

উপজেলার পয়ৎনিস্কাশনের ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। দ্বীপাঞ্চল হওয়ার কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে যে, জলাাবদ্ধ পায়খানাগুলো (পাকা) বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত লোকের বাড়িতে রয়েছে। বেশীর ভাগ জায়গায় স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করলেও দেখা যায় যে, পায়খানার পানি ধরার সাইপোন ভেঙ্গে ফেলার কারণে জলাবদ্ধ পায়খানা খোলা পায়খানায় পরিণত হয়েছে। নিচে স্বাস্থ্যসম্মত পায়নার অবস্থান তুলে ধরা হলো ঃ

- ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কয়টি ঃ ১৭,৩৮১ টি
- ✓ জলাবদ্ধ পায়খান (কাঁচা) ঃ ১২,৩৮৪ টি
- ✓ জলাবদ্ধ পায়খান (পাকা) ঃ ৪,৯৯৭ টি
- ✓ খোলা পায়খানা ঃ ৫,৮৩৬ টি
- ✓ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারী কত শতাংশ ঃ ৭৪ %

নিম্নে উপজেলার ইউনিয়ন ভিক্তিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সংখ্যা, প্রকার, এবং ব্যবহারের পরিমান ছক আকারে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কয়টি	জলাবদ্ধ পায়খান (কাঁচা)	জলাবদ্ধ পায়খান (পাকা)	খোলা পায়খানা	পায়খানা ব্যবহার %
০১.	উত্তর ধূরং	৩,৫৩৭ টি	২,৯৫৭ টি	৫৮০ টি	২,০৫৪ টি	৭০%
০২.	দক্ষিণ ধুরং	২৩৯১ টি	১৭৪৩ টি	৬৪৮ টি	৬৪৮ টি	৬৫%
০৩.	লেমশা খালী	২,০৩৮টি	১,৬১৩টি	৪২৫টি	১,০৫২টি	৬৫%
০৪.	কৈয়ার বিল	১৫৯০ টি	১১৭৫ টি	৪১৫ টি	৫২৩ টি	৭৫%
০৫.	বড়ঘোপ	৪,৪৯৫ টি	২,৫৬৫ টি	১,৯৩০ টি	৬৭৬ টি	৮৭ %
০৬.	আলী আকবর ডেইল	৩,৩৩০ টি	২,৩৩১ টি	৯৯৯ টি	৬৮৩ টি	৮৩ %
	মোট	১৭,৩৮১ টি	১২,৩৮৪ টি	৪,৯৯৭ টি	৫,৮৩৬ টি	৭৪ %

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগারঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা দ্বীপাঞ্চল হলেও শিক্ষার প্রসার এবং উদ্দ্যোগ বেশ লক্ষনীয়। সমগ্র উপজেলায় মোট ২টি বে-সরকারী কলেজ যার একটি ১৯৯১সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যটি সম্প্রতি সময়ে প্রতিষ্ঠিত। উপজেলায় মোট ৬ টি ইউনিয়ন মিলে প্রচুর সংখ্যক কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১১ টি মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলো ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষা বিস্তার ভূমিকা রাখছে। উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলে মোট ৬৬ বিদ্যালয় রয়েছে। নিম্নে এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

- ✓ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৫৬টি
- ✓ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ১০ টি
- ✓ মাদ্রাসা ঃ ১১ টি
- ✓ কেজি স্কুল ঃ ৩৪ টি
- ✓ কলেজ ঃ ২ কলেজ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওর্য়াড	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
সরকারী প্রতিষ্ঠান	উত্তর ধূরং প্রাথমিক বি: -১৪টি	আজগরিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	৪৫০	৮	১ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		চর ধূরং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৭৫০	১১	২ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		এন হোসাইন সরকারী প্রাঃবিঃ	২৭০	৪ জন	২ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		মুসা সিরাজ সরকারী প্রাঃ বিঃ	৪৩৭	৬	৩ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		আফাজিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২১৭	৪	৩ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওর্য়াড	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
১। প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৬টি ২। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি		ছামদিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	৫৩০	৮	৪ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		এম রহমান সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৩৩	৪	৪ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ফয়জানিপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২০০	৪	৫ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		জুম্মাপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২০৬	৩	৫ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		সতর উদ্দীন সরকারী প্রাঃ বিঃ	৩১৮	৭	৫ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		বাঘখালী সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৫০	৪	৬ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		বাইঙ্গাকাটা সরকারী প্রাঃ বিঃ	১৮৫	৪	৬ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পশ্চিম ধূরং সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৪৮	৪	৮ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		তেলিয়াখাটা সরকারী প্রাঃ বিঃ	৩১০	৭	৯ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
	দক্ষিন ধূরং প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭টি	দক্ষিণ ধূরং হাবিবীয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	১৭৭	৪	১নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		দক্ষিণ ধূরং সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৪৩	৭	৩নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		এলাহীয়া সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	৩নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ডিংঙ্গা ভাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৩৪	৫	৪নংওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		জলিলিয়া সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২৮	৭	৫নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পূর্ব ধূরং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৫১০	৯	৬নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ধূরং সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	১০৬৫	১০	৮নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
	লেমশীখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১০টি	রাজাখালী সরকারী প্রাঃ বিঃ	৩৮০	৪	১ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		উত্তর লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৫৬	৬	২ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ধুপীপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৫০	৪	২ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ফজরিয়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২১৪	৪	৩ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পুর্ব লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	২১৮	৪	৫ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		লেমশীখালী এম রহমান সরকারী প্রাঃবিঃ	২৫৪	৪	৬ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		লেমশীখালী সেন্ট্রাল সঃপ্রাঃ বিঃ	২০৭	৪	৬ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পশ্চিম লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৭৮	৮	৭ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		শাহাজীরপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৬৮	৪	৮ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		দক্ষিণ লেমশী সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৬১	৯	৯ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
	কৈয়ারবিল প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৭টি	উত্তর কৈয়ার বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৫৬	১০	১ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কৈয়ার বিল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	২৬০	৭	৪ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কে এস রেড ক্রিসেন্ট সরকারী প্রাঃবিঃ	২৩০	৪	৭ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ঘিলাচরি সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	৪২৭	১০	৮ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কৈলাস্যা ঘোনা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৩৩	৪	৮ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কৈয়ারবিল জি: এস: সঃ প্রাঃ বিঃ	২৬৪	৪	৬ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		মালমচর এম এম সঃ প্রাঃ বিঃ	১৫৫	৪	৯ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
	বড়ঘোপ প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১০টি উচ্চ বিদ্যালয় - ১টি	কুতুবদিয়া মডেল সঃ প্রা:বি:	৬৭০	১৪	১ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মনোহরখালী সরকারী প্রা:বি:	৩৯৫	৮	৮ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মুরালিয়া সরকারী প্রা:বি:	৩৩০	৮	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মধ্য আলী আকবর ডেইল সরকারী প্রা:বি:	২৫১	৭	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পিলটকাটা সরকারী প্রা:বি:	৬১০	১২	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		আলহাজ আনোয়ার আলী সরকারী প্রা:বি:	১৭৭	৪	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		উত্তর বড়ঘোপ সরকারী প্রা:বি:	২৬৬	৪	১নং ওয়ার্ড	না নির্মানাধিন
		বড়ঘোপ এরশাদ সঃ প্রা: বি:	২২০	৪	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		অমজাখালী সরকারী প্রা:বি:	২২১	৪	৫নং ওয়ার্ড	না
		কাজী হেলাল উদ্দীন আহমদ স: প্রা:বি:	৪০০	৪	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কুতুবদিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০	৮	৩ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কুতুব আউলিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৭৮	৪	১নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ

বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওর্য়াড	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
	আলী আকবর ডেইল প্রাথমিক বিদ্যালয়-৮টি	টেকপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ	৪৪৪	৯	২নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪২৩	৯	৩ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ফ্লাইট লেঃ কাইমুল হুদা সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৭১	৭	৪নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		খুদিয়ারটেক সরকারী প্রাঃ বিঃ	৩০৫	৪	৫নং ওয়ার্ড়	না
		পূর্ব আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৫০	১০	৬নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পূর্ব তাবালেরচর সরকারী প্রাঃ বিঃ	২৩০	৪	৭নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		তাবালেরচর সরকারী প্রাঃ বিঃ	৪৬০	১০	৮নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ

	ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওর্য়াড	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-৪২ ১। কলেজ-২ ২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৯ ৩। মাদ্রাসা-১১ ৪। কেজি স্কুল-৩৪	উঃ ধূরং - ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-১ মাদ্রাসা-৩ কেজি-২	উত্তরণ বিদ্যানিকেতন	৩৫০	৭ জন	৭ নং ওয়ার্ড়	না
		গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৬৫০	১১ জন	৪ নং ওয়ার্ড়	না
		ছামদিয় আলিম মাদ্রাসা	৭৪৯	১৫জন	৪ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		দারুছছালাম বালিকা মাদ্রাসা	২৫০	১০জন	৪ নং ওয়ার্ড়	না
		গুলসান একাডেমি (কেজি স্কুল)	৩৪৫	১২ জন	৩ নং ওয়ার্ড়	(ব্র্যাক সেন্টার)
		উত্তর ধূরং প্রি ক্রেডেট কেজি স্কুল	১২৭	৭ জন	৭ নং ওয়ার্ড়	(ইফাত সেন্টার)
	দঃ ধূরং - ৬টি কলেজ-১ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২ মাদ্রাসা-১ কেজি-২	কুতুবদিয়া টেকনিক্যাল এবিএম কলেজ	৩৪	৩জন	৫নং ওয়ার্ড়	না
		ধূরং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়			৮নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		পূর্ব ধুরং জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়			৬নং ওয়ার্ড়	না
		দারুল হিকমা আল-মালিকিয়া মাদ্রাসা	২১৬	১১	৫নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ধুরং প্রি-ক্যাডেট ইনস্টিউড			৪নং ওয়ার্ড়	না
		আইডিয়াল প্রি-ক্যাডেট ইনস্টিউড			৪নং ওয়ার্ড়	না
	লেমশীখালী-৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২ মাদ্রাসা-১ কেজি-৩	সতর উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	৩৫০	১২	৩ ওয়ার্ড়	না
		লেমশী উচ্চ বিদ্যালয়	৬০৬	১২	৬ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		আল-ফারুক আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	৭১০	১৫	৪ ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		আল হেরা একাডেমি	৬৯	৩	২ ওয়ার্ড়	না
		হলি চাইল্ড আইল্যান্ড স্কুল	১১৫	৫	৩ ওয়ার্ড়	না
		প্রি-ক্রেডেট	১৭৭	৭	৭ ওয়ার্ড়	না
	কৈয়ারবিল-৬ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-১ মাদ্রাসা-২ কেজি-৩	কৈয়ারবিল আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	২৭০	১০	৩ নং ওয়ার্ড়	না
		নুরানী বালিকা দাখিল দাখিল মাদ্রাসা			৪ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		ইমাম আবু হানিফা একাডেমি দাখিল মাদ্রাসা	৩৫০	১৪	২ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কৈয়ারবিল বায়তুশরফ শাহ জাব্বারিয়া একাডেমী	২২০	৬	৫ নং ওয়ার্ড়	
		কৈয়ারবিল আইডিয়াল প্রি ক্যাডেট	২৪০	১০	৩ নং ওয়ার্ড়	
		কৈয়ারবিল প্রি ক্যাডেট কেজি স্কুল	২৪৫	৬	১ নং ওয়ার্ড়	না
	বড়ঘোপ - ১৮টি কলেজ -১ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-১ মাদ্রাসা-২	কুতুবদিয়া কলেজ	৭০০	১৭	৮ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১৫৬৬	২০	২ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		বড়ঘোপ ইসলামীয়া ফাঃ ডিঃ মাঃ	৭৫০	২৪	২ নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কুতুবদিয়া জামে উল-উলুম মাদরাসা	২৫০	৮	৯ নং ওয়ার্ড	না
		তার্যাকয়াতুল উম্মাহ একাডেমী	২০০	১৪	৭ নং ওয়ার্ড	না
		কুতুবদিয়া লার্নিং একাডেমী	২০০	৮	৩ নং ওয়ার্ড	না
		ইউনিভার্সেল প্রি-ক্যাডেট স্কুল	৩০৩	১১	৯ নং ওয়ার্ড	না
		এবিসি কিন্ডার গার্ডেন	৩৩২	৮	২ নং ওয়ার্ড	না
		কবি নজরুল ইসলাম একাডেমী	২০০	৯	৪ নং ওয়ার্ড	না

	ইউনিয়ন	বিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওর্য়াড	আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
	কেজি-১৪	চাইল্ড কেয়ার একাডেমী	২৩০	৯	৫ নং ওয়ার্ড	না
		তালিমুল উম্মাহ নুরানী একাডেমী	২০০	৭	১নং ওয়ার্ড	না
		কুতুবদিয়া মডেল কিন্ডার গার্ডেন	১২০	৭	১নং ওয়ার্ড	না
		দিলোয়ারা বেগম মেমোরিয়াল কিন্ডার গার্ডেন			৩নং ওয়ার্ড	না
		সিরাজ নাহার কিন্ডার গার্ডেন	১৩০	৭	৬নং ওয়ার্ড	না
		লাইশিয়াম ইনসটিটিউট	১৮৩	৯	৯নং ওয়ার্ড	না
		বড়ঘোপ প্রি-ক্রেডেট	২৪০	৯	৭নং ওয়ার্ড	না
		ব্যায়াম ল্যাবরেটরী স্কুল কুতুবদিয়া	৩২	৩	২নং ওয়ার্ড	না
	আলী আকবর ডেইল-৬ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২ মাদ্রাসা-২ কেজি-১০	আলী আকবর ডেইল উচ্চ বিদ্যালয়	৫২৬	১২	২ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কবি জসিম উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	৬৮৬	১১	৩ নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কুতুব আউলিয়া শামশুল উলুম আজিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৫২৫	১১	১নং ওয়ার্ড়	না
		আলী আকবর ডেইল দাখিল মাদ্রাসা	৩২০	১২	৬নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		শাহ মালেকিয়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল	২২৪	৭	১নং ওয়ার্ড়	না
		হকদারপাড়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল			২নং ওয়ার্ড়	হ্যাঁ
		কুতুব আউলিয়া কিঃ গার্টেন স্কুল			২নং ওয়ার্ড়	না
		ব্লুমিং বার্ড গ্রামার স্কুল	২২০	৮	৩নং ওয়ার্ড়	না
		বর্ণমালা কিন্ডার গার্টেন স্কুল	৩৪৭	১২	৩নং ওয়ার্ড়	না
		আর্দশ শিশু বিকাশ কিঃ গাঃ স্কুল	৩১০	৭	৩নং ওয়ার্ড়	না
		সাইরা আদর্শ শিক্ষা নিকেতন	২৮২	৮	৪নং ওয়ার্ড়	না
		চাইল্ড মেরিট কিন্ডার গার্টেন স্কুল	২২৮	৭	৬নং ওয়ার্ড়	না
		মা-মনি কিন্ডার গার্টেন স্কুল	২২০	৭	৭নং ওয়ার্ড়	না
		আল-আমিন কিন্ডার গার্টেন স্কুল	১৭০	৪	নং ওয়ার্ড়	না

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ

কুতুবদিয়া মুসলিম অধ্যুসিত উপজেলা। এ কারণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে এখানে অধিক পরিমানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে হিন্দু ধর্মালম্বীদের অবস্থান এবং দ্বিতীয় সংখ্যা গরিষ্ট জনগোষ্টি হিসাবে উল্লেখযোগ্য হিন্দ মন্দির রয়েছে। কুতুবদিয়া উপজেলায় কোন খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধমীয় প্রতিষ্ঠান নেই যদি উক্ত সম্প্রদারের জনগোষ্টি জীবিকার কারণে এখানে বসবাস করছে। উপজেলায মোট ২০০ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে এক নজরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও তথ্য প্রদান করা হলোঃ

- মসজিদ ঃ ১৭২টি
- মন্দির ঃ ২৮টি
- গীর্জা ঃ নেই
- বৌদ্ধ মন্দির ঃ নেই

ক্রমিক নং	কোন ইউনিয়নের কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	কয়টি
০১.	**উত্তর ধরং ইউনিয়নেঃ** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ৪ নং ও ৯নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-৩৩ টি মন্দির-৫ টি
০২.	**দক্ষিণ ধুরং ইউনয়নেঃ** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ১,২, ৮ও ৯নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-২৪ টি মন্দির -৮ টি
০৩.	**লেমশীখালী ইউনয়নেঃ** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ২ নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-৩৪ টি মন্দির-৩ টি
০৪.	**কৈয়ারবিল ইউনয়নেঃ** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ১, ৩ ও ৮ নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-২০ টি মন্দির-৬টি

ক্রমিক নং	কোন ইউনিয়নের কোন ওয়ার্ডে অবস্থিত	কয়টি
০৫.	**বড়ঘোপ ইউনিয়নেঃ** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ১, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-৩৬ টি মন্দির-৫টি
০৬.	**আলী আকবর ডেইল** ১-৯ নং ওয়ার্ড প্রতি ওর্য়াড়ে মসজিদ আছে এবং ৪ নং ওয়ার্ডে মন্দির আছে	মসজিদ-২৫ টি মন্দির-১ টি

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)ঃ ৪ টি

সংখ্যা	অবস্থান ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৪ টি	উত্তর ধরং ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডে ছামদিয় আলিম মাদ্রাসা **প্রাঙ্গন**	বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরে পানি নেমে যায়
	দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড **ধূরং উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ**	স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।
	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড **কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ**	স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।
	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৫ ওয়ার্ড মশরফ আলী সিকদারপাড়া প্রাঙ্গন সন্দীপিপাড়া ইফাদ কিল্লা মাঠ	স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু জায়গায় হওয়ায় কারণে পানি বেশী সময় থাকে না ।

স্বাস্থ্যসেবা ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান । মোট ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা দেওয়া হয় । এখানে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ২৭ জন ডাক্তার থাকার কথা থাকলেও মাত্র ৩ জন ডাক্তার এবং ১১ জন নার্সের স্থলে ৩ জন নার্স কর্মরত আছেন । অন্যান্য পর্যায়ে মোট ৬০জন কর্মচারীর মধ্যে ৩৮জন কর্মরত আছেন । এছাড়া আধুনিক সরঞ্জাম থাকার পরও লোকবল না থাকায় এবং দক্ষ লোকের অভাবে সেইসব যন্ত্রপাতি অযত্নে পড়ে আছে মুলত বঙ্গোসাগরের দ্বীপ এলাকা হওয়ায় ডাক্তাররা এখানে বেশী দিন স্থায়ী হয় না । রোগীর তুলানায় ডাক্তার কম হওয়া, ২ জন ডাক্তার অনেক সময় দুই সিফটেই ডিউটি থাকার কারণে সঠিক সময় সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না । ফলশ্রুতিতে কুতুবদিয়া উপজেলার যারা মোটামুটি স্বচ্ছল জনগণ তারা চট্টগ্রাম শহরে বা ককসবাজার জেলা সদরে গিয়ে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন ।

উপজেলায় মোট ১২ টি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	ডাক্তার / নার্স (সংখ্যা)	সেবা সমূহ	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ডে উপজেলা পষিদ এলাকা	ইউএইচও - ১ মেডিকেল অফিসার(২)-১ ইএমও -১ স্যানিটারী ইন্সেপেক্টর -১ এস এ সি এম ও-১ এম টি (ডেন্টাল) -১ এমটি (ই পি আই)-১ কম্পাউন্ডার-১ কার্ডিগ্রোফার - ১ স্বাস্থ্য পরিদশর্ক - ২ হারবাল সহকারী - ১ ল্যাব এটেন্ডেন্ট - ১ ওটি বয় - ১ ইমারজেন্সী এটেন্ডেন্ট-১ স্বাস্থ্য সহকারী -১৯	একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল এর সর্ব প্রকার সেবার প্রদানের সুবিধা রয়েছে ।	
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র	বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩ নং ওর্য়াডে	উপজেলা প:প:কর্মকর্তা-১ ইউ এফ পি এ - ২ এফ ডাব্লউ ভি - ২	স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ ও মহিলা) গ্রহন করার জন্য ক্যাম্প করা হয় এছাড়া পুরো কতুবদিয়া পরিবার	স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহনের জন্য টাকা নেওয়া হয় না

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	ডাক্তার / নার্স (সংখ্যা)	সেবা সমূহ	মন্তব্য
		এফ ডাব্লউএ - ৩	পরিকল্পনার কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের মনিটরিং করেন	
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ৫টি	উত্তর ধূরং ইউনিয়নে সিরাজ্যার পাড়া ৭ নং ওয়ার্ড / দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নে ৪নং ওর্য়াডে / লেমশী খালী ইউনিয়নে ৬ নং ওর্য়াডে কৈয়ারবিল ইউনিয়নে হাজী মফজল মিয়াপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে মশরফআলী সিকদারপাড়া ৬ নং ওয়ার্ড	উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার - ২ পরিবারকল্যান পরিদর্শক-৫, পরিবার কল্যান সহকারী- ৫ পরিবার পরিকল্পনা পরির্দশক-৩	স্যাকমো ৫জনের মধ্যে ২জন আছে। পরিবার কল্যান পরিদর্শক ৬ জনের স্থলে আছে মাত্র ৩ জন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা।	বিনামুল্যে
কমিউনিটি ক্লিনিক - ৯টি	উত্তর ধূরং ইউনিয়নে বাঘখালী ৬নং ওয়ার্ড, দক্ষিন ধূরং ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ড, ৯নং ওয়ার্ড শুকলালপাড়া লেমশীখালী ইউনিয়নে ২ নং ওয়ার্ড, ৮ নং ওয়ার্ড, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে বিন্দাপাড়া ১ নং ওয়ার্ড ও নজর আলী মাতব্বরপাড়া ৯ নং ওয়ার্ড, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে মরফআলী ৪ নং ওয়ার্ড, ফতে আলী সিকদারপাড়া	প্রতিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি -১ স্বাস্থ্য সহকারী -১ পরিবার কল্যান সহকারী-১	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপি আই, প: প: সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামুল্যে
গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র	বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ডে লোসাইপাড়া	প্যারামেটিক্স - ২	প্রতিদিন দুই জন প্যারামেডিক্স চিকিৎসক বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। বিশেষত তারা এসবিএ কাজ করে থাকেন।	বেসকারী ক্লিনিক হওয়া এখানে ডাক্তার ফি ফ্রি এবং ঔষধ স্বল্পমূল্যে নেওয়া হয় ।
মেডিল্যাব ডায়গোনষ্টিক সেন্টার	বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩ নং ওর্য়াডে উপজেলা পরিষদ	টেকনেশিয়ান -১	ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্যাথোলজিকেল টেস্ট, ইসিজি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়	বেসকারী ক্লিনিক হওয়া এখানে সকল স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	ডাক্তার / নার্স (সংখ্যা)	সেবা সমূহ	মন্তব্য
	এলাকা			পরীক্ষায় জণ্য আলাদা ফি নেওয়া হয় ।
এন জি ও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (ব্র্যাক) জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মসুচী ইউএইচসি প্রোগ্রাম	দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নে ৫ নং ওর্য়াড বড়ঘোপ ৪নং ওর্য়াড	এম বি বি এস-১ সপ্তাহিক ২দিন টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ্যবরোটারিয়ান -২ জন স্বাস্থ্য কর্মী - ২৩ জন স্বাস্থ্য সেবিকা - ১৪০ জন	শুধু মাত্র যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা সেবা এব কিশোরী ও গর্ভবর্তীদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয় ।২টি অফিস দ্বারা কুতুবদিয়ার ৬টি ইউনিয়নে সেবা দেয়া হয়	ঔষধ ফ্রি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফ্রি

ব্যাংক ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা মোট ৪ টি ব্যাংক রয়েছে । ব্যাংকগুলো ভাল সার্ভিস প্রদান করছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে ।

ক্রমিক	ব্যাংকের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার ধরণ
০১.	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-২টি বড়ঘোপ শাখা ধূরং শাখা	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ও দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড	কৃষি খাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, সরাকরী ভাতা বিতরণ, বেতন প্রদান, ডিপিএস, এফডিআর ও সঞ্চয়ী অমানত রাখা
০২.	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-১টি	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড	অমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরন, বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান ও ট্রেজারী সংক্রান্ত হিসাব ।
০৩.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড - ১টি	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড	টাকা অমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরন, সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান ।

পোস্ট অফিসঃ

পোস্ট অফিসের নাম	কোথায় অবস্থিত	সেবার ধরণ	সেবার মান
কুতুবদিয়া উপজেলা পোষ্ট অফিস	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড	দৈনিক নিয়মিত চিঠি-পত্র আদান-প্রদান, মানি অর্ডার সুবিধা, ডাক বীমা, সঞ্চয় স্কীম, ইত্যাদি	ভাল

ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্রঃ

উপজেলায় মোট ১৭টি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আপদকালীন মুর্হুতে সাধারণ জনগণের কল্যানার্থে সহযোগিতা করে থাকে । প্রতিটি ক্লাব/প্রতিষ্ঠানগুলো উপজেলা সমাজ সেবার অধীনে রেজিষ্ট্রিভূক্ত । নিম্নে এক নজরে ক্লাব বা সাংস্কুতক কেন্দ্রের সংখ্যা বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	কোথায় অবস্থিত	কাজের ধরণ	মন্তব্য
১.	ইসলামিয়া যুব সমাজ কল্যান সমিতি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের নজুবাপেরপাড়া	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
২.	কক্সবাজার কার্গো-শ্রমিক সমাজ কল্যান সমিতি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের আলী আকবরবলীর ঘাট	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
৩.	দিশারী সমাজ কল্যান সমিতি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ধুরংবাজার	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	জনগনকে যাতায়তে সহায়তা করা, বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
৪.	তরঙ্গ সমাজ কল্যান সমিতি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ধুরংবাজার	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন	বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে , প্যারাবন ও বৃক্ষ রোপন

ক্রমিক নং	ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	কোথায় অবস্থিত	কাজের ধরণ	মন্তব্য
			খেলায় অংশগ্রহন	কর্মসুচী করে
৫.	উত্তর ধূরং উপকুলিয় ভূমিহীন সমিতি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের কালামার মসজিদপাড়া	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে, প্যারাবন ও বৃক্ষ রোপন কর্মসুচী করে
৬.	জেলেপাড়া সমাজ কল্যান সমিতি	দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের জেলেপাড়া	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	মৎসচাষ, বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
৭.	কালু মিয়াজিরপাড়া সমাজ কল্যান সমিতি	দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের কালু মিয়াজিরপাড়া	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
৮.	আর্দশ যুব সংঙ্গ	দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের আলী ফকির ডেইল	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	জনগনকে যাতায়তে সহায়তা করা, বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
৯.	অর্নিবান সমাজ কল্যান সংস্থা	কৈয়ারবিল ইউনিয়নের উত্তর কৈয়ারবিল	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র আছে, প্যারাবন ও বৃক্ষ রোপন কর্মসুচী করে
১০.	আমজাখালী কৈবর্ত্তপাড়া সমাজ কল্যান সংস্থা	বড়ঘোপ ইউনিয়নের আমজাখালী	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১১.	কুতুবদিয়া প্রেস ক্লাব	বড়ঘোপ ইউনিয়নের উপজেলা	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১২.	বন্ধু সমাজ সমাজ কল্যান সংস্থা	বড়ঘোপ ইউনিয়নের উপজেলা	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১৩.	সোশ্যাল ফোর্স সমাজ কল্যান সংস্থা	বড়ঘোপ ইউনিয়নের মগডেইল	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১৪.	কুতুবদিয়া উন্নয়ন সংস্থা	বড়ঘোপ ইউনিয়নের মগডেইল	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১৫.	কুতুবদিয়া ফাউন্ডেশন	বড়ঘোপ ইউনিয়নের উপজেলা সদরে	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১৬.	পাঞ্জরী সমাজ কল্যান সমিতি	বড়ঘোপ ইউনিয়নের	জাতীয় দিবস পালন মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন গরীব দুস্থ: দের সাহায্য বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	বৃক্ষ রোপন, গরীব দুস্থ:দের সাহায্য করা
১৭.	অফিসার ক্লাব	উপজেলা সদরে	জাতীয় দিবস পালন বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহন	

এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

উপজেলায় মোট ১০ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলখ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্যোগ প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যকম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বনায়ন, সার্বিক সচেতনতাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্বের এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলো মেয়াদকাল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	বিজিএস	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬টি ইউনিয়ন	জুলাই-২০১৩-আগষ্ট ২০১৪	উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নে কাজ করে
২.	ব্রাক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য (ইএইচপি প্রেগ্রাম)	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ২৬০০ জন	চলমান	২টি স্থায়ী অফিসের মাধ্যমে ৬টি ইউনিয়ন যথা: বড়ঘোপ, উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল,ও আলী আকবরডেইল'এর পুরো এলাকায় ব্রাক'এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে তম্মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম,জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবযাত্রার মানোন্নয়ন ও অভিযোজন,যক্ষা নিয়ন্ত্রন অন্যতম ।
৩.	আশা	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	২৪০০ জন দলীয় সদস্যা	চলমান	আশা ২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নের কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থাটি শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ।
৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	২৮০০ জন মহিলা	চলমান	ধুরং এবং বড়ঘোপ ইউনিয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ২টি অফিস য়েছে। এর মাধ্যমে উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
৫.	একলাব	ভিজিডি	৬টি ইউনিয়ন	২০১৩-২০১৪	উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নে ভিজিডি কাজ করে
৬.	কোষ্ট ট্রাষ্ট	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২৮০০ জন	চলমান	ধুরং এবং বড়ঘোপ ২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নের কাজ করে
৭.	মুক্তি	পিএলএইচসিএস	৯টি ইউনিয়নে	জুলাই ২০১৪	উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নে কাজ করে
৮.	গণস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য কার্যক্রম গর্ভগতী মহিলাদের পরামর্শ ও সেবাদান	২টি ইউনিয়নের গর্ভবতী মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে ।	চলমান	বড়ঘোপ ইউনিয়নের লুসাইপাড়ায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ।এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবামূলক ক্জ করে যাচ্ছে ।
৯.	পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক (এফডিএস আর)	স্বাস্থ্য কার্যক্রম গর্ভবর্তী মহিলাদের পরামর্শ ও স্বাস্থ্য সেবা	৬টি ইউনিয়ন	চলমান	উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধূরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল ইউনিয়নে গর্ভবতী মহিলা এবং সাধারণ জনগণের জন্যচিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে ।
১০.	ফ্রেন্ডসশীপ হাসপাতাল	স্বাস্থ্য কার্যক্রম সাধারন রোগীর চিকিৎসা	১টি ইউনিয়ন	চলমান	কৈয়ারবিল ইউনিয়নে সাধারন রোগের চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় ।

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলো মেয়াদকাল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১১.	প্রত্যাশী	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১ ইউনিয়ন/ ২০০ সদস্য	নতুন প্রকল্প	বড়ঘোপ ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা চলছে।

খেলার মাঠঃ

কুতুবদিয়া উপজেলায মোট ২ টি বড় খেলার মাঠ রয়েছে যেখানে উপজেলার পর্যাযের বিভিন্ন খেলাধুলা ও অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া সমগ্র উপজেলার জুড়ে আরো ২০টি ছোট ছোট মাঠ রয়েছে। নিম্নে ২টি বড় মাঠসহ অন্যান্য ২০টি ছোট মাঠের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

কয়টি	খেলার মাঠের নাম	কোথায় অবস্থিত	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা	কিভাবে
৫ টি	আকবরবলিরপাড়া ইফাদ কেল্লার মাঠ ছামদিয় আলিম মাদ্রাসা মাঠ উত্তরণ বিদ্যানিকেতন মাঠ কালারমাপাড়া ইফাদ কেল্লার মাঠ মগলালপাড়া ইফাদ কেল্লা মাঠ	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে ১টি ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি ৭নং ওয়ার্ডে ২টি ৯নং ওয়ার্ডে ১টি	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়
৩ টি	পেচার বাপের পাড়া ইফাত কেল্লার মাঠ ধূরং কাঁচা ইফাত কেল্লার মাঠ ধূরং উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড় ১টি ৭নং ওয়ার্ড় ১টি ৮নং ওয়ার্ডে ১টি	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখাএবং দুযোর্গ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়।
৪ টি	গাইনাকাটা ইফাত কেল্লার মাঠ সতর উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ আশাহাজীরপাড়া ইফাত কেল্লা মাঠ লেমশীখালী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	লেমশীখালী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড়ে ১টি, ৩নং ওয়ার্ডে ১টি, ৫নং ওয়ার্ড়ে ১টি, ৬নং ওয়ার্ডে ১টি	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়
৪ টি	উত্তর কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লার মাঠ কৈয়ারবিল আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মধ্য কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লার মাঠ খিলাছড়ি ইফাদ কেল্লা মাঠ	কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড়ে ১টি ৩নং ওয়ার্ডে ১টি ৫নং ওয়ার্ডে ১টি ৯নং ওয়ার্ডে ১টি	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়
২টি	কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, মগডেইল পুরাতন সাইক্লোন সেন্টার মাঠ	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ৫নং ওয়ার্ড়	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার এবং দুযোর্গ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণে ব্যবহার করা হয়
৪টি	আলী আকবর ডেইল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ / হায়দার পাড়া ইফাত কেল্লার মাঠ / সন্দীপিপাড়া ইফাত কিল্লা মাঠ / মশরফ আলী সিকদারপাড়া মাঠ	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড ১টি ৩নং ওয়াড় ১টি ৫নং ওয়ার্ড় ২টি	ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা কাজে লাগিয়েছে	দুর্যোগের সময় পশু ও মালামাল রাখার কাজে, দুযোর্গ পরবর্তীতে ত্রান বিতরণের কাজে ব্যবহার করা হয়

কবরস্থান/শ্মশানঘাটঃ

সমগ্র উপজেলায় মোট কবরস্থাপন ও শ্মশান যার মধ্যে ১০০ কবরস্থান ও ৯টি শ্মশান। নিম্নে করবস্থান ও শ্মশানসমূহর অবস্থান ও বন্যা লেভেলের উপরে কিনা তার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কবরস্থান/শ্মশান ঘাট এর সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	বন্যা লেভেলের উপরে কিনা
০১.	কবরস্থান - ৯টি	উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে ৯ টি কবরস্থান	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির

ক্রমিক নং	কবরস্থান/শ্মশান ঘাট এর সংখ্যা	কোথায় অবস্থিত	**বন্যা লেভেলের উপরে কিনা**
	শ্মশানঘাট- ১টি	এবং ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি শ্মশানঘাট	লেভেল এর উপরে অবস্থিত।
০২.	কবরস্থান-১৫টি শ্মশানঘাট-১টি	দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে ১৫টি কবরস্থান এবং ৮ নং ওয়ার্ডে ১টি শ্মশানঘাট।	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।
০৩.	কবরস্থান-২৭টি শ্মশানঘাট -১টি	লেমশীখালী ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে ২৭টি কবরস্থান এবং ২নং ওয়ার্ডে ১টি শ্মশানঘাট	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।
০৪.	কবরস্থান-৯টি শ্মশানঘাট-১টি	কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে কবরস্থান আছে ৩ নং ওয়ার্ডে শ্মশানঘাট	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।
০৫.	কবরস্থান-১০টি শ্মশানঘাট-৪টি	বড়ঘোপ ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে ১০টি কবরস্থান আছে ১,৪,৫ নং ওয়ার্ডে ৪টি শ্মশানঘাট	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।
০৬.	কবরস্থান-৩০টি শ্মশানঘাট-১টি	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ১ - ৯ নং ওয়ার্ডে ৩০টি কবরস্থান এবং ৪ নং ওয়ার্ডে ১টি শ্মশানঘাট	বন্যা বা জলাবদ্ধতার সৃষ্ট পানির লেভেল এর উপরে অবস্থিত।

বন ও বনায়নঃ

১৫ বা ২০ বছর আগের মিয়ারকাটা, পিল্লারপাড়া থেকে চরধুরং পর্যন্ত প্যারাবন ও ঝাউ বন ছিল। ১২৫ একর প্যারাবন। ১২ কি:মি: প্যারাবনের এখন মাত্র ৩ কি:মি: টিকে আছে ২টি স্থানে। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন কারণে ৮০% এর বেশী প্যারাবন নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তায় বনায়ন বলতে গেলে নেই। কৃষি বনায়ন একেবারেই চোখে পড়ে না বলে চলে। বসত বাড়ি বা তার আসে পাশে কিছু নারকেল, আম কাঠাল, গাছ চোখে পড়ে। তবে বিগত ৫ বা ৭ বছরে এলাকার লোকজনের মধ্যে গাছ লাগানোর প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ির পাশে বা পুকুর পাড়ে পথের ধারে ইউক্লিপটাশ, রেইনট্রি, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি লাগাতে শুরু করেছে।

- ✓ সরকারী ঝাউবন ঃ প্রায় ২৭৫ একর ঝাউবন
- ✓ সরকারী প্যারাবন ঃ প্রায় ৭০০ একর প্যারাবন

উপজেলার উত্তর ধূরং ইউনিয়নের মিয়ার কাটা থেকে চর ধুরং পর্যন্ত মোট ১২৫ একর এলকা জুড়ে ঝাড়বন রয়েছে। উক্ত ইউনিয়নের চর ধূরং এলাকায় ৬৫ একর জাগায় প্যারাবন সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের অধীনে মিছির পাড়া থেকে বৃন্ধা পাড়া পর্যন্ত ১ কিলোমিটার এলাকায় ৫০ ঝাউবন রয়েছে।। লেমশীখালী ইউনিয়নে ২৬০ একর প্যারাবন রয়েছে সতরউদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশ হতে প্লেটকাটা পর্যন্ত এলাকা প্রায় ৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। কৈয়রবিল ইউনিয়নে গিলাছড়ি হতে বৃন্ধাপাড়া এলাকায় ৩ কিলোমিটার এলাকায় ৫০ একর ঝাউবন রয়েছে। একই ইউনিয়নের পূর্বদিকে উত্তর মলমচর থেকে দক্ষিণ মলমচর পর্যন্ত জুড়ে প্রায় ৫০ একর জমিতে প্যারাবন বিস্তৃত। বড়ঘোপ ইউনিয়নের পশ্চিমে মাতবরপাড়া থেকে লুসাইপাড়া পর্যন্ত ১ কিলোমিটার ঝাউবন রয়েছে যার পরিমান ৫০ একর। একই ইউনিয়নের পূর্ব দিকে মিয়াঘোনা হতে মরালিয়া পর্যন্ত মোট ১৪০ একর জমিতে প্যারাবন রয়েছে। সবশেষে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জেলেপাড়া থেকে তবলেরছড় পর্যন্ত ৩০০ একর এলাকা জুড়ে প্যারাবন রয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যমঃ

জেলা এবং অন্যান্য উপজেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ঃ

জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ ঃ

- ককসবাজার জেলা শহরের সাথে নৌপথে কুতুবদিয়া - মহেশখালী চ্যানেল হয়ে যাতায়াত করা যায়।
- কক্সবাজার জেলা শহরের সাথে সড়ক পথে পেকুয়া উপজেলার মগনামা ঘাট হয়ে চকরিয়া-রামু-ককসবাজার উপজেলাধীনে চট্রগ্রাম-ককসবাজার মহাসড়কের(আরাকান সড়ক) দিয়ে।

উপজেলা শহরের সাথে যোগাযোগ ঃ

- কুতুবদিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত মহেশখালী উপজেলার সাথে নৌপথে কুতুবদিয়া চ্যানেল হয়ে নৌকা, লঞ্চ, স্পীড বোটে যাতায়াত করা যায়।
- কুতুবদিয়ার পূর্বে অবস্থিত পেকুয়া উপজেলার সাথে কুতুবদিয়া চ্যানেল দিয়ে নৌপথে মগনামা ঘাট হয়ে সরাসরি - নৌকা,লঞ্চ,স্পীড বোট মাধ্যমে যাতায়াত করা সম্ভব।
- উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাশঁখালী উপজেলার সাথে কুতুবদিয়া চ্যানেল দিয়ে নৌপথে নৌকা, লঞ্চ, স্পীড বোট এর যোগাযোগ করা সম্ভব।

কুতুবদিয়া উপজেলার আভ্যন্তরীন যোগাযোগের ব্যবস্থা ঃ

- উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নের সাথে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রামের মধ্যে চলাচল করার জন্য পাকা রাস্তায় ট্যাক্সি, রিক্সা ও অটো রিক্সায়, টেম্পু, জীপ এবং কাঁচা রাস্তায় রিক্সা বা পায়ে হেটেই যাতায়াত করতে হয়।
- উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ কুতুবদিয়া উপজেলার মধ্যে বড়ঘোপ ও আলী আকবরডেইল, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। অধিকাংশ রাস্তা পাকা ও ইট বিছানো তবে গ্রাম পর্যায়ে প্রায় রাস্তা কাচাঁ। বিভিন্ন ইউনিয়নের কাচাঁ রাস্তা বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকার জনগণের চলাচল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে এ সময় আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ ঘাট এবং দরবারঘাটে হতে পায়ে হেঁটে উপজেলার বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করতে হয়।
- যোগাযোগের মাধ্যম : রিক্সা, অটো রিক্সা, স্থানীয় টেম্পু(বটবটি), ট্যাক্সি, জীপ ও মাইক্রো বাস এবং নদী পথে ছোট বড় ইঞ্জিন চালিত নৌকায় যাতায়ত করা হয়।

১.৪.৩. আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারাঃ

১৯৯১ সালের পূর্বে কুতুবদিয়া উপজেলার বৃষ্টিপাতের ধারা একটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যমান ছিল। ঋতুভেদে বৃষ্টি পরিমান, ধারা এবং স্থায়ীত্বকাল সমঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, ১৯৯৪ সালের পর থেকে হঠাৎ করে বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তনের ধারা হিসাবে মাঘ মাস থেকে বৈশাখ মাসের আগে তেমন বৃষ্টি হতো না। জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে হঠাৎ করে ভারি বৃষ্টি শুরু হয়। গত ১০/১২ বছরে যাবৎ বৃষ্টিপাতের ধারার এ পরিবর্তনে ফসল এবং জনজীবনের উপর বিরূপ প্রভাব পেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান ও লবন উৎপাদন। স্থানীয় জনগণের মতে বিগত ৫-৭ বছর থেকে বৃষ্টিপাতের আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন পূর্বে পৌষ মাসে বৃষ্টি হত কিন্তু বর্তমানে এই হঠাৎ বৃষ্টি বা মৌসুমী বৃষ্টি আর হয় না। আবার কখনও লাগাতার ১৫-২০ দিন লাগাতার অবিরাম বৃষ্টি হয় যা বন্যা বা জলাবদ্ধা সৃষ্টি করে দ্বীপাঞ্চলের জনগনের জন্য আপদ হয়ে দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, গত ২০১৩ সালে জুন মাসে এই উপজেলায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড সৃষ্টি করে যার পরিমান ছিল ছিল ১১৩৭ মিলিমিটার।

তাপমাত্রাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তাপমাত্রার উপর এক আমুল পরিবর্তন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ১৯৯১ সালের পর থেকে তাপমাত্রার আমুল পরিবর্তন অর্থাৎ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রতিয়মান হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় এই তাপমাত্রার তারতম্যের কারণ বলে এলাকার সচেতন জনগণ মনে করে। সম্প্রতি বছরগুলোতে চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সময়ে এই উপজেলায় সবত্র অসহ্য গরম অনুভূত হচ্ছে। স্থানীয় আবহাওয়া অফিস তথ্যসূত্র মতে এই সময় তাপমাত্রা ৩১° সেলসিয়াস থেকে প্রায় ৪১° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিগত বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে এই দ্বীপে সর্বোচ্চ তাপমাত্র ৩৪.৫° রের্কড করা হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এলাকা বা ইউনিয়ন ভেদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে বিগত ১৫ বছর সময়ের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর একটি বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বে যেসব এলাকায় ১০০ ফুট গভীরে সুপেয় পানি পাওয়া যেতে সেই জাগয়ায় বর্তমানে ৩০০-৪০০ ফুটের কমে সুপেয় পানি পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলার সর্ব দক্ষিণে ইউনিয়ন আলী আকবর ডেইল ও বড়ঘোপ ইউনিয়নে ১০০ ফুট নীচে পানি পাওয়া যায় তবে এতে আয়রণ'র পরিমান বেশী থাকে। এই উপজেলায় ৪০০ ফুটের বেশী গভীরে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পাওযা সম্ভব। অন্যদিকে উপজেলার মাঝামাঝি কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৪০০ ফুটের নীচে ভাল পানি পাওয়া যায় না। উপজেলার উত্তরাংশের ইউনিয়ন যেমন উত্তর ধূরং, দক্ষিণ ধূরং এবং লেমশীখালী ইউনিয়নে ৮০০-১০০০ ফুটের কম গভীরে সুপেয় পানি পাওয়া সম্ভব নয়। তার নীচে হলে লবনাক্ত পাওয়া যায় যা খাবার যোগ্য নয়। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার বেশীরভাগ জমি সমতল। এখানে দেখা যায় যে, বসতি এলাকার চেয়ে আবাদী জমির পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশী। সেইসাথে একফসলী জমির পরিমান খুব কম, তিনসফলী জমির পরিমান সবচেয়ে বেশী। পাশাপাশি লবন চাষ ও চিংড়ী চাষের জমির পরিমানও কম নয়। পুরো উপজেলায় প্রায় ৯৭৫ কিলোমিটার ভূমি জুড়ে রয়েছে প্যারাবন ও ঝাউবন এলাকা। নিম্নে কুতুবদিয়া উপজেলার খাতওয়ারী ভূমির পরিমান প্রদান করা হলো ঃ

- মোট ভুমির পরিমান ঃ ১৯,৯৩২ একর
- আবাদী জমির পরিমান ঃ ১৩,৪৯৮ একর
- অনাবাদী জমির পরিমান ঃ ৪০৭ একর

- একফসলী জমির পরিমান ঃ ৮৬৪ একর
- দোফসলী জমির পরিমান ঃ ৭৬০৭ একর
- তিন ফসলী জমির পরিমান ঃ ৫০২৫একর
- লবনের চাষ জমির পরিমান ঃ ৪,৪১৬ একর
- চিংড়ি চাষ জমির পরিমান ঃ ৬০০ একর
- বসতি জমির পরিমান ঃ ১,২৮৮ একর প্রায়
- প্যারাবন ও ঝাউবন ঃ ৯৭৫ একর

নিচে ছক আকারে ইউনিয়ন ভিত্তিক জমির পরিমান ও ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলোঃ

ইউনিয়ন	জমির পরিমাণ (একর)			জমির ব্যবহার (একর)		
	আবাদী	অনাবাদী	মোট	একফসলী	দোফসলী	তিনফসলী
উত্তর ধূরং	২৮৯০	৬১	২৯৫১	১২৪	২০২৫	৭৪১
দক্ষিণ ধূরং	২২৯৭	৪৯	২৩৪৬	১৭২	১৩০৯	৮১৫
লেমশীখালী	১৮২৮	৩৭	১৮৬৫	১৪৮	৯৬৩	৭১৬
কৈয়রবিল	১৫৩০	৭৪	১৬০৪	১৭২	৭৪১	৬১৭
বড়ঘোপ	২৩২১	১২৪	২৪৪৫	১২৪	৮৪০	১৩৫৮
আলী আকবর ডেইল	২৬৩০	৬২	২৬৯২	১২৪	১৭২৯	৭৭৮
মোট	১৩,৪৯৬	৪০৭	১৩,৯০৩	৮৬৪	৭৬০৭	৫০২৫

কৃষি ও খাদ্য

কুতুবদিয়া উপজেলার লোকজনের প্রধান পেশা কৃষি। এখানকার ৫৬% লোকজন প্রধানত কৃষির উপর নির্ভশীল ২০% লোক লবনের উপর নির্ভরশীল। ২৪% লোক সাগর ও নদী থেকে মাছ ধরার কাছ করে থাকে। দরিদ্র মৎস্যজীবিদের নিজেদের বোট ও জাল না থাকায় তারা অন্য নৌকায় দিনমজুরী বা মৌসুম ভিত্তিক চুক্তিতে কাজ করে থাকে। জেলেদের পরিবারের নারী ও শিশুরা গৃহস্থলী ও কাজের ফাঁকে শুটকি তৈরীর কাজ করে। তবে একটি অংশ মৎস চাষ করে থাকে। উপজেলার আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং ও উত্তর ধূরং ইউনিয়নে সাধারণত ধান চাষের পর ও শীতের মৌশুমে সবজি চাষ করে থাকে।

কুতুবদিয়া উপজেলায় প্রাধান ফসল ঃ
অর্থকরী ফসল ঃ ধান, লবন, মাছ, শুটকী, কিরা, টমেটো ইত্যাদি।
শাক-সব্জী সমূহ ঃ টমেটো, আলু, বেগুন, মুলা, শিম, তিতকরলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, চিচিংগা, লালশাক, কলমি, ফেলন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, রাইশাক, ঢেঁড়শ, পালংশাক, শসা, ইত্যাদি।
ফল সমূহ ঃ তরমুজ, বাঙ্গী, আম, কামরাঙ্গা, জাম, কুল, বেল, নারিকেল, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি।

নদী ঃ ১টি

কুতুবদিয়া চ্যানেল ঃ কুতুবদিয়া চ্যানেলটি বঙ্গোপসারের হতে শুরু হয়ে আলী আকবর ডেইলের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করে বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী ও উত্তর ধূরং এর পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহীত হয়ে বাশঁখালীর উপজেলার পশ্চিমে আবার বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এই চ্যানেলটি দ্বীপটিকে মূল ভূখন্ড হতে আলাদা করে রেখেছে।

পুকুর ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলার ছোট বড় অনেক পুকুর রয়েছে। এক সময় যখন এই এলাকায় তেমন নলকুপ ছিল না, তখন অধিবাসীগণ পুকুরের পানিকে খাবার ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করতেন। এই কারণে উপজেলা প্রায় অনেক বাড়ীতে পুকুর দেখা যায়। উপজেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৭১৬ টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক পুকুরের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলোঃ

সংখ্যা	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে অবস্থিত	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
২৭০টি	উত্তর ধরং ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ড	তেলাপিয়া, কই, মাগুর, রুই, কাতলা, কার্পু, সরপুটি জাতীয় মাছের চাষ করা হয় এবং মিটা পানির মৎস চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট মাছের	কুতুবদিয়া উপজেলার জনসাধরন দৈনন্দিন সাধারন কাজে পুকুর
২৮০টি	দক্ষিণ ধুরং ইউনয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে		
৭২ টি	লেমশীখালী ইউনয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে		

সংখ্যা	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে অবস্থিত	উপকারীতা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৩৫ টি	কৈয়ারবিল ইউনয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডে	উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপজেলার মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। সর্বপরি পুকুরে মাছ চাষ করে মৎসজীবিরা জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভুমিকা রাখছে। উক্ত পুকুরের পানি চাষাবাদ কাজে ব্যবহার করা হয়।	গুলো পানি ব্যবহার করে থাকে।
৩৭ টি	বড়ঘোপ ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ড		
২২ টি	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে ১-৯ নং য়ার্ডে		
মোট ৭১৬ টি			

খাল ঃ

কয়টি/ইউনিয়ন	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
উত্তর ধূরং ইউনিয়নে ৭টি	**শেয়ার আলী বা জোয়ারখালী খাল, ধুরংখাল, কুইল্যাপাড়াখাল, বাইঙ্গাকাটা খাল, চন্দইন্যাখাল, তেলিয়াকাটা খাল, সতর উদ্দীনখাল :** এই সব খাল ৬কি:মি: দৈর্ঘ্য পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের আকবরবলীর সুইচ গেইট থেকে শুরু হয়ে ইউনিয়নের উত্তর, দক্ষিন, পুর্ব ও পশ্চিমে ঘোরে ফিরে পশ্চিমে বঙ্গোপসারের বেঁড়ীবাধে গিয়ে শেষ হয়। **খালগুলো দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ ও মৎস্য চাষে এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতি হয়।
দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নে ১টি	**রাজাখালী খাল : ১** টি প্রায় ৫ কি.মি. কৈয়ার বিলের মলমচর হতে শুরু জেলেপাড়া, মুছাপাড়া, ধুরং বাজারে পূর্ব সীমান্ত হয়ে উত্তর ধূরং এ প্রবেশ করেছে। **খাল দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ, মৎস্য ও কৃষি কাজে এই খালের পানি ব্যবহার হয় , বর্ষা মৌসুমে খালের পানি পবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে।
লেমশীখালী ইউনিয়নে ২টি	মিরাখালী খাল : ৮কি.মি. পিলটকাটা হতে মিরাখালী পর্যন্ত গাইনারজুরা খাল : ৩কি.মি. পিলটকাটা হতে গাইনাকাটা পর্যন্ত **খালগুলো দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ, মৎস্য চাষের কাজ এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকা পেয়ারাকাটা, জাইল্যাপাড়া, ধুপীপাড়া, আশাহাজীরপাড়া, করালাপাড়া, এ হকপাড়া, আকবরআলীপাড়া, আনুমিয়াজিরপাড়ায় ডুকে পড়ে জলাবদ্ধাতার সৃষ্টি করে ।
কৈয়রবিল ইউনিয়নে-১টি	**পিলটকাটা**-ডিঙ্গাভাঙ্গা **খাল : প্রায় ৬ কি.মি.** ডিঙ্গাভাঙ্গা হতে মিয়ারবাড়ী বেড়িবাঁধ পযর্ন্ত। **খালটির দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ, মৎস্য ও কৃষি কাজে এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের নীচু এলাকায় ডুকে পড়ে।
বড়ঘোপ ইউনিয়নে ২টি	**মুরালিয়া খাল :** ৩কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের জেলেপাড়া হতে শুরু হয়ে পশ্চিমে সৈরগ্যারপাড়া হয়ে বড়ঘোপ ইউনিয়নে প্রবেশ করে রুমাই পাড়ায় শেষ হয়। **আজমকলোনী খাল:** ৪কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের কলেজড্রাম হতে শুরু হয়ে মুখবন্ধা হয়ে কৈয়ারবিলের ঘিলাছড়ি আজম রোড়ে শেষ হয়। **খালগুলো দ্বারা উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ ও মৎস্য চাষ এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের আমজাখালী, মগডেইল, মুরালিয়া, ঘোনার মোর, রুমাইপাড়া, মাতব্বরপাড়া ও চাঁদমিয়া এলাকা ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতিহয়।
আলী আকবর ডেইল-১টি	**কুমিরাচরা খাল :** ৬কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের কুমিরাচরা হতে শুরু হয়ে উত্তর-পশ্চিমে সৈরগ্যারপাড়া হয়ে বড়ঘোপ ইউনিয়নে প্রবেশ করে রুমাই পাড়ায় শেষ হয়। **রাজাখালী খাল :** ৪কি:মি: পুর্বদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেলের খুদিয়ারটেক হতে শুরু হয়ে তাবালের চরের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে, তাবালেরচর-আলী আকবরডেইল সংলগ্ন আজম রোড়ে শেষ হয়। **খালগুলোর উপকার বা অপকার হয়ে থাকলে তার বর্ণনা :** মুলত লবন চাষ ও মৎস্য এই খালের পানি ব্যবহার হয়, তবে খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে বর্ষা মৌসুমে খালের পানি প্লাবিত হয়ে ইউনিয়নের এলাকা ডুকে পড়ে ফলে লবন পানির কারলে কৃষি জমির ক্ষতিহয়।

বিল ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা ছোট বড় অনেকগুলো বিল দেখা যা উপজেলার বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে পতিত হয়ে আছে। এই বিলগুলো বিভিন্ন মৌসুমে কৃষিজ উৎপাদনে সাহায্য করে।

কয়টি/ইউনিয়ন	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
উত্তর ধরং ১৩টি	১. কালামাছরা বিল, ২. ফুলারপাড়া-সিকদারপাড়া বিল, ৩. কালামাপাড়া বিল, ৪. পিল্লারপাড়া বিল, ৫. আজিমউদ্দীন সিকদারপাড়-চুল্লারপাড়া বিল, ৬. জমির বাপেরপাড়া বিল, ৭. মনু সিকদারপাড়া বিল, ৮. নয়াকাটা-চইন্দার বিল, ৯. পূর্ব চরধূরং বিল, ১০. মগলারপাড়া-আজিমউদ্দীন সিকদারপাড়া বিল, ১১. সিরাজ্জারপাড়া, ১২. কুলারটেক ও ১৩. মিয়াজিরপাড়া-নুরজ্জালপাড়া বিল এসব বিলে ধান চাষাবাদ ও লবন চাষ হয় এবং বর্ষার সময় কিছু মৎস চাষ হয়)
দক্ষিন ধূরং ১২টি	১.মশরফ আলী মিয়া বিল, ২.কালু মিয়াজিরপাড়া বিল, ৩.আলী আকবর সিকদারবিল, ৪.জলিয়ারবর বিল, ৫.সিকদারপাড়া বৈদ্যয়ারবিল, ৬.বরইতলীপাড়া বিল, ৭.হায়দারআলী মিয়াজিরপাড়া বিল, ৮.ধুরং কাচা বিল, ৯. ইুরারপাড়া বিল, ১০.আলী ফকির বিল, ১১.মুছারপাড়া বিল, ১২. ডোমপাড়া বিল
লেমশা খালী ৩টি	১.দোকান ঘোনা বিল, ২. লাইত্যার ছড়া, ৩. সিরাজ ঘোনা বিল এসব বিলে চাষাবাদ করা হয়
কৈয়ারবিল-১১টি	ঘিলাছড়ি বিলা, মলমচর বিল, দঃ মলমচর বিল, অমন্যঘোনাবিল, কৈলাশ্যঘোনাবিল, খিল্যাপাড়াবিল, মধ্যম কৈয়ারবিল, মহাজনপাড়া বিল, বিন্দাপাড়া বিল, উত্তর কৈয়ারবিল ও কিল্যাপাড়াবিল ।
বড়ঘোপ - ৬টি	১. মগডেইলের পূর্ব বিল(কৃষি চাষ), ২. মগডেইলের পশ্চিম বিল(কৃষি চাষ) ৩. মুরালিয়া বিল(লবন চাষ), ৪. মিয়ারঘোনা ৫. আজমকলোনী বিল(লবন চাষ), ৬. ধোপার ঘোনা(কৃষি চাষ) ।
আলী আকবর ডেইল - ৪টি	১.আলী আকবর ডেইল উত্তর বিল, ২. আলী আকবর ডেইল দক্ষিণ বিল, ৩. কুমিরাচরা বিল ও ৪. রাজাখালী - খুদিয়ারটেক বিল

লবনাক্ততা ঃ

কুতুবদিয়া উপজেলাটি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উপকূলীয় এলাকা হওয়ায়, লবণাক্ততার পরিমানের মাত্রা বেশী । উপজেরঅর উত্তর ধুরং, দক্ষিণ ধুরং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ ও আলী আকবর ডেইলের প্রায় ওয়ার্ড লবনাক্ত পানি দিয়ে প্লাবিত হয়ে কৃষি জমি ব্যাপক ক্ষতি করে । ভবিষ্যতে এ ধরণের লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে মানব জীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মূখীন হতে পারে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১. দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

কুতুবদিয়া কক্সবাজার জেলার একটি দুর্গম দ্বীপ উপজেলা। বঙ্গোপসাগরের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাস, টর্নেডো, লবনাক্ততা ইত্যাদি'র প্রভাবে দ্বীপাঞ্চলের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা উল্লেখ্যযোগ্যা। বিশেষবাবে বছরেরর মার্চ-মে এবং অক্টোবর মাসে এই উপজেলায় ঘূণিঝড়, টর্নাডো, সাইক্লোন এর প্রাকৃতিক দুর্য়োগ হানা দেয়। যেহেতু বঙ্গোপসারের কুলবর্তী দ্বীপ হওয়ার কারণে খুব সহজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রথম স্বীকার হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। সেইসাথে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস দ্বীপের মানুষদের বিপদাপন্ন করে তোলে। অতীতে রেকর্ড থেকে যায় যে, ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ২০ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছাস হয়েছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। সাধারণত বর্ষা মৌসমের সামুদ্রিক জোয়ার ৪-৮ফুট উচ্চতায় প্লাবিত হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালে ঘূণিঝড়ে সবচেয়ে দ্রুত সময়ে দ্বীপে জলোচ্ছাস আছড়ে পড়ে। সেই সময় প্রায় ৭২ ঘন্টার জোয়ারের পানি স্থায়ী ছিল। কুতুবদিয়া উপজেলার ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড় সাধারনতঃ দ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আসে এবং জলোচ্ছাসও সেই একই দিক থেকে ধেয়ে আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এলাকার নানাবিধ সমস্যা ও অসুবিধা সম্মূখীন হতে হয় অধিবাসীদের। যেমন বসতবাড়ী ধবংস হয়ে যাওয়া, পানীয় জলের দুস্প্রাপ্যতা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধবংস হবার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মারাত্বক হানি হয়ে থাকে।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাতে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ঘুর্ণিঝড়	২০০৯	এই ঘূর্ণিঝড়ে ৩৪১ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ১৭,৫০০ ঘরবাড়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঝড়ে বেশী মানুষ মারা গেলেও প্রচুর পরিমানে সম্পদ ক্ষতিগ্রহস্ত হয়। শত শত একর লবন ও চিৎড়ীর চাষ ক্ষতির স্বীকার হয়। মোট ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলি জমি, ধান, লবন, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঘুর্ণিঝড়	১৯৯৭	এই ঘূর্ণিঝড়ে ২০,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ১০,০০০ ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধবংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঝড়ে কিছু সংখ্যক মানুষ মারা যায় এবং আহত হয় প্রায় ৩,০০০ জন অধিবাসী। মোট ৭ কিলোমিটার বাধ ভেঙ্গে যায়। এছাড়া ২৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধবংশপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং সেইসাথে ৫৬০ একর শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়।	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, চিংড়ী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার
ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	১৯৯১	এই ঘূর্ণিঝড়ে ২১,৬০৩ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ৪৯,০০০ ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধবংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঝড়ে ১০,০২৮ মানুষ মারা যায় এবং আহত হয় প্রায় ২৩,০৪৮ জন অধিবাসী। ঐ ঝড়ে আনুমানিক ৩১,০০০ গবাদিপশু মারা যায়। মোট ১৯২ কিলোমিটার বাঁধ প্রায় ধবংস হয়ে যায় এবং ১২০,০০০ গাছপালা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়েে যায়। মোট ৪৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধবংশপ্রাপ্ত হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সেইসাথে ৫৬০ একর শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আনুমানিক ২৫৯.৩২ কোটির টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বনভুমি , ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার
ঘুর্ণিঝড়	১৯৮০	ফসলি জমি, ধান, লবন, চিংড়ী ৬০০ একর ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার : ক্ষতিগ্রস্থ লোক নিহত : ২০ জন	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, চিংড়ী ঘেড়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান , বনভুমি , ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার
ঘুর্নিঝড়	১৯৭৮	ফসলিজমি, ধান ,লবন, চিংড়ী ঘের : ১০০ একর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান :২৭টি, বনভুমি : ৭০০ একর, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার : ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৮৯০	অবকাঠামো, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, চিংড়ীচাষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বনভুমি , ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	১৯৬০	ফসলি জমি, ধান,লবন, চিংড়ী ঘের : ৪০০ একর বনভুমি : সমগ্র প্যারাবন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার : সমগ্র পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ	ঘরবাড়ী, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ, সহায়ক প্রানী, গবাদি পশু, ফসলিজমি, ধান, লবন, চিংড়ী চাষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বনভুমি, ক্ষতিগ্রস্থ হয়

দক্ষিণ-পশ্চিমে বেড়ীবাঁধ না থাকায় আলী আকবর ডেইল দক্ষিণ বিল ও তাবালেরচরে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে লবনাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ফলে প্রায় ১০২৫ একর ফসলী জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২.২ উপজেলার আপদ সমুহ :

ক্রমিক নং	আপদ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
০১.	ঘুর্নিঝড়/ টর্নেডো	০১.	ঘুর্ণিঝড় / টর্নেডো
০২.	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস/জোয়ার পানি	০২.	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস/জোয়ার পানি
০৩.	জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন	০৩.	জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন
০৪.	কালবৈশাখী	০৪.	জলাবদ্ধতা
০৫.	জলাবদ্ধতা	০৫.	লবনাক্ততা
০৬.	সুনামী	০৬.	সুনামী
০৭.	লবনাক্ততা	০৭.	কালবৈশাখী

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যত চিত্র বিস্তারিত বর্ণনাঃ

ঘুর্ণিঝড় ও টনার্ডোঃ এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সর্বাপেক্ষা বড় আপদ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল এ অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় এখনো স্থানীয় অধিবাসিদের কাছে একটি বিভীশিকাময় স্মরণীয় অধ্যায়। স্বজন হারানোর বেদনা এখনো তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ১৯৬০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে ৪০টি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশকে আঘাত হানে তার ৯০% এরও বেশির ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে কুতুবদিয়ার উপর। গত দশকে ১৯৯১ এর ২৯ এপ্রিল, ১৯৯৪ এর ২রা মে, ১৯৯৫ সালের ১৫ মে, ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ও ১৯৯৮ সালে ২০মে, ২০০১ সালের, ২০০৪ সালের ১৫ মে ও ২০০৭ সনের ১৪ মে কুতুবদিয়ার উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। এতে অনেক পরিবার তাদের আত্বীয়-স্বজন হারিয়েছেন, অনেকে বেঁচে থাকার সম্বল হারিয়েছেন। কুতুবদিয়ায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ে ১৬০কিঃমিঃ এর বেশি বাতাসের গতিবেগ লক্ষ্য করা গেছে। সাইক্লোনের প্রচন্ড গতির টানে বিরাট জলরাশিসহ সমুদ্র উপকুল এবং কুতুবদিয়া দ্বীপের উপর দিয়ে অতিক্রম করে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ জলোচ্ছাসে ৪ ফুট থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল । (সূত্র পিআইও দপ্তর, সিপিপি, মূল তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষাৎকার)

সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাস/জোয়ারের পানিঃ উপজেলার আলী আকবর ডেইল পূর্ব, দক্ষিন-পশ্চিমে তাবালেরচর, কাহারপাড়া, কাজিরপাড়া, তেলিপাড়া, হায়দারপাড়া এলাকায় সমুদ্রের নিম্নচাপ, অমবশ্যা পূর্ণিমার জোয়ার এবং বর্ষার সময় ৪ থেকে ৭ ফুট পানি উঠে। স্বাভাবিক জোয়ারের কারনে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উপকুলীয় গ্রাম গুলোতে জোয়ারে পানি ঢুকে তলিয়ে যায়। ২০১২-১৩ সালে আষাঢ় মাসে কয়েকদিনের টানা প্রবল বর্ষনের কারনে উপজেলার বেড়ী বাধ গুলো ক্ষতি গ্রস্ত হয় সেই কারনে সমগ্র এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়ে ফসল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা, জোয়ারের পানির প্রবেশ প্রভৃতি কারণে মানুষের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক গুনে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া বসতি এলাকা জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবনের কারণে কুতুবদিয়ার মানুষের বসতি বিপদাপন্নতা বেড়ে যায় এবং আরো নতুন আপদের সৃষ্টি হয়।

জোয়ার পানিতে উপকুল ভাঙনঃ উপজেলার আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, উত্তরধুরং নিম্নাঞ্চল এলাকায় সমুদ্রের নিম্নচাপ, অমবশ্যা পূর্ণিমার জোয়ার এবং বর্ষার সময় ৪ থেকে ৮ ফুট পানি উঠে। স্বাভাবিক জোয়ারের কারণে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উপকুলীয় গ্রাম গুলোতে জোয়ারে পানি ঢুকে তলিয়ে যায়। ২০১২-১৩ সালে আষাঢ় মাসে কয়েকদিনের টানা প্রবল বর্ষনের কারনে উপজেলার বেড়ী বাধ গুলো ক্ষতি গ্রস্ত হয় সেই কারনে সমগ্র এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়ে ফসল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় অনুরূপ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস সংঘটিত হলে এলাকার অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা মারাত্বকভাবে ব্যাহত হবে।

কালবৈশাখীঃ কুতুবদিয়া উপজেলা বঙ্গোপসাগরের বুকে হওয়ায় প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নিম্নচার, লঘুচাপ কিংবা টর্ণেডোর/কালবৈশাখী ঝড়ো দমকা হাওয়া উপকুলীয় উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যায়। উপজলার অধিকাংশ ইউনিয়নের জনগণ গরীব হওয়ায় দূর্বল ঘরবাড়ী, অবকাঠামো ক্ষতিহয়। জলাবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামীতে অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়ে প্রবনতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে অপরিকল্পিত বসতভিটা কালবৈশাখী সহনীয় নয়, বড় আকারে কালবৈশাখী হলে বা আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

লবনাক্ততা-কুতুবদিয়া উপজেলায় লবনাক্ততা একটি আপদ। লবনাক্ততার মাদত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ মাস থেকে জৈষ্ট মাস পর্যন্ত লবনাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। বর্ষার সাথে সাথে লবনাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক

ক্ষতি সাধন করে থাকে। লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকঅয় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ফসলের জমিতে লবনাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা চিংড়ি চাষের জন্য এলাকায় লবনাক্ততা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত ভেড়ী-বাঁধ না থাকায় জলোচ্ছাসের সময় এলাকা প্লাবিত হয়ে লবনাক্ততা প্রবেশ ঘটছে। বিশেষভাবে আলী আকবর ডেইল, দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়নে এর প্রভাব বেশী। এলাকায় দিন দিন লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বোরো ও আউস ধান চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে ফলদ, বনজ সম্পদ ও খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রতি বছর লবনাক্তোতা থাকলেও ২০০৬ সালে তীব্র লবন অনুভুত হয়।

জলাবদ্ধতা ঃ জেলার অধিকাংশ উপজেলার ভুমি উঁচু ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার সৃষ্টি হয় না। তবে অতি বৃষ্টির কারলে পাহাড়ী ঢলে অনেক স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বাঁধ নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ ও রাস্তার দু'পাশে বৃক্ষ রোপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমে আসবে।

সুনামীঃ বাংলাদেশ এবং পার্শবতী অঞ্চল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এলাকাটি মাঝারী মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। ভুমিকম্পের বিগত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে বৃহত্তম ভুমিকম্প হয়। ১৯৯৯ সালে ২২ জুলাই কুতুবদিয়ার উপজেলার পাশ্ববর্তী উপজেলা মহেশখালীতে মাঝারী ভু-কম্পন হয়। এতে ৭জনের মৃত্যু ও ২০০জন আহত ও অসংখ্য ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ে। এছাড়া ২০০৪ সালের ইন্দোনিশিয়ার সুনামীর কারণে কুতুবদিয়া উপজেলাতেও এর প্রভাব অনুভূত হয়। তবে মাঝারী আকারের ভূমিকম্প ও সুনামী হলে কুতুবদিয়া উপজেলা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	• লবন মাঠ নষ্ট হয়, চাষ যোগ্যজমির ক্ষতি হয় • দক্ষিন-পশ্চিমে বেড়ীবাঁধ না থাকায় আলী আকবর ডেইল দক্ষিণ বিল ও তাবালেরচরে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে লবনাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ফলে প্রায় ১০২৫ একর ফসলী জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না।	• সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় তারা স্থানীয় পদ্বতিতে মাটিতে গর্ত করে লবন ও ধান সংরক্ষণ করে
ঘুর্ণিঝড়	• ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। • ফসল নষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হতে পারে। ফলে পেশা পরিবর্তন হতে পারে। • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।	• ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে। • মুলত অধিকাংশ কৃষক লবন চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে।
জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন	• ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। • বেড়িবাধ ভেঙ্গে যায়। • চিংড়ি মাছের ঘের পানিতে তলিয়ে যায়। • ভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। • চাষ যোগ্যজমির ক্ষতি হয় ।	• আলী আকবর ডেইল, বড়ঘোপ, উত্তর ধূরং এলাকায় ৮.০৫ কিলোমিটার ব্লক দেয়া আছে। • দ্বীপের সর্বোচ্চ ২০ কিলোমিটার বেড়িবাধ রয়েছে। • বেড়িবাধেঁর উপর প্রায় ২৭৫ একর ঝাউবন রয়েছে যা জোয়ার পানিকে কিছুটা সহনীয় করে রাখে।
কালবৈশাখী	• ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। • ঘরবাড়ী নষ্ট হয়।	• আশ্রয় কেন্দ্র আছে। • মুলত অধিকাংশ কৃষক লবন চাষ এর উপর র্নিভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে ।
জলাবদ্ধতা	• ঘরবাড়ী নষ্ট হয় • যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে • ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়	• উঁচু এলাকা ও সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়া পানি দ্রুত নেমে যায়।
লবনাক্ততা	• কৃষিজ ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। • সুপেয় পানির দুস্প্রাপ্যতা বেড়ে যায়।	• দ্বীপের চারিদিকে বেড়িবাঁধ সহজে লবনের পানি প্রবেশের বাধা দিয়ে থাকে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	• মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে হয় ।	• বেড়িবাধের সুইচগেজ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বি
সুনামী	• উচু জলোচ্ছাস সৃষ্টি হতে পারে । • বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে । • প্লাবিত হয়ে ঘরবাড়ী ও জনবসাতির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	• বেড়ীবাঁধ জলোচ্ছাসকে কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারে । • আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিতে পারে ।

২.৫ সবাধিক বিপদাপন্ন এলাকাঃ

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	✓ উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের খুদিয়ারটেক বিলীন হয়ে গেছে । ✓ এই ইউনিয়নের তাবালেরচর, কাহারপাড়া, কাজিরপাড়া, তেলিপাড়া, হায়দারপাড়া ✓ উত্তর ধূরং ইউনিয়নের ১, ২ ও ৫নং ওর্য়াড	বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়ায় এবং ৭১ নং ফোল্ডার বেড়ী বাঁধ বিগত ২০১২-১৩ সালে অতিবৃষ্ঠির ঢলে ভেঙ্গে যাওয়ার কারনে	২৫০০ পরিবার
ঘুর্ণিঝড়	✓ সমগ্র উপজেলা	দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয়	১,৩০,১০৮ জন
জোয়ারের পানি দ্বারা উপকূল ভাঙ্গন	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের দক্ষিণ বিল ও তাবালেরচর	বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়ায় এবং আলী আকবর ডেইলের সীমানাস্থিত বেড়ী বাঁধ না থাকা,জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সামুদ্রিক ঝড়,জলোসচ্ছাস বেশী হওয়ায়	সমগ্র ইউনিয়নের জনগন
কালবৈশাখী	সমগ্র ইউনিয়ন	দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয়	সমগ্র ইউনিয়নের জনগন
জলাবদ্ধতা	দক্ষিন-পশ্চিমে বেড়ীবাঁধ না থাকায় আলী আকবর ডেইল দক্ষিণ বিল ও তাবালেরচরে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে লবনাক্ত পানি দ্বারা প্লাবিত হয় ফলে প্রায় ১০২৫ একর ফসলী জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না	রাস্তাঘাট উচু না থাক , খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে গ্রাম গুলো পাবিত হয়	১০০০ পরিবার
লবনাক্ততা	আলী আকবর ডেইল, উত্তর ও দক্ষিণ ধূরণ ইউনিয়নের দক্ষিণ বিল ও তাবালেরচর এলাকা সর্বাধিক বিপদান্ন এলাকা হিসাবে গণ্য করা হয় ।	বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়ায় এবং আলী আকবর ডেইলের সীমানাস্থিত বেড়ী বাঁধ না থাকা সহজে সমুদের পানি প্রবেশ করার কারণে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ।	সমগ্র উপজেলার প্রায় ২০০০ পরিবার
সুনামী	✓ উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের খুদিয়ারটেক বিলীন হয়ে গেছে । ✓ এই ইউনিয়নের তাবালেরচর, কাহারপাড়া, কাজিরপাড়া, তেলিপাড়া, হায়দারপাড়া ✓ উত্তর ধূরং ইউনিয়নের ১, ২ ও ৫নং ওর্য়াড	বঙ্গোপসাগরে সাথে লাগানো এলাকা হওয়ায় এবং ৭১ নং ফোল্ডার বেড়ী বাঁধ বিগত ২০১২-১৩ সালে অতিবৃষ্ঠির ঢলে ভেঙ্গে যাওয়ার কারনে	৩০০০ পরিবার

সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্র ঃ

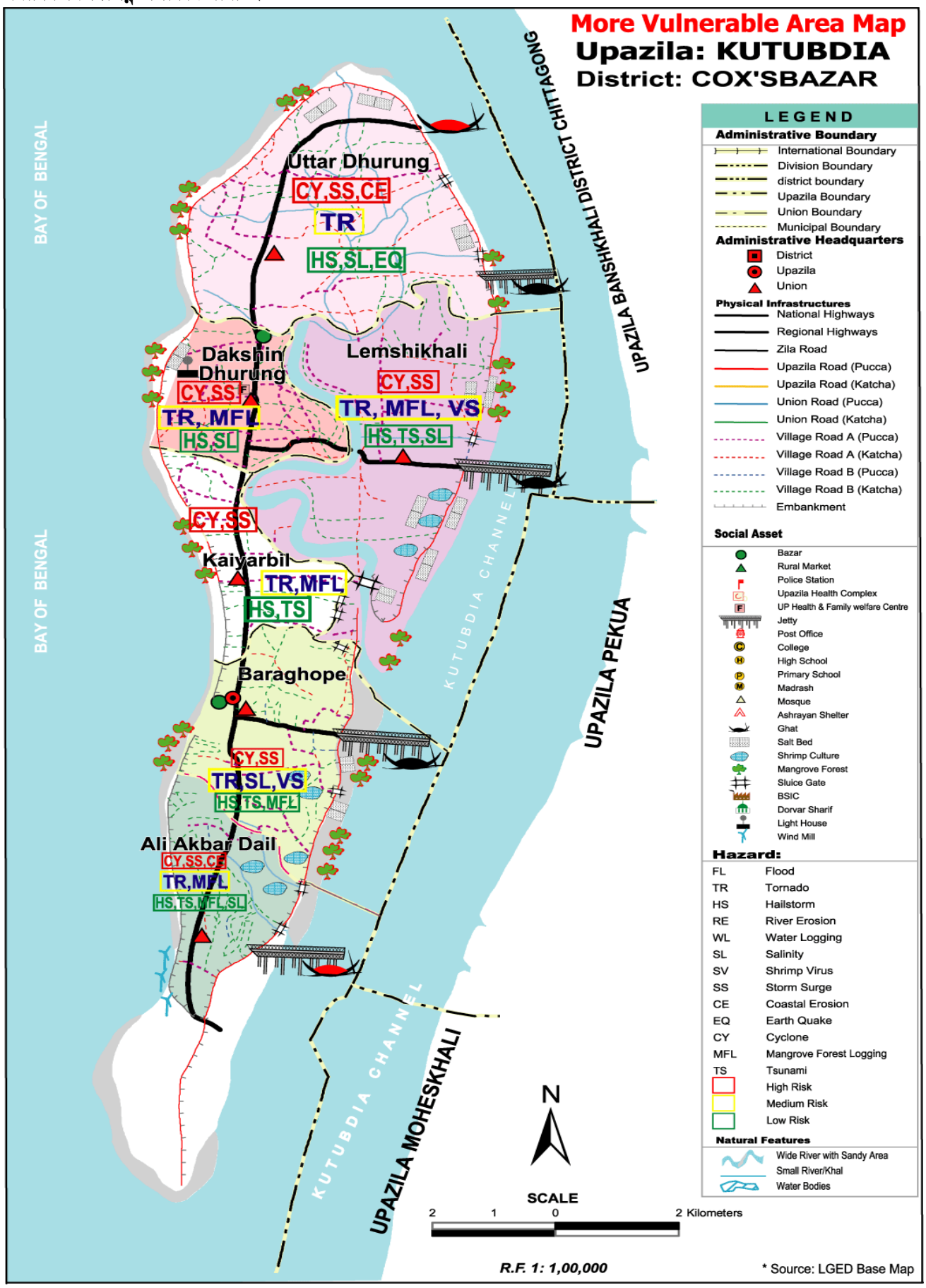

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহঃ

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	▪ কুতুবদিয়া উপজেলায় প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে কৃষি ফসল ও শস্য উৎপাদন কম হয়ে থাকে শীত মৌসুমে বেশী হয় । ▪ উপজেলার আলীআকবর ড্রেইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে বিভিন্ন খাল দিয়ে লবণ পানি প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৪০০০ একর জমির ৩৫% ফসল ও ১৫% সব্জি ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ প্রতিবছর জোয়ারের পানিদ্বারা প্রায় ১৩৪৯৬ একর জমির প্রায় ২৫% এবং লবনাক্ততার কারণে উপজেলার প্রায় ১০,০০০ একর জমির প্রায় ৩০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ উপজেলার আলীআকবর ড্রেইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে বর্ষা মৌসুমে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৪৫০০ একর জমির ৩৪% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । ▪ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে প্রায় ৬০% ফসলের ক্ষেত ধংস হয়ে যেতে পারে ।	▪ সুইচ গেইট গুলো সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহন । ▪ খালের গভীরতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহন । ▪ বেড়ীবাঁধ মজবুত করার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করার উদ্যোগ নিতে হবে । ▪ বেড়ীবাঁধ মজবুত করা । ▪ খাল সমূহ সংস্কারের মাধ্যমে জোয়ারের পানি থেকে ফসল রক্ষা পেতে পারে । ▪ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক জলাবদ্ধ এলাকায় বিকল্প ফসল ফলানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে । ▪ ঢলের পানি নদীতে বা খালে পতিত করার ব্যবস্থা করা । ▪ স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়ে খাল খনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা ।
শিক্ষা	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে । শিক্ষা ব্যবস্থার ৬০% ক্ষতি হতে পারে । অনেক ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে ।	▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা । ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উচু স্থানে বা মজবুত ভাবে নির্মান করা । ▪ বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা করা । ▪ খাল খননের ব্যবস্থা করা রাস্তা উঁচু করা । ▪ গাইড ওয়াল দেয়া । ▪ প্রয়োজনীয় ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা ।
যোগাযোগ	▪ ১৯৯১ইং সালের মত ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে উপজেলার আলীআকবর ড্রেইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ৬টি ইউনিয়নে ২০কিমি. বেড়ীবাধ ভেঙ্গে যেতে পারে । ▪ অতিবৃষ্টির কারলে নীচু এলাকা গুলোয় বর্ষা মৌসুমে প্রায় ২০ কিমি কাঁচা ও ৮ কি:মি ব্রিক সোলিং রাস্তা ডুবে গিয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে ▪ উপজেলায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির কারণে প্রায় ৪৫ কি:মি: রাস্তা ভেঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে । ▪ উপজেলার দক্ষিণ ধুরয়, লেমশী খালী , আলী আকবারডেইল এর নিম্নএলাকা সমূহ জলাবদ্ধতার ফলে ১০.৫ কি:মি: রাস্তা চলাচল অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে । ▪ ১৯৯১ সালের মতো জলোচ্ছাস উল্লেখিত ঘুর্নিঝড়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমুদ্র জলোচ্ছাস দ্বারা ক্ষতি হতেপারে । বিশেষ করে তাবালের চর এলাকায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পরে	▪ রাস্তা উঁচু করে তৈরী করা ▪ যথাস্থানে গাইডওয়াল দেয়া । ▪ প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা । ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা । ▪ বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা । ▪ বৃক্ষ রোপন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা
স্বাস্থ্য	▪ কুতুবদিয়া উপজেলায় উত্তর ধূরং, দক্ষিন ধূরং , লেমশী খালী, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে পর্যাপ্ত নলকূপ না থাকায় ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরাসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে ।	▪ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো । ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	▪ উপজেলার আলী আকবর ডেইল , উত্তর ধুরং, লেমশীখালী, কৈয়ার বিল ও বড়ঘোপ ইউনিয়নে লবণাক্ততা থাকলে পানীয় জলের অভাবে জনিত কারনে নানাবিধ রোগ বালাই দেখা দিতে পারে । ▪ উপজেলার আলীআকবর ড্েইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ৬টি ইউনিয়নে তাপমাত্রর বৃদ্ধির কারলে ডায়রিয়া এবং অন্যান্য রোগের কারণে প্রায় ৩০% লোক স্বাস্থ্যহানী ও ১% লোকের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে । ▪ উপজেলার লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নে জলাদ্ধতার কারণে পানি দূষণ হয়ে ২০% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড ও চর্ম রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।	▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা । ▪ পুরাতন সাইক্লোন সেল্টার সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহন
পরিবেশ	▪ উপজেলায়ব্যপকভাবে প্যারাবন নিধন, ঝাউবন নিধন, বসতবাড়ীর বৃক্ষ নিধনের কারণে প্রায় ৭০% বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ▪ জন সচেতনতার অভাবে বসতবাড়ীর বৃক্ষনিধন, প্যারাবন কাটার পর লবন চাষ করার ফলে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে । ▪ বিগত ৬/৬ বছরগুলোর মতো উপজেলার টি ইউনিয়নে লবণাক্ততা চলতে থাকলে এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কম এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ।	▪ ব্যাপক ভাবে প্যারাবন সৃষ্টি করা উদ্যোগ গ্রহন ▪ বসত বাড়ী তে বৃক্ষ রোপন ৎ ▪ বনায়নে গনজাগরন সৃষ্টি করা ▪ রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা । ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা । ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ▪ অবৈধভাবে প্যারাবনের গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।
বনজ সম্পদ	▪ ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে কুতুবদিয়া উপজেলার অধিকাংশ ঝাউবন, প্যারাবন, বসতভিটার গাছ-পালা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক ১০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ ১৯৯৭ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে অধিকাংশ ঝাউবন, প্যারাবন, গাছ-পালা নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক ২কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ বিগত ৪/৫ বছরের মতো উপজেলার আলীআকবর ড্েইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ৬টি ইউনিয়নে লবণাক্ততা চলতে থাকলে এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কমে এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে । ▪ সাগর ভাঙ্গনের ফলে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তাবলের চর এলাকাটি সাগরে বিলন হয়ে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ প্রতি বছরের ন্যায় বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে । ▪ প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে উপজেলার কয়েক লক্ষ গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে ।	▪ রাস্তর ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা । ▪ বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা ▪ ঝাউবন ও প্যারাবন সৃষ্টি করা । ▪ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ▪ বৃক্ষ নিধন ও অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।
মৎস	▪ উপজেলায় ১৯৯১সালে মত ঘূর্ণিঝড় হলে আলীআকবর ড্েইল, বড়ঘোপ, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, দক্ষিন ধুরং, উত্তর ধুরং ৬টি ইউনিয়নে সমস্ত চিংড়ি চাষ ধব্বংশ হয়ে যেতে পারে ▪ উপজেলায় কাল বৈশাখী হলে ১০% মৎসচাষ ক্ষতি হতে পারে । ▪ উপজেলায় সামুদ্রিক জোয়ার, অতি বৃষ্টির কারণে প্রায় ২৫% চিংড়িচাষ নষ্ট হতে পারে	▪ বেড়ীবাঁধ এলাকায় বনায়ন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টি ও রক্ষনাবেক্ষন করা । ▪ মাছ ধরার বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করা ও মৎস্য উৎপাদনকে তরান্বিত করা ।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
		▪ পুকুরের পাড় উঁচুকরণ এবং পুকুর সংস্কার করা। ▪ নদী/সাগর পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দূরে বিহিঙ্গি জাল পাতা। ▪ লবণ চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
আবাসন	▪ উপজেলায় ১৯৯১সালে মত সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে প্রায় ১২০০০ মাটির বাড়ি ও আধাপাকা ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে পারে ▪ উপজেলায় ১৯৯১সালে মত ঘূর্ণিঝড় ২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৬৬% মাটির বাড়ি ও আধাপাকা বাড়ী ক্ষতি হতে পারে। ▪ উপজেলায় কাল বৈশাখী হলে ২৫ % ঘর বাড়ি ক্ষতি হতে পারে। ▪ উপজেলায় সামুদ্রিক জোয়ার, অতি বৃষ্টির কারণে প্রায় ১৫% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে	▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা। ▪ বেড়ীবাঁধ এলাকায় বনায়ন, ঝাউবন, প্যারাবন সৃষ্টি ও রক্ষনাবেক্ষন করা। ▪ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার করা। ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা। ▪ আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা। ▪ বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা। ▪ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা। ▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা।

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ

এই মানচিত্রে উপজেলার সামাজিক অবস্থা এক নজরে দেখানো হলো। মানচিত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রদান প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পদ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে এই মানচিত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে।

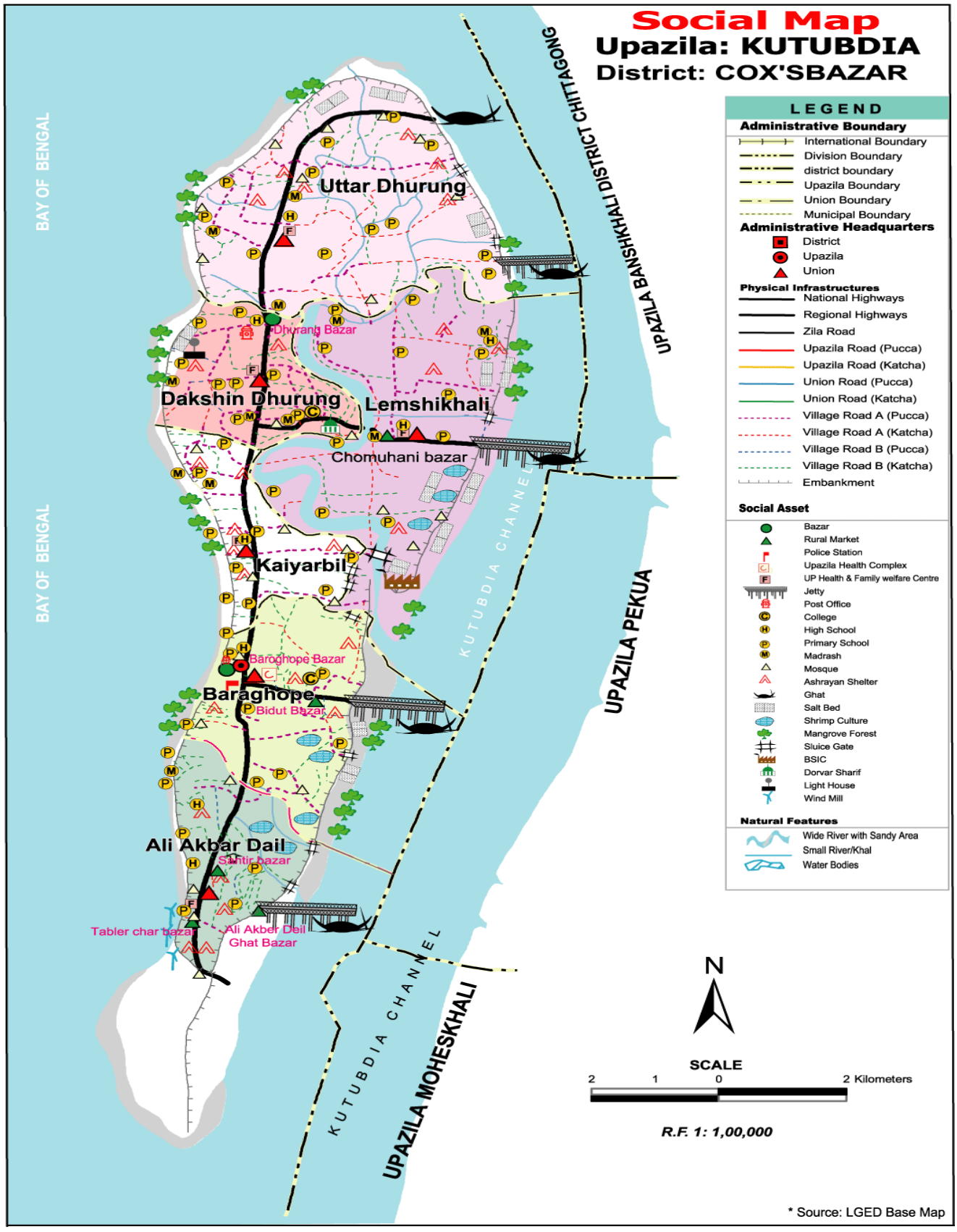

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ এই মানচিত্রে কুতুবদিয়া উপজেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণে সৃষ্ট আপদ ও ঝুকিঁ দেখানো হয়েছে ।

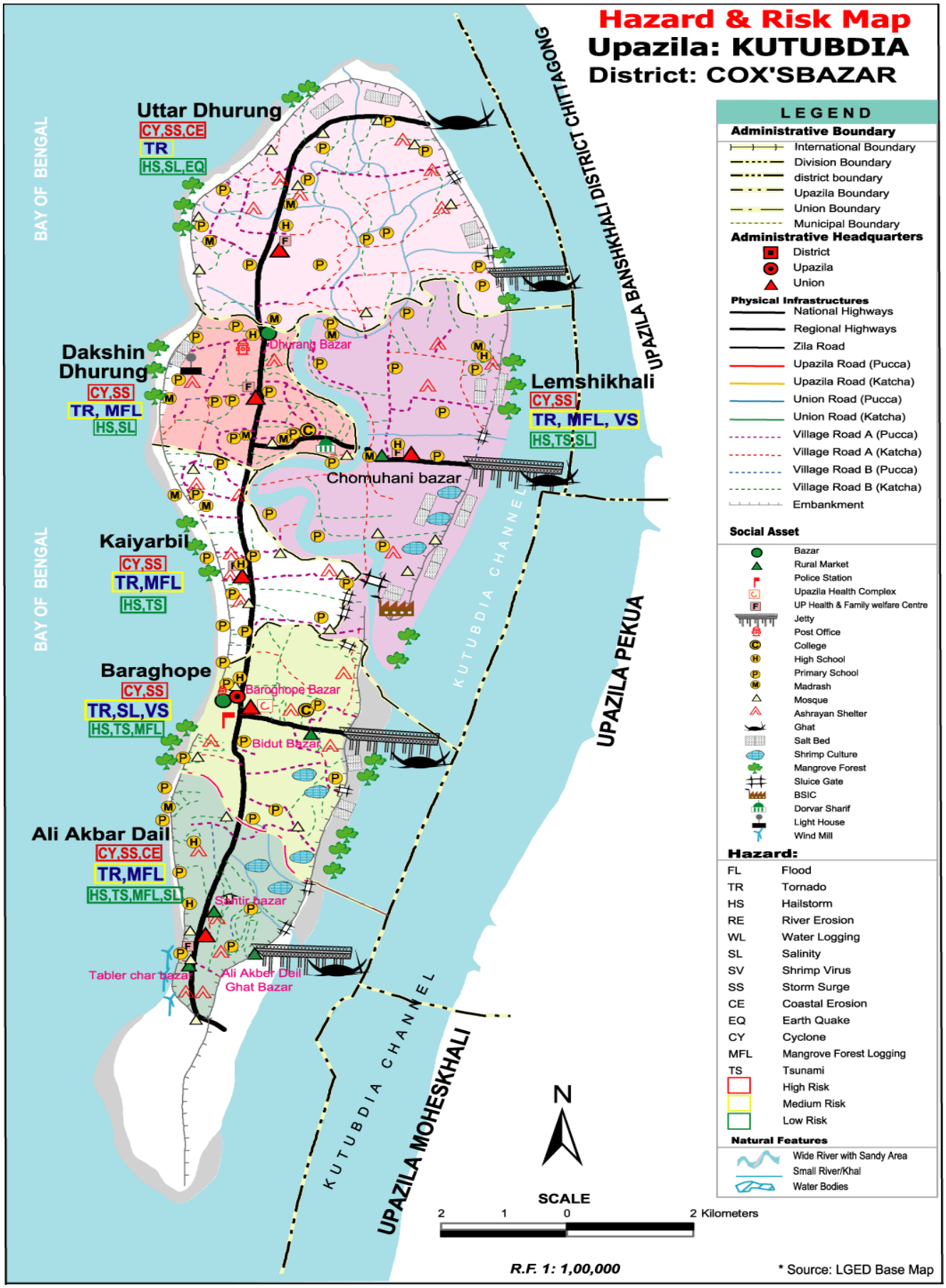

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিঃ

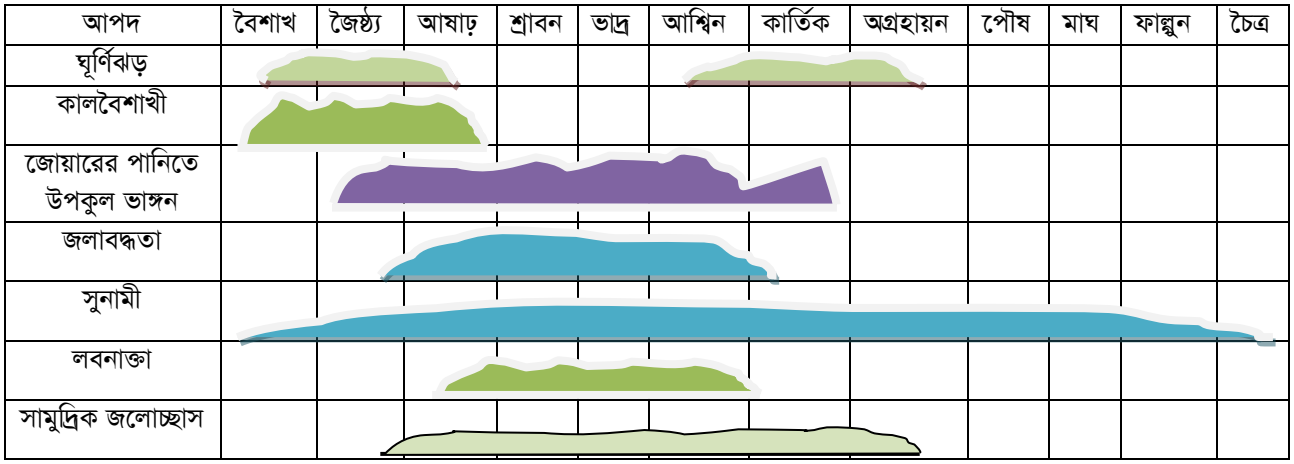

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। মোট ছয়টি মৌসুমী আপদ এলাকাকে সারা বছর বিভিন্ন বিপদাপন্ন করে রাখে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী এবং এলাকার জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়: মানুষের

- এই এলাকার প্রধান আপদ হল ঘূণিঝড়। বছরের দুই দফা এইঝড় এলাকায় আপদ হিসাবে দেয়া দেয়। সাধারণত বছরের বৈশাখ-আষাঢ় এবং আশ্বিন-অগ্রহায়ন এই দুই মৌসুমে ঘূণিঝড় এই উপজেলার আঘাত হানে এবং জানমালরল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।
- কালবৈশাখী ঝড়কে এলাকাবাসী একটি আপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কেননা কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে এলাকার ফসলের ক্ষতি হয়। সেইসাথে কাচাঁঘরবাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।
- সামুদ্রিক জলোচ্ছাস এই এলাকার আর একটি বড় আপদ বলে এখানকার মানুষ মনে করে। সমুদ্র আভ্যন্তরীণ এলাকা হওয়ায খুব সহজে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস এলাকায় প্রবেশ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এটি সাধারণত জৈষ্ঠ্য হতে অগ্রহায়ন মাস সময়ের মধ্যে এই সামুদ্রিক জলোচ্ছাস বেশী দেখা দেয়।
- সমুদ্র অভ্যন্তরীণ একটি দ্বীপ হওয়ার কারণে সামুদ্রিক জোয়ারের পানি খুব সহজে নীচু এলাকা প্লাবিত করে দেয়। যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং নীচু এলাকা ঘরবাড়ীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই এলাকা জনগণ এটিকে িএকটি আপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
- লবনাক্ততা- একটি বড় আপদ এই জেলার জন্য । সমূদ্র তীরবর্তী হওয়ার কারণে জেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও টেকনাফ উপজেলা বছরের আষাঢ় হতে আশ্বিন মাসে লবনাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বেড়ে যায়।
- জলাবদ্ধতা- কুতুবদিয়া উপজেলার বেশ অনেকগুলো ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা অতিসম্প্রতি ব্যাপক আকার ধারন করেছে । পানির প্রবাহের পথ সংকুচিত হওয়া,খাল-ছরা ভরাট হয়ে যাওয়া,অপরিকল্পিত বাধ নির্মান,পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকা সহ নানা কারণে আষাঢ়,শ্রাবন ও ভাদ্র এই তিন মাসে জলাবদ্ধত সৃষ্টি হয় ।
- সুনামী-বাংলাদেশ এবং পার্শবতী অঞ্চল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এলাকাটি মাঝারী মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে । ভুমিকম্পের বিগত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রামে বৃহত্তম ভুমিকম্প হয় । ১৯৯৯ সালে ২২ জুলাই কুতুবদিয়ার উপজেলার পাশ্ববর্তী উপজেলা মহেশখালীতে মাঝারী ভু-কম্পন হয় । এতে ৭জনের মৃত্যু ও ২০০জন আহত ও অসংখ্য ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ে । এছাড়া ২০০৪ সালের ইন্দোনিশিয়ার সুনামীর কারণে কুতুবদিয়া উপজেলাতেও এর প্রভাব অনুভূত হয় এখানে যোকোন সময় সুনামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জীঃ

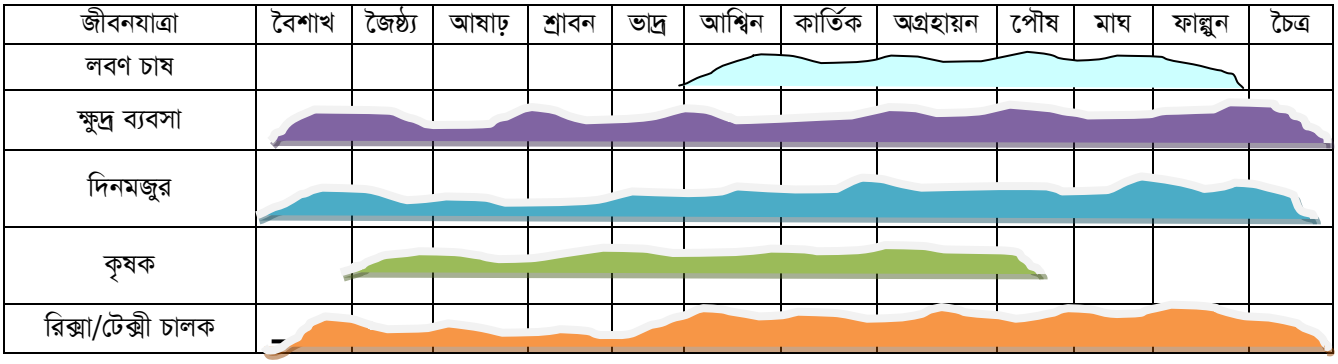

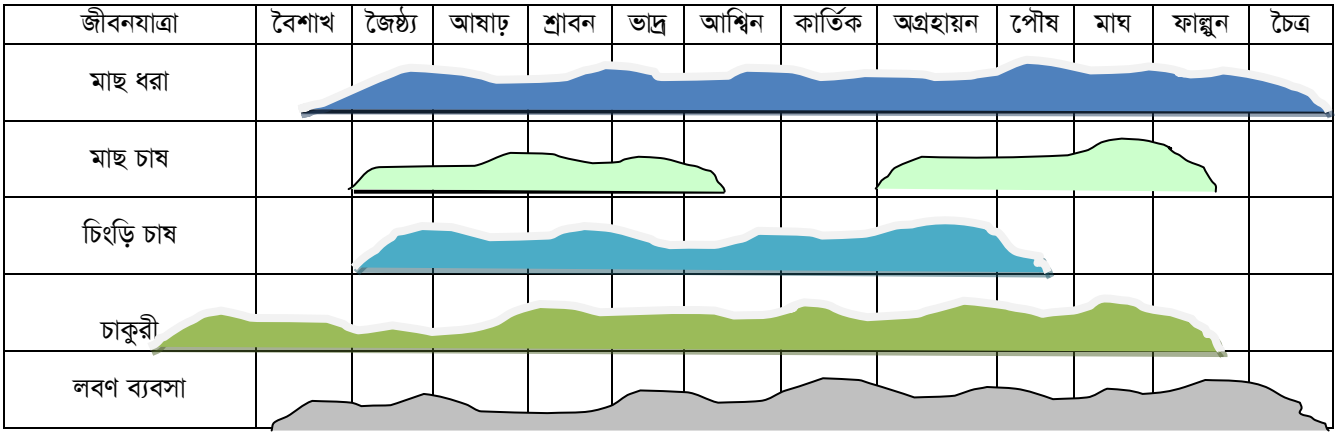

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্র/নং	জীবিকাসমূহ	ঘূর্নিঝড়	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	প্যারাবন নিধন	অতিবৃষ্টি	কালবৈশাখী	জোয়ারের পানি
০১	লবণ চাষ		■	■		■	■
০২	ক্ষুদ্র ব্যবসা	■	■		■		
০৩	দিনমজুর	■	■		■	■	■
০৪	কৃষক	■	■		■	■	■
০৫	মাছ চাষ	■	■	■	■		■
০৬	চিংড়ি চাষ	■	■		■		■
০৭	লবণ ব্যবসা	■	■		■	■	■

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনাঃ

জেলা/উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ												
	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	পশু সম্পদ	পানি ও পয়নিস্কাশন	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস সম্পদ	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয়কেন্দ্র
ঘুর্ণিঝড়	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	■	■	■	■	■					■	■		
জোয়ারের পানি	■	■		■	■	■	■		■	■	■		
তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন	■	■	■		■				■	■	■	■	■
অতিবৃষ্ঠি	■	■	■	■		■	■	■		■		■	
প্যারাবন নিধন			■		■					■			
কালবৈশাখী			■	■		■		■					
লবনাক্ততা			■	■			■				■		

১. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় ১৯৯১সালের মত **ঘূর্ণিঝড় হলে** ৬টি ইউনিয়নের ২২,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১৩৯টি রাস্তার ১৮০কি.মি. বিশেষ করে উপজেলার আলী আকবরডেইল ও উত্তর ধুরংসহ সকল ইউনিয়ন ক্ষতি হতে পারে, উপজেলার প্রায় ১,২৫,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে পারে । ৭৬০৭ **একর জমির মধ্যে** ৩০০০ **একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।** উপজেলা ৪,৪১৬ একর লবন, ৬০০ একর চিংড়ি, ৯৭৫ একর প্যারাবন, ২০টি ব্রীজ, ১২০টি কালবাট, ২০কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৬টি সুইচ গেইট, ১৫০০টি নলকুপ, ৭৫০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ১৫টি বাজারের ৭৫০ দোকান, ১১৩টি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের ১০০টি, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । **যার ফলে** ২২,০০০ **পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

২. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় ১৯৯১সালের মত সামুদ্রিক জলোচ্ছাস **হলে** ৬টি ইউনিয়নের ২০,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১৩৯টি রাস্তার ১৬০কি.মি. ক্ষতি হতে পারে, উপজেলার প্রায় ১,২০,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে পারে । ৭৬০৭ **একর জমির মধ্যে** ৩৫০০ **একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।** উপজেলা ৪,৪১৬ একর লবন, ৬০০ একর চিংড়ি, ৯৭৫ একর প্যারাবন, ১৫টি ব্রীজ, ১০০টি কালবাট, ২০কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৬টি সুইচ গেইট, ১৫০০টি নলকুপ, ৭৫০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ৭৫০ দোকান, ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । **যার ফলে** ২২,০০০ **পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

৩. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় সামুদ্রিক জোয়ারের কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া, জলবরপাড়া, চরপাড়া, জেলেপাড়া, উত্তর ধুরং, লেমশীখালী, বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৬০কি.মি. রাস্তার প্লাবিত হয়ে ক্ষতি হতে পারে, ২৫০০ **একর জমির** ধান **চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।** ৫০০ একর চিংড়ি, ৩টি সুইচ গেইট ক্ষতি হতে পারে । **যার ফলে** ৭,০০০ **পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

৪. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় অতিবৃষ্টি হলে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ১৭০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে । লেমশী ইউনিয়নের ৯৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে । উত্তরধুরং ইউনিয়নের ২০০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে । দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের ১৩০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে । বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৮০০একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে ।

৫. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় সাগর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া সমুদ্রের সাথে বিলিন হয়ে যেতে পারে । **যার ফলে** ২,০০০পরিবারের ঘরবাড়ী, গাছপালা, স্থায়ী সম্পদ হারিয়ে অর্থনৈতিক ব্যাপক **ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

৬. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় প্যারাবন নিধনের কারণে উপজেলার উত্তর ধরং, লেমশীখালী, বড়ঘোপ ও আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে ৮০,০০০ বাইন গাছ নিধন হতে পারে । যার ফলে সামুদ্রিক জোয়ার, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস হলে ২০কি.মি. বেড়ীবাধেঁর ব্যাপক **ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

৭. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে প্রায় ৫০০০টি ঘরবাড়ী, ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২০০টি দোকান ঘর, ২০,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে পারে । ৭০০ **একর জমির** ধান **চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে** ৫,০০০ **পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে** অর্থনৈতিকভাবে **ক্ষতিগ্রস্ত হতে** পারে ।

৮. কুতুবদিয়া **উপজেলা**য় লবণাক্তাতার কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে ১০,০০০টি ফলজ ও বনজ গাছ, ২৫০০একর জমির ফসল ও ধান **চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।** যার ফলে১০,৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।

৯. কুতুবদিয়া উপজেলায় ১৯৯৭সালের মত **ঘূর্ণিঝড় হলে** ৬টি ইউনিয়নের ১৫,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১২০কি.মি. ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে, উপজেলার প্রায় ১,০০,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে

পারে । ৭৬০৭ একর জমির মধ্যে ২৫০০ এশর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । উপজেলা ৪,০০০ একর লবন, ৫০০ একর চিংড়ি, ৫০০ একর প্যারাবন, ১৫টি ব্রীজ, ৯০টি কালবাট, ১৫কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৪টি সুইচ গেইট, ৫০০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ১৫টি বাজারের ৫০০টি দোকান, ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ২০,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।

১০.কুতুবদিয়া উপজেলা ১৯৯৮সালের মত **ঘূর্ণিঝড়** হলে ৬টি ইউনিয়নের ১০,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১০০কি.মি. ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে, উপজেলার প্রায় ৮০,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে পারে । ২৫০০ এশর জমির আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । উপজেলা, ৫০০ একর চিংড়ি, ৫০০ একর প্যারাবন, ১০টি ব্রীজ, ৮০টি কালবাট, ১২কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৫টি সুইচ গেইট, ৫০০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ১৫টি বাজারের ৪০০টি দোকান, ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ২০,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।

১১. কুতুবদিয়া উপজেলা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাস হলে কিংবা ১৯৯১ বা ২০০৭ সালের সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১,৩০,১০৮জন সংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোকা আমাশয় রোগে, ১% লোকে টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ৭% লোক ভাইরাস জনিত রোগে এবং ৫% চর্মরোগের আক্রান্ত হতে পারে । যার ফলে ইউনিগুলোর প্রটি পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনার বিপদাপন্নতার বিস্তারিত বর্ণনাঃ

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
পরিবেশ	প্যারাবন নিধন এর কারনে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে , পরিবেশ উপর বিরুপ প্রভাব এর কারনে অনেক মাছ আর দেখা যাচ্ছে না	প্যারাবন এর প্রয়োজনীয়তা,উপকারিতা সর্ম্পকে জনগনকে সচেতন করতে হবে । ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগীতায় চারা রোপন করতে হবে । মাছের প্রজনন স্থান সুরক্ষিত করতে হবে
রাস্তাঘাট	প্রভাবশালী লোকজন কর্তৃক নিজেদের সেচ কাজের সুবিধার্থে রাস্তা কেটে ড্রেন র্নিমান করা এবং অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘের ও পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার দুই দিক ভেঙ্গে যাচ্ছে	অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘেড় না করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক কঠোর আইন প্রয়োগ ইউনিয়ন পরিষদ কতৃক রাস্তা কেটে ড্রেইন র্নিমানে বাঁধা দেওয়া
গাছপালা	বৃক্ষ নিধনের কারনে ফলজ বনজ গাছ কমে যাচ্ছে এছাড়া বয়সী চারা রোপন করায় গাছের মূল মাটির গভীরে না থাকার কারনে ঝুকিপূর্ন গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে	জনসাধারনকে সামাজিক বনায়নে উদ্বুদ্ধ করা সেই সাথে কম বয়েসী চারা রোপন করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করা এবং ঔষধি চার রোপন করারা উপকারিতা সর্ম্পকে প্রচার প্রচারনা করা
ফসল	সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা হওয়ায় লবনাক্ত মাটির কারনে ফসল উৎপন্ন না হওয়া	কৃষি অধিদপতর এর সাহয্যে স্যলাইনিটি সহনীয় ফসল উৎপাদনে কৃষক দের উদ্বদ্ধ করা
খাবার পানি	ভুগর্ভস্থ পানির স্তর কমে যাওয়া ও সমুদ্র উপকুলীয় এলকা হওয়ায় পানিতে লবনাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া ।	কম খরচে বিশুদ্ধ পানির প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ সহজলভ্য ঢেঁকিকলের ব্যবহার বৃদ্ধি করা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে রেইন ওয়াটার হারভেষ্ট করা
স্বাস্থ্য	বিচ্ছিন্ন দীপাঞ্চল হতে জরুরী প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা সুবিধার জন্য জেলা বা বিভাগীয় শহরে যেতে না পারা; জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল হাসপাতালও চিকিৎসা সুবিধা, দীপাঞ্চল বিধায় নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ এলাকায় না থাকা, ওজা বৈদ্য, কবিরাজের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা এবং স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ায় ।	স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোর সেবা জনগনের দোড় গোরায় পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে জিও / এজিওর মাধ্যমে প্রচার প্রচারনা চালানো গ্রাম পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্দ্যেগে স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন
শিক্ষা	দুর্যোগ প্রবন এলাকা হওয়ায়, স্কুল গুলোর দুর্বল অবকাঠমোর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে	স্থানীয় সরাকরে মাধ্যমে স্কুল গুলো পাকা ভবন র্নিমান ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্র গুলোকে স্কুল হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দ্যেগ নেওয়া

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
মৎস	প্যরাবন নিধনের কারনে মৎস্য প্রজননের ক্ষেত্র গুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ও র্নিবিচারে পোনা নিধন করায়	মৎস্য অধিদপ্তর কতৃক আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং সেই সাথে মাছের ডিম ছাড়া সময় মৎস্য আহরন না করার জন্য মৎস্য বিভাগ কতৃত তৃনমুল পর্যায়ে প্রচার প্রচারনা চালানো
হাট-বাজার	পানি নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকায় হাট বাজার গুলো প্লাবিত হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে	মজবুত রাস্তা র্নিমাণের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেওয়া
ঘরবাড়ী	সমুদ্রের কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় বসতভিটার অবস্থান অর্থাৎ অপরিকল্পিত বসতভিটা এবং দূর্বল অবকাঠামো	বসতভিটার অবস্থান নদী হতে দুরে ও উঁচু করতে হবে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	**কৃষিতে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রভাব :** ১৯৯১সালের মত ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে ৬টি ইউনিয়নের ৭৬০০একর জমি আমন চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উপজেলা ৪,৪১৬ একর লবন, ৬০০ একর চিংড়ি চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২,৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। **কৃষিতে লবানাক্ততার প্রভাব :** বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনশীল কৃষি জমিগুলো লবনাক্ততার কারণে উৎপাদন কমে যাবে। উপজেলার ৭৬০০ একর জমির মধ্যে ২৫০০ একর জমির আমন, ৫৫০ একর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০,৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপজেলার কৃষি জমির কৃষিজ উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যাহত সম্ভাবনা রয়েছে। **কৃষিতে অতিবৃষ্টির প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় অতিবৃষ্টি হলে আলীআকবর ডেইল ইউনিয়নে ১৭০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। লেমশী ইউনিয়নের ৯৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। উত্তরধুরং ইউনিয়নের ২০০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের ১৩০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৮০০একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। **কৃষিতে কালবৈশাখীর প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে প্রায় ৭০০ একর আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **কৃষিতে সাগরের তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গনের প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় সাগর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া সমুদ্রের সাথে বিলিন হয়ে যেতে পারে। ফলে উক্ত এলাকার ৬০০একর কৃষি জমির আমন চাষের ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
লবন শিল্প	বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অস্বাভাবিকভাবে জোয়ারের পানি, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়সহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ উপজেলার জীবন জীবিকার অন্যতম খাত লবন শিল্পখাত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ৪৪১৬একর লবন জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় কমে যাওয়াসহ জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। দ্বীপের অধিবাসীরা নতুন কাজের সন্ধানে অন্যত্র স্থান্তরিত হয়ে

খাতসমূহ	বর্ননা
	চলে যাওয়ার সমভাবনা আছে।
মৎস্য / চিংড়ী	জলবায়ু পরিবর্তন কারণে নদীর গতি পথ পরির্তন হওয়ার প্রেক্ষিতে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি মাছের প্রজনন স্থান ধবংস হয়ে যেতে পারে। **মৎস সম্পদে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রভাব :** ১৯৯১সালের মত ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে ৬টি ইউনিয়নের ৬০০একর জমি বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে ২৭০টি পুকুর, দক্ষিন ধুরুং ইউনিয়নে ২৮০টি পুকুর, লেমশীখালী ইউনিয়নে ৭২টি পুকুর, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৩৫টি পুকুর, বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩৭টি পুকুর, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২২টি পুকুরের মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। **মৎস সম্পদে লবানাক্ততার প্রভাব :** বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পায়। উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে ২৭০টি পুকুর, দক্ষিন ধুরুং ইউনিয়নে ২৮০টি পুকুর, লেমশীখালী ইউনিয়নে ৭২টি পুকুর, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৩৫টি পুকুর, বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩৭টি পুকুর, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২২টি পুকুরের মিষ্টি পানিতে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩,৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। **মৎস সম্পদে কালবৈশাখীর প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে প্রায় ৬০০একর জমি বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং ৫০০টি পুকুরে মৎস চাষে ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **মৎস সম্পদে সাগরের তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গনের প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় সাগর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া সমুদ্রের সাথে বিলিন হয়ে যেতে পারে। ১০০একর জমি বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং ৫টি পুকুরে মৎস চাষে ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পরিবেশ	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ফলে উপকুলীয় গ্রাম গুলো পাবিত হবে, বিভিন্ন ফলজ বনজ গাছ বিল্লুত হরে অতি বৃষ্টি ও অনা বৃষ্টির কারনে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব সৃষ্ঠি হবে । ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হলে উপজেলার ৪০কিমি. বেড়ীবাধেঁ ২০কিমি. বেড়ীবাঁধ নষ্ট হতে যেতে পারে। ১২৫০০০গাছপাল নষ্ট হতে পারে, ৯৭৫ একর প্যারাবনের বাইন গাছ ধবংস হয়ে পরিবেশের মারাত্বক ভারসাম্য হারাতে পারে।
পানি	ভু- গর্ভস্থ পানির সংকট দেখা দেবে, পানি দুষনের মাত্র বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে পানি বাহিত রোগ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।
অবকাঠামো	উপজেলায় জল মগ্নতা বাড়বে বিস্তীর্ণ উপকুলীয় এলাকা সমুদ্রে গর্ভে বিলীন হবে। অবকাঠমো রক্ষা করা কঠিন হবে অনেক লোক গৃহহীন হয়ে পড়বে। অবকাঠামোর উপর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব: কুতুবদিয়া উপজেলায় ১৯৯১সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে ৬টি ইউনিয়নের ২২,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১৩৯টি রাস্তার ১৮০কি.মি., ২০টি ব্রীজ, ১২০টি কালবাট, ২০কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৬টি সুইচ গেইট, ১৫০০টি নলকুপ, ৭৫০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ৭৫০ দোকান, ১১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০টি, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২২,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অবকাঠামোর উপর জলোচ্ছাসের প্রভাব: কুতুবদিয়া উপজেলায় ১৯৯১সালের মত সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হলে ৬টি ইউনিয়নের ২০,০০০বাড়ী সম্পুর্ণ বিধস্ত হতে পারে, ১৩৯টি রাস্তার ১৬০কি.মি. ক্ষতি হতে পারে, ১৫টি ব্রীজ, ১০০টি কালবাট, ২০কি.মিটার বেড়ীবাধঁ, ৬টি সুইচ গেইট, ১৫০০টি নলকুপ, ৭৫০০টি জলাবদ্ধ পায়খানা, ৭৫০ দোকান, ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি জেটি, ২০০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২২,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অবকাঠামোর উপর অতিবৃষ্টির প্রভাব:

খাতসমূহ	বর্ননা
	কুতুবদিয়া উপজেলার অতিবৃষ্টি হলে ৫০কিমি. কাচাঁ ও অধাঁপাকা রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। **১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ২০টি মসজিদ, ৮টি মন্দির, ১০টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।**
যোগাযোগ	উপজেলার নদীর গতি পথ পরিবর্তন হওয়ার কারনে বিভিন্ন গ্রাম বিলীন হয়ে নতুন চরের সৃষ্টি হবে মালামাল বাজরত করন বিগ্ন ঘটার কারনে স্থানীয় পণ্যের প্রকৃত মুল্যে থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হবে ।
মানব সম্পদ	রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে , নতুন নতুন রোগ এর অর্ভিভাব এর কারনে সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারবেনা ও ফলে আয় মুলক কাজে অসুস্থতার জন্য অংশ নিতে না পারায় গ্রাম গুলোতে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে
গাছপালা ও বনজ সম্পদ	প্রাকৃতিক বেড়ী বাঁধ ধ্বংস হওয়ার কারনে উপকুলীয় গ্রাম গুলো পাবিত হবে, জীবন রক্ষা কারী গাছে সংখ্যা কমে যাবে। **গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব :** ১৯৯১সালের মত ঘূণিঝড় হলে ৬টি ইউনিয়নের প্রায় ১,২৫,০০০টি গাছপালা সম্পুর্ণ ক্ষতি হতে পারে। উপজেলার ৯৭৫ একর প্যারাবন ও ঝাউবন সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং প্রাকৃতি ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এতে করে উপজেরার সমস্ত ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গাছপালাতে **লবানাক্ততার প্রভাব :** বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পায়। উপজেলার উত্তর ধুরুং, দক্ষিন ধুরুং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের বসতভিটায়র ৫০০০টি গাছ মারা যেতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। গাছপালাতে **কালবৈশাখীর প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে বসত ভিটার প্রায় ১০,৫০০টি গাছ কাল বৈশাখী ঝড়ে নষ্ট হতে পারে। উপজেলার ১০০একর ঝাউবন, ৩০০ একর প্যারাবনের বাইন গাছ ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গাছপালাতে **সাগরের তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গনের প্রভাব :** কুতুবদিয়া উপজেলায় সাগর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া সমুদ্রের সাথে বিলিন হয়ে যেতে পারে। ২০০০টি গাছ সুদ্রের সাথে বিলিন হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	কুতুবদিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, লবনাক্ততার কারণে ভু-গর্ভস্থ পানির সংকট দেখা দিতে পারে, পানি দুষনের মাত্র বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে পানি বাহিত রোগ ডায়রিয়া, আময়শা, জন্ডিস ইত্যাতি বাড়তে পারে ।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুকিঁর কারণসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

কুতুবদিয়া উপজেলা একই দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুকিঁ প্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। সামুদ্রিক এলাকা হওয়ায় এখানে সাইক্লোন, টর্নাডোর, জলোচ্ছাস এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রায়শই স্বীকার এলাকার অধিবাসীগণ। সার্বিক বিবেচনায় এই উপজেলাটি সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, সামুদ্রিক জোয়ার, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদিকে ঝুঁকির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাসঃ সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে উপজেলারয় প্রায় ১০,০০০টি কাচা বাড়ি প্রায় ৬০০ একর লবনের মাঠ, ৫০০ একর চিংড়ী মারাত্বকভাবে ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে পারে	✓ ভাঙ্গা বেড়ীবাঁধ নিয়মিত মেরামত না করা ✓ বেড়ীবাঁধ যথেষ্ট মজবুত না হওয়া ✓ সচেতনতার অভাব ✓ নং ফেল্ডার এর বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় ।	✓ বেড়ীবাঁধের পাশে বনায়ন না থাকা ✓ সিমেন্টের ব্লক না থাকা ✓ বলিষ্ট পাইলিং না থাকা	✓ ইডউই, টচ এর নিয়মিত তদারকি না থাকা ✓ বেড়ীবাধের সংস্কারের পরিকল্পনা না থাকা ।
ঘূর্ণিঝড়ঃ আনুমানিক ২০০-২২০ কিঃ মিঃ বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৮৫% কাচাঁ ঘরবাড়ী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে। এছাড়া শতশত একর ধানের জমির নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি প্রায় ৬০০ একর জমির লবন এবং ৫০০ একর জমির চিৎড়ি চাষ নষ্ট হয়ে যাবে ক্ষতির পরিমান প্রায় ৫০ কোটি টাকার অধিক।	✓ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী তৈরী না করা।	✓ আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণ সচেতন নয়। ✓ সামাজিক বনায়ন না থাকা। ✓ বেড়ীবাঁধ উঁচু ও মজবুত না থাকা। ✓ বেড়ীবাঁধের পাশে পর্যাপ্ত প্যারাবন না থাকা।	✓ ইউনিয়ন পরিষদ/ BWDB, বনবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়মিত তদারকি না থাকা ✓ স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটি না থাকা
সামুদ্রিক জোয়ারঃ ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ সীমানা এবং পশ্চিম সাগর পাড় এলাকার প্রায় ৩০০ একর জমির ধান, ৬০০ একর জমির লবন মাঠ এবং ৪০০ একর জমি চিংড়ী ঘেরে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান হবে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। এছাড়া সুপেয় পানির অভাবে ডায়রিয়া, আমাশয় ও বিভিন্ন পানি বাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব দেখা দিতে পারে।	✓ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা ✓ প্যারাবন না থাকা ।	✓ বেড়ি বাঁধ সংস্কারের ব্যবস্থা না থাকা বা পানি নিস্কাশনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা ✓ খাল, সুইচ গেট সংস্কার না করা	✓ বেড়ী বাঁধ সংস্কার করা ইউনিয়ন পরিষদ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত তদারকি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন না করা
অতি বৃষ্টিঃ অতি বৃষ্টির কারনে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের প্রায় ৬০০ একর কৃষি জমি ৬০০ লবন মাঠ প্রায় চিংড়ী এর ক্ষতি হতে পারে	✓ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা ✓ বেড়ী বাধের গাছ না থাকা। বসতি এলাকায় চিংড়ী চাষ করা ✓ ঘেরের জন্য পানি জমা রাখা।	✓ বেড়ীবাঁধ না থাকা বা উঁচু না থাকা ✓ ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় পাইলিং না করা	✓ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নদী ড্রেজিং না করা ✓ ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বাঁধ না থাকা ✓ স্থানীয় পরিষদের যথাযথ তদারকি না থাকা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
কাল বৈশাখীঃ কাল বৈশাখী হলে উপজেলার ৬০ % ঘর বাড়ি ও সমগ্র উপজেলার গাছপালার ক্ষতি হতে পারে।	✓ মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন ✓ গাছের ডাল ছাটাই না করা।	✓ বাড়ি আশে পাশে পর্যাপ্ত শক্ত কাঠের গাছ না থাকা	✓ বাড়ীর উঠোনে বড় গাছে চার রোপন করায় ✓ জেটি ঘাটে ফিসিং ট্রলার রাখার জন্য ঘাট না থাকায়

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ

উপজেলায় দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুকিঁ প্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানে সাইক্লোন, টর্নাডোর, জলোচ্ছাস এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রায়শই হয়ে থাকে এবং এই ঝুকি থেকে নিরসনের কিছু উপায়ও বিদ্যমান রয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসণের উপায়		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাসঃ সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে উপজেলারয় প্রায় ১০,০০০টি কাচা বাড়ি প্রায় ৬০০ একর লবনের মাঠ, ৫০০ একর চিংড়ী মারাত্বকভাবে ক্ষতির সম্মুক্ষিণ হতে পারে	✓ বেড়ীবাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা ✓ মজবুত বেড়ীবাঁধ তৈরী করা	✓ বেড়ীবাঁধের পাশে বনায়ন করা ✓ সিমেন্টের ব্লক দেওয়া ✓ বলি পাইলিং দেওয়া ✓ ভাংগন স্থলে পাথর ঢালাই করা	BWDB, UP ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে বাঁধ সংরক্ষন কমিটি করে এর নিয়মিত তদারকি করা
ঘূর্ণিঝড়ঃ আনুমানিক ২০০-২২০ কিঃ মিঃ বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৮৫% কাচাঁ ঘরবাড়ী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে। এছাড়া শতশত একর ধানের জমির নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি প্রায় ৬০০ একর জমির লবন এবং ৫০০ একর জমির চিৎড়ি চাষ নষ্ট হয়ে যার ক্ষতির পরিমান প্রায় ৫০ কোটি টাকার অধিক।	ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী তৈরী করা	✓ আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ✓ আবহাওয়া খবর তৃনমূল পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ✓ পর্যাপ্ত পরিমান সাইক্লোন সেল্টার নির্মান ও সংস্কার করা	ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন, এনজিও এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কমিটি গঠন করে নিয়মিত সভা, সমাবেশ করা
সামুদ্রিক জোয়ারঃ ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ সীমানা এবং পশ্চিম সাগর পাড় এলাকার প্রায় ৩০০ একর জমির ধান, ৬০০ একর জমির লবন মাঠ এবং ৪০০ একর জমি চিংড়ী ঘেরে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমান হবে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। এছাড়া সুপেয় পানির অভাবে ডায়রিয়া, আমাশয় ও বিভিন্ন পানি বাহিত রোগের প্রার্দভাব দেখা দিতে পারে।	✓ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা ✓ প্যারাবন রক্ষা করার জন্য জনগনকে সচেতন করা । ✓ অমাবশ্য পূর্নিমার জোয়ারের সময় জনসাধারন কে পার্শর্বতী উচু জায়গায় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহন ।	✓ বেড়ি বাঁধ সংস্কারের ব্যব্হা কার ✓ পানি নিষ্কাশনের সুপরিকল্পিত ব্যব্হা করা থাকা ✓ খাল, স্লুইচ গেট সংস্কার করা	বেড়ী বাঁধ সংস্কার করা ইউনিয়ন পরিষদ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত তদারকি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা
অতি বৃষ্টি অতি বৃষ্টির কারনে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের	✓ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা বেড়ী	বেড়ীবাঁধ উঁচু করা ভাঙ্গন কবলিত এলাকায়	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নদী ড্রেজিং

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসণের উপায়		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
প্রায় ৬০০ একর কৃষি জমি ৬০০ লবন মাঠ প্রায় চিংড়ী এর ক্ষতি হতে পারে	বাধের উপর গাছ না লাগানো । ✓ বসতি এলাকায় চিংড়ীর এর জন্য পানি জমা না রাখা ।	পাইলিং করা	করা ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বাঁধ করা স্থানীয় পরিষদের যথাযথ তদারকি ও কমিটি গঠন
কাল বৈশাখী কাল বৈশাখী হলে উপজেলার ৬০ % ঘর বাড়ি ও সমগ্র উপজেলার গাছপালার ক্ষতি হতে পারে ।	✓ মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন সময় স্থানীয় সেচ্ছাসেবক দের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জনসাধারন কে আগাম সর্তক করা ✓ গাছের ডাল ছাটাই করা ।	বাড়ি আশে পাশে পর্যাপ্ত বনজ ও ফলজ গাছ লাগানো	বাড়ীর উঠোনে ছোট গাছের চার রোপন করা জেটি ঘাটে ফিসিং ট্রলার রাখার জন্য স্থানীয় সরকারের উদ্দ্যেগ নেওয়া ।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

ক্র	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১.	**বিজিএস**	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৬টি ইউনিয়ন		আগষ্ট - ২০১৪
২.	ব্রাক	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস জলবায়ু পরিবর্তন,স্বাস্থ্য	২৬০০ জন		চলমান
৩.	আশা	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস	২৪০০ জন		চলমান
৪.	গ্রামীণ ব্যাংক	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস	২৮০০ জন		চলমান
৫.	একলাব	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ভিজিডি	৬টি ইউনিয়ন		২০১৩-২০১৪
৬.	কোষ্ট ট্রাষ্ট	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২৮০০ জন		চলমান
৭.	মুক্তি	পিএলএইচসিএস সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস	৬ টি ইউনিয়নে		জুলাই ২০১৪
৮.	গণস্বাস্থ্য	সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস স্বাস্থ্য কার্যক্রম, গর্ভগতী মহিলাদের পরামর্শ ও সেবাদান	৩০০০ জন		চলমান

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
১.	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	৫৫টি দল	১৬৫,০০০	৬টি ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১৫%	৩০%	২০%	কার্যক্রমগুলো উপজেলার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান বিশেষ রাখবে।
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫৫টি	২৫,০০০	৬টি ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৩	বন্যার আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	৫৫টি	১৫,০০০	৬টি ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫৫টি	১,১০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৫	স্থানীয় বিপদ সীমা নির্ধারণ ও দুর্যোগ পূর্ব সর্তক বার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার	৫৫টি	১,১০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৬	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি	৫৪টি	৫৪,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৭	মহড়ার আয়াজন	৭টি	৭০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষন	৬টি	৩০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
৯	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তত রাখা	শুকনো-৪টন চাল/ডাল-৫টন	৪,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ ও ৫৪টি ওয়ার্ড	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	১০%	৪০%	১৫%	
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতি টি স্কুলে ৮০টি	১,৬০,০০০	স্কুলে	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১১.	আশ্রয়ন কেন্দ্রের মেরামত	৫০টি	২৫,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১২.	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৬টি	৬,০০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	ফেব্রুয়ার- মার্চ	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.২ দুর্যোগকালীনঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
১	ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ	৭টি	২১,০০০	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ড	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	কার্যক্রমগুলো উপজেলার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। তাই কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাসত্মবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	নারী, শিক্ষা, বৃদ্ধা, অসুস্থ,ও প্রতিবন্ধীদের জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা	৫৫টি	৫৫,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৩	উদ্ধার ও আশ্রয় ও হাসপাতালে নেয়া	২৩,০০০ পরিবার	১,০০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৪	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচারের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ	৫৫টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৫	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা	১৫,০০০ পরিবার	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৬	শুকনো খাবার বিতরণ	৫৫টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৭	আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৬টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৮	বিপদ সীমার অতিক্রম করলে পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্তা প্রচার	৫৫টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
৯	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা	৬টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	
১০	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৫৫টি	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	৩৫%	৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৩. দুর্যোগ পরবর্তীঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিনিট	ইউপি	এনজি/ও	
১	দ্রুত উদ্ধার কাযক্রর্ম শুরু করা	৫৫টি	১,৬৫,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
২	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করা	৫৫টি	১,১০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৩	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারনের ব্যবস্থা গ্রহন করা	৫৫০০	১,১০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরুপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৬টি	-	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৫	যোগাযোগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা	৫৫টি	২,২০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৬										
৭	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৫৫টি	২,২০,০০০	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৮	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	৬টি	-	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
	জরুরী জীবিকা সহায়তা করা	৬টি	-	ইউনিয়ন পরিষদ	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	

৩.৪.৪. স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকি হ্রাস সমন্বয়ঃ

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিনিট	ইউপি	এনজি/ও	
১	বেড়ীবাধ মেরামত ও নির্মাণ	১২ কি.মি.	প্রতি কিমি. ২৫ লক্ষ	**উত্তর ধুরুং :** অলিপাড়া হতে চরপাড়া হয়ে সতউদ্দীন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত **দক্ষিণ ধুরং :** মিজ্জিরপাড়া হতে বিন্দা পাড়া পর্যন্ত **লেমশীখালী :**	অক্টোবর-এপ্রিল	৪০%	৫%	১০%	৪৫%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
				দরবার ঘাট হতে পিলটকাটা পর্যন্ত **কৈয়ারবিল :** -পশ্চিমে গিলাছরি হতে বিন্ধাপাড়া পর্যন্ত -পুর্বে উত্তর মালুচর হতে দক্ষি মালুমচর পর্যন্ত **বড়ঘোপ :** -পশ্চিমে বড়ঘোপ বাজার হতে লোসাইপাড়া পর্যন্ত -পুর্বে মিয়ারঘোনা হতে দক্ষি মোরালিয়া পর্যন্ত **আলী আকবর ডেইল :** গাইট পাড়া হতে তাবলের চর হয়ে জেলে পাড়া পর্যন্ত						
২	স্লুইচগেইট	১০টি	প্রতি ৫০ লক্ষ টাকা	-ফরিজ্যানী পাড়া উত্তর ধূরং ১নং ওয়ার্ড - আকবরবলী পাড়া উত্তর ধূরং ৪নং ওয়ার্ড - গাইনারজুরা স্লুইচ গেইট লেমশীখালী ৪ নং ওয়ার্ড - পুটখালী জুরা স্লুইচ গেইট লেমশীখালী ৯ নং ওয়ার্ড - ক্রসডেম স্লুইচগেইট মলমচার কৈয়ারবিল ৯ ওয়ার্ড় - বিটিশ স্লুইচগেইট মলমচর কৈয়ারবিল ৯ ওয়ার্ড় - আজম কলোনী স্লুইচ গেইট বড়ঘোপ, ৭নং ওয়াড - মোরালিয়া স্লুইচ গেইট বড়ঘোপ , ৬ নং ওয়ার্ড - কুমিরাচর স্লুইচ গেইট আলী আকবর ডেইল ৬ নং ওয়ার্ড -তাবালেচর কাটাখালী স্লুইচ গেইট আলী	অক্টোবর-এপ্রিল	৪০%	৫%	১০%	৪৫%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
				আকবর ডেইল, ৮ নং ওয়ার্ড						
৩	রাস্তা নির্মান ও মেরামত	৫৪ কিমি.	প্রতি কিলোমিটার ইট সলিং রাস্তা ১০ লক্ষ টাকা	উত্তর ধুরুং, দক্ষিণ ধুরং লেমশীখালী ,কৈয়ারবিল বড়ঘোপ, আলী আকবর ডেইল, ইউনিয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডে	অক্টোবর-এপ্রিল	৫০%	-	-	৫০%	
৪	মাটির কেল্লা মেরামত	৪টি	প্রতিটি ২০লক্ষ টাকা	মুজিব কেল্লা দক্ষিন ধরুং ১ ওয়ার্ড দক্ষিন ধরুং ৬ ওয়ার্ড ধুপীপাড়া	অক্টোবর-এপ্রিল	২০%	-	-	৮০%	
৫	খাল খনন	১৫টি	প্রতিকিমি. ১৫লক্ষ টাকা	**উত্তর ধুরুং :** জোয়ারাখাল, ধুরংখাল, খুইল্যাপাড়াখাল, বা্ইঙ্গকাটাখাল, তেলিয়াকাটাখাল, সতরউদ্দীন খাল **দক্ষিণ ধুরং :** রাজাখালী খাল লেমশীখালী : মিরাখালীখাল, গাইনাকাটখাল **কৈয়ারবিল :** ডিঙ্গাভাঙ্গাখাল **বড়ঘোপ :** মুরালিয়াখাল, আমজাখালীখাল **আলী আকবর ডেইল :** কুমিরাচরা খাল, রাজাখালী খাল	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	
৬	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	২০	প্রতি ১কোটি ২০লক্ষ টাকা	**উত্তর ধুরুং : ৫টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩টি ও	অক্টোবর-এপ্রিল	৫০%	-	-	৫০%	

ক্র/ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাভ্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ণ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিনিটি	ইউপি	এনজি/ও	
				উত্তরন উচ্চ বিদ্যালয় ৭নং ওয়ার্ডে ১টি **দক্ষিণ ধুরং : ৪টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি **কৈয়ারবিল : ৪টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি **বড়ঘোপ : ২টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি **আলী আকবর ডেইল : ৫টি** নতুন সরকারীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি						
৭	কালবার্ট	৯০টি	প্রতিটি ২.৫লক্ষ টাকা	প্রতি ইউনিয়নে ১৫টি করে	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	
৮	সেনিটেশন	৬,০০০টি	প্রতি ২৫০০০ টাকা	প্রতি ইউনিয়নে ১০০০ করে	অক্টোবর-এপ্রিল	৩৫%	১০%	১০%	৪৫%	
৯.	গভীর নলকুপ	৫৪০টি	প্রতি ৭৫০০০ টাকা	প্রতি ইউনিয়নে ৯০টি করে	অক্টোবর-এপ্রিল	২০%	১০%	১০%	৬০%	
১০.	বৃক্ষ রোপন	৯০কিমি.	প্রতি কিমি. ১৫০০০টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের চরাঞ্চল	মে-জুলাই	৬০%	৫%	১০%	২৫%	

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ কুতুবদিয়া উপজেলা জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যেকোন দুর্যোগ জরুরী অপাবেশন সেন্টার যেকোন সাড়া প্রাদনে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে । কুতুবদিয়া উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে । উল্লেখ্যযে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষন,পরিদর্শন ও সম্পরদর ব্যবস্থাপনা করে থাকে ।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে একটি অপারেশন সেন্টার, ১ টি একটি কন্টল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম,পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্র/নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	জনাব মোঃ মোমিনুর রশিদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া	০১৭১২৫১০০৬১
২	জনাব সৌভ্রাত দাশ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৩৪২৩৫৬০৪২, ০১৮৩০৬২৪৯৭৮
৩	জনাব গোলাম রশিদ বাচ্চু	উপজেলা টীপ লিডার-সিপিপি	০১৭১৪৩৭৪৪৫৫
৪	জনাব আবদুর রউফ	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৩৩ ২৬২৯৯৫
৫	জনাব মোঃ আজমগীর	চেয়ারম্যান, কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৪ ৩৭৪৭২২
৬.	জনাব আলাউদ্দিন আল-আজাদ	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৩ ৬২৭৬৭০
৭	জনাব নুর মোঃ তারিকুল ইসলাম	সচীব, লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮১৮৫৭৫১৮৮

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনাঃ

- দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্টোল রুম স্থাপন করতে হবে । সেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যাক্তি বর্গ কন্টোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকেত রুমে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবরিাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্টোল রুমের দায়িত্ব পালন করে ।
- জেলা সদরের সাথে সাবর্ক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোর রুম রেজিষ্ট্রার থাকবে । উক্ত রেজিষ্ট্রারে কোন সময় কে দায়িত্ব পালন করবেন দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হলো তা লিপিবদ্ধ করতে হবে ।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলা ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে । দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে ।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, টর্চ লাইট, চার্জার লাইট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট প্রভৃতি চাহিদা অনুযায়ী মজুদ থাকবে ।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনাঃ

ক্র নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।

ক্র নং	কাজ	লক্ষ্য মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
২.	সতর্ক বার্তা প্রচার	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৩.	নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৪.	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা /মৃত ব্যবস্থাপনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ।
৬.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৭.	গবাদী পশু চিকিৎসা, টিকা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি এবংউপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সাথে যোগাযোগ ।
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৯.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১০.	মহরা আয়জন করা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন , মিটিং	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্শনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ পর্ায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্ীকরণ বার্া প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্া, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুরোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সর্তকবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্র ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।

- ৫নং সতর্ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্ন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুকিপূর্ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্বওেয়ার্র ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝকিপূর্ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে। এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁতিপূর্ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুরোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহর্ কোন কোন নির্ষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুরোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্ক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুরোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষীত থাকবে।

৪.২.৭ দুরোগের ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুরোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে “এসওএস ফরম” ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে “ড” ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্র প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পূণরবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী, পূণরবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।

- ইউনিয়ন দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্র জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঐষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার ওযমন, চিড়া, মড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঐষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্ীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঐষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুরোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানী চিতিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্বার্তা/পূর্াভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্ পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুরোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছরএপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অনসুস্থ, পঙ্গু, গর্বতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্ালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুরোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্ালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম সথাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্ কন্ট্রোল রুমের সার্ক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে বিদা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্ক্ষনিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্না লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩. কুতুবদিয়া উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ইউনিয়ন ভিক্তিক পর্যায়ক্রমে প্রদান করা হলো ঃ সংক্ষেপে দিতে হবে এবং তালিকা সংযুক্ত করতে হবে ।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
ইউনিয়নঃ আলী আকবর ডেইল				
মাটির কেল্লা কাম	সন্দীপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল (৫নং ওয়ার্ড)	১৫০০ জন	১৯৯৪ সালে নির্মিত দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ঠ ১টি সাইক্লোন সেন্টার ।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
সাইক্লোন সেল্টার	হায়দার পাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ	আলী আকবর ডেইল	১৫০০ জন	১৯৯৪ সালে নির্মিত দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ঠ ১টি সাইক্লোন সেন্টার।
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	কুতুব আউলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল - ১নং ওয়ার্ড	৪০০ জন	এটি দূর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	টেকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (২ নং ওয়ার্ড)	৮০০ জন	এটি ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ।
	আলী আকবর ডেইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৩নং ওয়ার্ড)	৮০০ জন	বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	ফ্লাইট লেঃ কাইমুল হুদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৪নং ওয়ার্ড)	৮০০ জন	আশ্রয়কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
	পূর্ব আলী আকবর ডেইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৬নং ওয়ার্ড)	৮০০ জন	মেরামত করা প্রয়োজন ।
	পূর্ব তাবলেরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৭নং ওয়ার্ড)	৪০০ জন	এ আশ্রয় কেন্দটি স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	তাবালেরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৮নং ওয়ার্ড)	১০০০ জন	এই সব আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	আলী আকবর ডেইল উচ্চ বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল(২নং ওয়ার্ড)	১০০০ জন	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।
	কবি জসিম উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	আলী আকবর ডেইল (৩নং ওয়ার্ড)	৪০০ জন	এ আশ্রয় কেন্দ্রটি বর্তমানে হাইস্কুলের ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	কুতুব আউলিয়া শামশুল উলুম আজিজিয়া দাখিল মাদ	আলী আকবর ডেইল্রাসা (১নং ওয়ার্ড)	৫০০ জন	এখানে বর্তমানে মাদ্রাসা ও এতিমখানা স্থাপন করা হয়েছে।
	আলী আকবর ডেইল দাখিল মাদ্রাসা	আলী আকবর ডেইল (৬নং ওয়ার্ড)	৩০০ জন	এটি বর্তমানে দাখিল মাদ্রাসার পাঠদানের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল (১নং ওয়ার্ড)	৭০০ জন	মেরামত প্রয়োজন।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল ৪নং ওয়ার্ড)	৭০০ জন	এখনো পর্যন্ত মেরামত হয়নি তবে মেরামত প্রয়োজন।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল ৬নং ওয়ার্ড)	৭০০ জন	মেরামত প্রয়োজন।
	রেডক্রিসেন্ট ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল (৭নং ওয়ার্ড)	৭০০ জন	এখনো পর্যন্ত মেরামত হয়নি তবে মেরামত প্রয়োজন
	পশ্চিম তাবলেচর গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল	৫০০ জন	মেরামত করা অতীব প্রয়োজন ।
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল	৫০০ জন	বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র কাম ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	আলী আকবর ডেইল ৬নং ওয়ার্ড	৫০০ জন	২০০৫-৬সালে এলজিডি কতৃক নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ঠ ভবন।
ইউনিয়নঃ লেমশীখালী				
মাটির কেল্লা	ধুপীপাড়া মুজিব কিল্লা	লেমশীখালী (২নং ওয়ার্ড)		মাটির কিল্লাটি অরক্ষিত অবস্থায় আছে, এর কোন রক্ষনাবেক্ষন করা হয়না।
	শাহাজিরপাড়া মুজিব কিল্লা	লেমশীখালী (৮নং ওয়ার্ড)		মাটির কিল্লাটি মাটি কেটে সমতল করে লবনের চাষ করা হচ্ছে।
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন	গাইনাকাটা ইফাদ কেল্লা - ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	লেমশীখালী (২নং ওয়াড়)	১৫০০ জন	জরুরীভাবে মেরামত প্রয়োজন
	আশাহাজীর পাড়া ইফাদ	লেমশীখালী ৫নং ওয়াড়)	১৫০০	মেরামত প্রয়োজন ।

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
সেল্টার	কেল্লা -ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র		জন	
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	রাজাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (১নং ওয়ার্ড)	১০০০ জন	এই সব আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	উত্তর লেমশীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (২নং ওয়ার্ড)	১০০০ জন	
	ধুপীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (২নং ওয়ার্ড)	৪০০ জন	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
	পেয়ারাকাটা ফজরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৩নং ওয়ার্ড)	৪০০ জন	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
	পুর্ব লেমশীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৫নং ওয়ার্ড)	১০০০ জন	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
	এম রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৬নং ওয়ার্ড)	৪০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	সেন্ট্রাল লেমশীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৬নং ওয়ার্ড)	৪০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	পশ্চিম লেমশীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৭নং ওয়ার্ড)	১০০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	শাহাজীরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৮নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	দক্ষিণ লেমশীখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৯নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	আল ফারুক আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা	লেমশীখালী (৪নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	লেমশীখালী উচ্চ বিদ্যালয়	লেমশীখালী (৬নং ওয়ার্ড)	৪০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	লেমশীখালী ৩নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	লেমশীখালী (৪নং ওয়ার্ড)	৮০০	এখনো পর্যন্ত মেরামত হয়নি তবে মেরামত প্রয়োজন।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	লেমশীখালী (৮নং ওয়ার্ড)	৮০০	এখনো পর্যন্ত মেরামত হয়নি তবে মেরামত প্রয়োজন।
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	লেমশীখালী ৬নং ওয়ার্ড	৬০০	এইটি বর্তমানে কোষ্ট গার্ড'র অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ঘূর্নিঝড় আ কেন্দ্র	লেমশীখালী (৬নং ওয়ার্ড)	৫০০	এটি বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ইউনিয়নঃ দক্ষিণ ধূরং				
মাটির কেল্লা	মুজিব কিল্লা দক্ষিন ধূরং	দক্ষিন ধূরং (১নং ওয়ার্ডে)		গবাদিপুশু রাখার জায়গা
	মুজিব কিল্লা দক্ষিন ধূরং	দক্ষিন ধূরং ৬নং ওয়াড়		গবাদিপুশু রাখার জায়গা
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	পেচার বাপের পাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিন ধূরং (৪নং ওয়ার্ড)	১৫০০	এটি বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
	ধূরং কাঁচা ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিন ধূরং (৭ নং ওয়ার্ড)	১৫০০	এটি বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
স্কুল কাম	দক্ষিণ ধূরং হাবিবীয়া সরকারী	দক্ষিন ধূরং (মদন্যাপাড়া	৪০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
সাইক্লোন সেন্টার	প্রাঃ বিদ্যালয়	-১নং ওয়ার্ড)		
	দক্ষিণ ধুরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (আলী ফকিরপাড়া-৩নং ওয়ার্ড)	৭০০	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে
	ডিংঙ্গা ভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৪নং ওয়ার্ড)	৮০০	
	জলিলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৫নং ওয়ার্ড)	৮০০	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	পূর্ব ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৬নং ওয়ার্ড)	৮০০	আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	ধুরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৮নং ওয়ার্ড)	২০০০	আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	পূর্ব ধুরং মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৬নং ওয়ার্ড)	৪০০	আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	ধুরং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিন ধূরং (৮নং ওয়ার্ড)	৮০০	আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	রেডক্রিসেন্ট ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিণধূরং (মদন্যাপাড়া-১নং ওয়ার্ড)	৭০০	এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ এবং ব্যবহার অনুপযোগী
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিণ ধূরং (৩নং ওয়ার্ড)	৭০০	মেরামত প্রয়োজন।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিণ ধূরং (৫নং ওয়ার্ড)	৭০০	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে,
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিণধূরং	৬০০	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	দক্ষিণধূরং	৫০০	আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে, সেচ্ছাসেবকদের যন্ত্রপাতি সিপিপি লিডারের তত্তাবধানে আছে
ইউনিয়ন ঃ কৈয়ারবিল				
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	উত্তর কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (১নং ওয়ার্ড)	১৫০০	এটি আশ্রয় কেন্দ্র সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে,
	মধ্য কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৫নং ওয়ার্ড)	১৫০০	এটি আশ্রয় কেন্দ্র সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে,
	খিলাছড়ি ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৯নং ওয়ার্ড)	১৫০০	এটি আশ্রয় কেন্দ্র সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে, ৫
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	উত্তর কৈয়ারবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (১নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি আশ্রয় কেন্দ্র সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে।
	কৈয়ারবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৪নং ওয়ার্ড)	৮০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	কৈয়ারবিল জি: এম: সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৬নং ওয়ার্ড)	৬০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	কে এস রেড ক্রিসেন্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৭নং ওয়ার্ড)	৪০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	কৈলাস্যা ঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৮নং ওয়ার্ড)	৪০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	ঘিলাচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৮নং ওয়ার্ড)	৮০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	মালমচর এম এম সরকারী	কৈয়ারবিল (৯নং ওয়ার্ড)	৪০০	বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
	প্রাথমিক বিদ্যালয়			ব্যবহারিত হচ্ছে।
	কৈয়ারবিল আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	কৈয়ারবিল (৪নং ওয়ার্ড)	১২০০	বর্তমানে বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল বিন্দাপাড়া (১নং ওয়ার্ড)	৫০০	মেরামত প্রয়োজন।
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (মলমচর-৬ নং ওয়ার্ড)	৫০০	মেরামত প্রয়োজন।
	পরান সিকদার পাড়া ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৭নং ওয়ার্ড)	৪০০	মেরামত প্রয়োজন।
	প্রিজম বাংলাদেশ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৪নং ওয়ার্ড)	৭০০	
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৫নং ওয়ার্ড)	৫০০	বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	কৈয়ারবিল (৪নং ওয়ার্ড)	৫০০	বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার ল্যান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে।
ইউনিয়নঃ বড়ঘোপঃ				
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	কুতুবদিয়া মডেল সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ ১ নং ওয়ার্ড	১৫০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	পিলটকাটা সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ ৭নং ওয়ার্ড	১৫০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	মধ্য আলী আকবর ডেইল সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ ৩নং ওয়ার্ড	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	মুরালিয়া সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ ৬নং ওয়ার্ড	১০০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	উত্তর বড়ঘোপ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড়ঘোপ ৮নং ওয়ার্ড		নির্মানাধীন
	বড়ঘোপ এরশাদ সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ (মাতবরপাড়া - ২নং ওয়ার্ড)	৭০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	কাজী হেলাল উদ্দীন আহমদ সরকারী প্রা:বি:	বড়ঘোপ ৫নং ওয়ার্ড	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	মনোহরখালী সরকারী প্রা:বি:	৮নং ওয়ার্ড	১০০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	কুতুবদিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বড়ঘোপ ২ নং ওয়ার্ড	৪০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (গণস্বাস্থ্য)	বড়ঘোপ ২ নং ওয়ার্ড	১৫০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	বড়ঘোপ ইসলামীয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদরাসা	বড়ঘোপ ১ নং ওয়ার্ড	১০০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	কুতুবদিয়া কলেজ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র (গণস্বাস্থ্য)	বড়ঘোপ ৮ নং ওয়াড	৫০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বড়ঘোপ ৫নং ওয়ার্ড মিয়ারপাড়া	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বড়ঘোপ ৭নং ওয়ার্ড আজম কলোনী	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বড়ঘোপ ৩নং ওয়ার্ড রুমাইপাড়া	১০০০	মেরামত প্রয়োজন
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	বড়ঘোপ	৫০০	
ইউনিয়ন ঃ উত্তর ধূরং				
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	আকবর বলিরপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং (৩নং ওয়ার্ড)	১৫০০	সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে,
	কালামাপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং (৭নংওয়ার্ড) পিল্লাহপাড়া	১৫০০	সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
	মগলালপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং (৯নংওয়ার্ড)	১৫০০	সিপিপির অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	আজগরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (নায়াকাটা ১নং ওয়ার্ড)	৮০০	এটি কেন্দ্রটি স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
	উত্তর ধূরং এন হোছাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং ২নং ওয়ার্ড	৫০০	আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	চর ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং ২নং ওয়ার্ড	৭৫০	আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	মুসা সিরাজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (আকবরবলীর পাড়া - ৩নং ওয়ার্ড)	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	আফাজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (চর ধূরং - ৩নং ওয়ার্ড)	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	উত্তর ধুরং এম রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৪নং ওয়ার্ড)	৪০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	জুম্মাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৫নং ওয়ার্ড)	৪০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	ফয়জানিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৫নং ওয়ার্ড)	৪০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	সতরউদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৫নং ওয়ার্ড)	৫০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	বাইঁঙ্গাকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৬নং ওয়ার্ড)	৪০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	বাঘখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৬নং ওয়ার্ড)	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	ছামদিয়া সরকারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (মসজিদ-পাড়া ৭নং ওয়ার্ড)	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	পশ্চিম ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর ধূরং (৮নং ওয়ার্ড)	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মেরামত প্রয়োজন
	তেলিয়াকাটা সরকারী প্রাথমিক	উত্তর ধূরং	৮০০	বতর্মানে স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
	বিদ্যালয়	(৯নং ওয়ার্ড)		এর মেরামত প্রয়োজন
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং (চুল্লারপাড়া ২নং ওয়ার্ড)	১০০০	ব্র্যাক তত্বাবধানে আছে॥
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং ৩ নং ওয়ার্ড)	৮০০	ব্র্যাক তত্বাবধানে আছে॥
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং (জুম্মাপাড়া -৫নং ওয়ার্ড)	৮০০	ব্র্যাক তত্বাবধানে আছে॥
	ছাদেরঘোনা গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং	১০০০	
	ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং	৫০০	বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে ।
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	উত্তর ধূরং	৫০০	বর্তমানে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারিত হচ্ছে ।

৪.৪. আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দ্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ক্ত করা হয়েছে।
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দ্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দ্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্ ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্ষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্রিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পিানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা

- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্না সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নিষ্ঠ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব গ্রহণ করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্তবী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুরোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুরোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্ক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র শুষ্ঠ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিশঙ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিণষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে স্থানীয় ভাবে উদ্দোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুরোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে (বিস্তারিত তালিকা সংযুক্ত করা হলো)

৪.৫. কুতুবদিয়া উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)ঃ

উপজেলার দুর্যোগকালীন সময়ে সম্পদ যেমন মাটির কেল্লা, মাটির কেল্লার কাম সাইক্লোন সেন্টার, স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনাগুলো সম্পদ হিসাবে বিবেচিত সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

অবকাঠামো/সম্পদ	সংখ্যা	দায়িপ্তপ্রাপত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
মাটির কেল্লা	৩ টি	জনাব মাওঃ নুরুল আমিন এমইউপি, জনাব হুমায়ুন কবির এমইউপি, জনাব সাজেদ উল্লাহ-এমইউপি ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	দীর্ঘ দিন দুর্যোগ না হওয়ার কারণে ব্যবহার অনুপোযোগী। দুর্যোগের সময় গরু, ছাগল, মহেষ রাখা যাবে। নতুন সাইক্লোন সেন্টার করে জায়গা গুলো রক্ষা করা যেতে পারে।
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	১২টি	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	১২টি মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ১৮,০০০জন আশ্রয় নিতে পারে। দীর্ঘ সময় কোন দুর্যোগ না হওয়ার কারণে প্রায় কেন্দ্র ব্যবহার অনুপোযোগী। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার	৫২টি	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, চেয়ারম্যান ও সেল্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	৫২টি স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টারে প্রায় ৩০,০০০জন আশ্রয় নিতে পারে। কেন্দ্র গুলো সাইক্লোন সেল্টার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রায় বিদ্যায়ের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র		চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ	২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ২০,০০০জন আশ্রয় নিতে

অবকাঠামো/সম্পদ	সংখ্যা	দায়িপ্তপ্রাপত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	৩৩ টি	ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	পারে। সেল্টার গুলো সাইক্লোন সেল্টার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রায় বিদ্যায়ের টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার প্রয়োজন।
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	৬টি	স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	দুর্যোগ হলে ৬টি ইউপি ভবনে প্রায় ৬০০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে।
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৫টি	দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, চেয়ারম্যান ও সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	দুর্যোগ হলে প্রায় ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেন্দ্র গুলোতে ৩০০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে।
মেগাফোন	৫৫টি	সিপিপি টিম লিডার ও ইউপি	দীর্ঘ সময় ধরে বড় ধরনের কোন দুর্যোগ না হওয়ায় দুযোর্গ কাজে ব্যবহৃত সমস্ত সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদের তত্বাবধানে সিপিপি ইউনিয়ন টিম লিডারের কাছে রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট,রেডিওসহ প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে।
সাইরেন	৫টি	ঐ	
রেডিও	২০টি	ঐ	
রেইন কোর্ট	৯০টি	ঐ	
গামবুট	৮০টি	ঐ	
লাইফ জ্যাকট	০	ঐ	
টর্চ লাইট	৭০টি	ঐ	
বোট/ট্রলার	৩০টি	বোট মালিক	

৪.৬. অর্থায়নঃ

পরিষদের আয়

(ক) নিজস্ব উৎস

- বসত বাড়ী মূল্যের উপর ট্যাক্সঃ ১,৪৫,৯২৮ টাকা
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)ঃ ২,৪০,৫৫০ টাকা
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস:
- ইজারা বাবদ (হাটবাজার, ঘাট, খাল, খেয়াঘাট)ঃ ১,৬৭,৮০০ টাকা
- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর:
- সম্পত্তি হতে আয়:
- বিনোদন কর:
- ইউপি সাধারণ তহবিল - জন্ম সনদঃ ২,২০,২০০ টাকা
  মৃত্যু সনদ:
  ওয়ারিশ সনদ:
  জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় সনদ: ১৫,৮০০

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- সংস্থাপনঃ ২৮,৩৯,৮৬৪ টাকা।
- উন্নয়ন ঃ ৩৬,৬৩,৪৬৪ টাকা।
- স্থানীয় সরকার (উপজেলা)ঃ ২,৬৮,৬৭,৫২০ টাকা।
- অন্যান্যঃ ২,২৪,৩৮৭ টাকা।
- **সংস্থাপন:**
  চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:
  চেয়ারম্যান (৬জন) প্রতি: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-
  এম ইউ পি (৭২জন) প্রতি: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১,২০০/-
  সচিব (স্কেল) ৫ জন প্রতি:১০,৪০০স্কেলে = ৫২,০০০টাকা
  দফাদার (৬টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-
  গ্রাম পুলিশ(৬টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-
- ভূমি হস্তান্তর ১%।

- অন্যান্য

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে
(ঘ) বে-সরকারী উন্নয়ন সংস্থা

৪.৭ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ ও পরীক্ষাকরণঃ
পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য ২টি ফলো-আপ কমিটি গঠন করতে হবে ।
কলোআপ কমিটি

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

ক্রমিকনং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া	০১৭১২৫১০০৬১
২.	জনাব সৌভ্রাত দাশ	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩০৬২৪৯৭৮
৩.	জনাব আবদুর রউফ	এনজিও প্রতিনিধি -ব্র্যাক	০১৭৩৩২৬২৯৯৫
৪.	জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৩৪২৩৫৬০১৫ ০১৭১১৪৮৩৪২৪
৫.	জনাব শাকের উল্লাহ	চেয়ারম্যান, বড়ঘোপ ইউনিয়ন	০১৮১৮৩৩৭০২৯

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন
- ডবষয় ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, মৎস, পশুপালন এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকতার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া ।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ও রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটি
৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন (সাধারণ কমিটি থেকে)

ক্রমিকনং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া	০১৭১২৫১০০৬১
২.	জনাব সৌভ্রাত দাশ	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮৩০৬২৪৯৭৮
৩.	জনাব আনোয়ার হোসেন	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১৭১০৩৯৫০৬১
৪.	জনাবা শামসুন নাহার	এমইউপি, লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮৪০৭৪৬৫৭৭
৫.	জনাব ফিরোজ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়ন	০১৮১৪৩৭৯৮৫৯
৬.	জনাব মোঃ সছর আমিন	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১৭১৬২৫৪৮
৭.	জনাব ফরিদুল আলম	সচীব, বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৯ ২৯১৮১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা, আগাগোড়া, পরীক্ষা প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটি সদস্য সচিব এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেবেন। প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১. ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

কুতুবদিয়া উপজেলা বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপ। ভৌগলিক অবস্থান এবং বিগত সময়ের দূর্যোগের পর্যায়ক্রমিক রেকর্ডখন্ড বিবেচনায় নিলে এ অঞ্চলে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দূর্যোগ নানাভাবে বিভিন্নখাতগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিম্নে দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ বর্ণনা প্রদান করা হলো ঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
অবকাঠামো ও আবাসন	জলোচ্ছ্বাস, জোয়ারের পানি বৃদ্ধি, সুনামী, ভূমিকম্প,কালবৈশাখী সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে অবকাঠামোগত ক্ষতির ঝুকি খুব বেশী। দীপাঞ্চল বিধায় ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছ্বাস,জোয়ারের পানি বৃদ্ধি,সুনামী'র মত দূর্যোগে দ্বীপের চারিদিকের প্রতিরক্ষা বেড়ীবাধ বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং জোয়ারের পানি ভূখন্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রাস্তা ঘাট, গ্রামীন সড়ক,ব্রীজ-কালভার্ট,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,হাট বাজার সহ অন্যান্য সামাজিক সম্পদ ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটি বা বেড়া দিয়ে তৈরী। তাই সমুদ্র বেষ্ঠিত এই লোকালয়ে ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ও ভূমিকম্পের ফলে ঘরবাড়ি ভেঙে যেতে পারে। ১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হলে কুতুবদিয়া উপজেলার ৪০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধের মধ্যে ২০ কি:মি: বেড়িবাঁধ সম্পুর্ন বিধ্বস্ত,১০ কি:মি: বেড়িবাঁধ আংশিক বিধ্বস্থ হয়ে পুরো দ্বীপ অরক্ষিত হয়ে পড়বে। ১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হলে এই উপজেলার মোট ২১,১০৪ টি ঘরবাড়ির মধ্যে ১০,৯৭৪ টি কাঁচা, ৮০২০টি টিনের ঘর, আধাপাকা ১৪৭৭টি, পাকা দালান ৬৩৩টি ক্ষতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্চাস হলে উপজেলায় ৬টি স্লুইচগেইট, ২০টি ব্রীজ, ১২০টি কালভাট, ৫টি জেটি, ১৮০কিমি. রাস্তা, ৭৫০টি দোকান ঘর, ১৫০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাদ্রাসা, ৩০টি কেজি স্কুল, ২টি কলেজ, ২টি খেলার মাঠ, ১০০টি কবরস্থান, ৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ৫০০টি নলকুপ,১৭০ মসজিদ,২৮ টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০১০সালের মত জোয়ারের পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি হলে উপজেলার ৭কিমি. বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাশাপাশি ৫১০০ ঘরবাড়ী, ৫টি স্লুইচগেইট, ৫০টি কালভাট, ২০টি ব্রীজ, ৫০কিমি রাস্তা, ২৫০টি দোকান ঘর, ৮০০০টি পায়খান, ৩০টি প্রামিক বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ২০টি কেজি স্কুল,৫০টি মসজিদ, ১০টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলার অতিবৃষ্টি হলে ৫০কিমি. কাচাঁ ও অধাঁপাকা রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রসা, ২০টি মসজিদ, ৮াট মন্দির, ১০টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্ষতিহতে পারে।
গাছপালা ও পরিবেশ	এ সমস্ত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে দ্বীপের সুরক্ষার জন্য সৃষ্ট সবুজ বেষ্টনী বা প্যারাবন মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। তাছাড়া ভূখন্ডের অভ্যন্তরে বসতভিটায় ও অন্যান্য রাস্তাঘাটে রোপনকৃত গাছপালা উপড়ে-ভেঙে পড়তে পারে। এতে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ফলে উপকুলীয় গ্রাম গুলো পাবিত হবে, বিভিন্ন ফলজ বনজ গাছ বিল্লুত হরে অতি বৃষ্টি ও অনা বৃষ্টির কারনে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব সৃষ্ঠি হবে । ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হলে উপজেলার ৪০কিমি. বেড়ীবাধেঁ ২০কিমি. বেড়ীবাঁধ নষ্ট হতে যেতে পারে। ১২৫০০০গাছপাল নষ্ট হতে পারে, ৯৭৫ একর প্যারাবনের বাইন গাছ ধবংস হয়ে পরিবেশের মারাত্বক ভারসাম্য হারাতে পারে। বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পায়। উপজেলার উত্তর ধুরুং, দক্ষিন ধুরুং, লেমশীখালী, কৈয়ারবিল, বড়ঘোপ, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের বসতভিটায়র ৫০০০টি গাছ মারা যেতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে বসত ভিটার প্রায় ১০,৫০০টি গাছ কাল বৈশাখী ঝড়ে নষ্ট হতে পারে। উপজেলার ১০০একর ঝাউবন, ৩০০ একর প্যারাবনের বাইন গাছ ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় সাগর তীরবর্তী এলাকা ভাঙ্গন কারণে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে তবলেরচর, খুদিয়ারটেক, সাইটপাড়া সমুদ্রের সাথে বিলিন হয়ে যেতে পারে। ২০০০টি গাছ সুদ্রের সাথে বিলিন হতে পারে। যার ফলে ২০০০ পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	কুতুবদিয়া বাংলাদেশের অন্যতম একটি চিংড়ি উৎপাদনকারী অঞ্জল। যদি চিংড়ি চাষের মৌসুমে

খাতসমূহ	বর্ননা
মৎস্য/চিংড়ী চাষ	ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছ্বাস ,সুনামী ও ভূমিকম্প হয় , জোয়ারের পানিতে চিংড়ি ঘের প্লাবিত হয় তাহলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী চিংড়ি উৎপাদন ক্ষতির মুখে পড়বে। অন্যদিকে পুকুর,খাল- বিল,জলাশয়ে মাছ চাষ পানিতে তলিয়ে যাবে। ১৯৯১সালের মত ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে ৬টি ইউনিয়নের ৬০০একর জমি বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে ২৭০টি পুকুর, দক্ষিন ধুরুং ইউনিয়নে ২৮০টি পুকুর, লেমশীখালী ইউনিয়নে ৭২টি পুকুর, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৩৫টি পুকুর, বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩৭টি পুকুর, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২২টি পুকুরের মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পায়। উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে ২৭০টি পুকুর, দক্ষিন ধুরুং ইউনিয়নে ২৮০টি পুকুর, লেমশীখালী ইউনিয়নে ৭২টি পুকুর, কৈয়ারবিল ইউনিয়নে ৩৫টি পুকুর, বড়ঘোপ ইউনিয়নে ৩৭টি পুকুর, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২২টি পুকুরের মিষ্টি পানিতে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩,৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে প্রায় ৬০০একর জমি বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং ৫০০টি পুকুরে মৎস চাষে ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
লবন শিল্প	বাংলাদেশের মোট চাহিদার ৯৮% লবন উৎপাদন হয় কক্সবাজার জেলায়। আর কুতুবদিয়া এ জেলার অন্যতম একটি লবন উৎপাদনকারী এলাকা। ফলে যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে জাতীয় সম্পদ লবন শিল্পের অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে যাবে যা অর্থনৈতিক উনানয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অস্বাভাবিকভাবে জোয়ারের পানি, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়সহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ উপজেলার জীবন জীবিকার অন্যতম খাত লবন শিল্পখাত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ৪৪১৬একর লবন জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি, পারিবারিক আয় কমে যাওয়াসহ জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। দ্বীপের অধিবাসীরা নতুন কাজের সন্ধানে অন্যত্র স্থান্তরিত হয়ে চলে যাওয়ার সমভাবনা আছে।
পানি	ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক গঠনের কারণে কুতুবদিয়ায় বিশুদ্ধ পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছ্বাস,জোয়ারের পানি বৃদ্ধি ইত্যাদিও কারণে গভীর ও অসভীর নলকুপ সমুহ নষ্ট বা পানিতে ডুবে যাবে। তাছাড়া মিঠা পানির অন্যান্য আধার যেমন:পুকুর,জলাশয় লবনাক্ত পানিতে ডুবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। সুনামী,ভূমিকম্পের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তওে পরিবর্তন বা লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে সংকট তৈরী হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, লবনাক্ততার কারণে ভু-গর্ভস্থ পানির সংকট দেখা দিতে পারে, পানি দুষনের মাত্র বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে পানি বাহিত রোগ ডায়রিয়া, আময়শা, জন্ডিস ইত্যাতি বাড়তে পারে ।
কৃষি	যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কৃষির উপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কৃষি ফসল,বীজতলা নষ্ট,জমিতে লবনাক্ততার মাত্রা বৃদ্বিসসহ প্রাসংগিক কারণে কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকে। ১৯৯১সালের মত ঘূণিঝড় ও জলোচ্ছস হলে ৬টি ইউনিয়নের ৭৬০০একর জমি আমন চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। উপজেলা ৪,৪১৬ একর লবন, ৬০০ একর চিংড়ি চাষে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২,৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হতে পারে। বঙ্গোসাগরের মধ্যবর্তি হওয়ার সামুদ্রিক জোয়ার, জলোচ্ছাস ইত্যাদির কারনে উপজেলায় দিনদিন লবনক্তাতা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনশীল কৃষি জমিগুলো লবনাক্ততার কারণে উৎপাদন কমে যাবে। উপজেলার ৭৬০০ একর জমির মধ্যে ২৫০০ একর জমির আমন, ৫৫০ একর জমির রবিশস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০,৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উপজেলার কৃষি জমির কৃষিজ উৎপাদন মারাত্বকভাবে ব্যাহত সম্ভাবনা রয়েছে। কুতুবদিয়া উপজেলায় অতিবৃষ্টি হলে আলীআকবর ডেইল ইউনিয়নে ১৭০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। লেমশী ইউনিয়নের ৯৬০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। উত্তরধুরং ইউনিয়নের ২০০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। দক্ষিন ধুরং ইউনিয়নের ১৩০০ একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৮০০একর জমির আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭০০ পরিবার

খাতসমূহ	বর্ননা
	প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হতে পারে। কুতুবদিয়া উপজেলায় কালবৈশাখীর কারণে উপজেলার আলী আকবরডেইল, বড়ঘোপ, কৈয়ারবিল, লেমশীখালী, দক্ষিন ধরং, উত্তর ধুরং ইউনিয়নে প্রায় ৭০০ একর আমন চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ফলে ৫,০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
জীবিকা	প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মৎস্য / চিংড়ী চাষ, লবন শিল্প, কৃষি সর্বোপরি অবকাঠামো নষ্ট হওয়ার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদেও আয়ের উৎস কমে যায় ।তাছাড়া শ্রমজীবি মানুষের কর্মসংস্থানের পরিধি সংকুচিত হওয়ার কারণে জীবিকা-জীবিকা অভাব নেমে আসে। মৎসজীবিদেও উপকরণ নষ্ট হয় । রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে , নতুন নতুন রোগ এর অর্ভিভাব এর কারনে সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারবেনা ও ফলে আয় মুলক কাজে অসুস্থতার জন্য অংশ নিতে না পারায় গ্রাম গুলোতে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে
যোগাযোগ	এলাকা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এলাকা যোগযোগ বিশেষভাবে কাঁচা রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানুষে চলাফেরা মারাত্বক ঝুকির মধ্যে পড়ে যায়। এছাড়া দুর্যোগের কারণে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা সাধারণ লোকজনদের চলাচলে মারাত্বক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। উপজেলার নদীর গতি পথ পরিবর্তন হওয়ার কারনে বিভিন্ন গ্রাম বিলীন হয়ে নতুন চরের সৃষ্টি হবে মালামাল বাজরত করন বিগ্ন ঘটার কারনে স্থানীয় পণ্যের প্রকৃত মুল্যে থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হবে । ১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে ১৮০কিমি. রাস্তার ক্ষতি হতে পারে।

৫.২ দ্রুত ও আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

ক্র/নং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব মোঃ মোমিনুর রশিদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া	০১৭১২৫১০০৬১
২.	জনাব সৌভ্রাত দাশ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৩৪২৩৫৬০৪২, ০১৮৩০৬২৪৯৭৮
৩.	জনাব আলতাপ হোসেন	অফির্সার ইনচার্জ, কুতুবদিয়া থানা, কুতুবদিয়া	০১৭১৩৩ ৭৩৬৬৮
৪.	জনাব ফিরোজ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান, আলী আকবর ডেইল ইউ	০১৮১৪৩৭৯৮৫৯
৫.	জনাব সিরাজদুল্লাহ, বিএ	চেয়ারম্যান, উত্তর ধূরং ইউনিয়ন	০১৮১৭৭৯৯৭২০
৬.	জনাব আক্তার হোসেন	চেয়ারম্যান, লেমশীখালী ইউনিয়ন	০১৭১১৭০৯৭১১

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

ক্র/নং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব গাজী রফিউদ্দিন	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৮৪৩১৩৫৪৩৭
২.	জনাব সিরাজদুল্লাহ, বিএ	চেয়ারম্যান, উত্তর ধূরং ইউনিয়ন	০১৮১৭৭৯৯৭২০
৩.	জনাব ফরিদুল আলম	সচীব, বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৯২৯১৮১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরুরাম্ভ

ক্র/নং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব মোঃ মহসিন	উপজেলা প্রকৌশলী, কুতুবদিয়া	০১৭১১৪৭৪৫৩৮
২.	জনাব আনোয়ার হোসেন	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১৭১০৩৯৫০৬১
৩.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য	০১৭১১ ৭৪৯১৭৩

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্র/নং	নাম	পবদী	মোবাইল নম্বর
১.	জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৩৪২৩৫৬০১৫, ০১৭১১৪৮৩৪২৪
২.	জনাব মোরশেদ আলম	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	০১৮১২৪৯৬৪০৩
৩.	জনাব ফিরোজ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান, আলী আকবর ডেইল ইউ	০১৮১৪৩৭৯৮৫৯

সংযুক্তি-১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও ও টিভি মারফত আপদ/দুর্যোগের বিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্ক বার্তা প্রচারে নির্বাচিক স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল ঠিক করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৩.	২/৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার ও নিরাপদ পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্যগুদাম/ত্রাণ গুদাম এর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	হ্যাঁ

চেক লিষ্ট

প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত ছক পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	প্রতিটি ইউনিয়নের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে	✓
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিক দেয়া হয়েছে	✓
৩.	১ - ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	✓
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে	✓
৬.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
৭.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধ আছে	
৮.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৯.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী নলকূপ আছে	
১০.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন আছে	
১১.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ঠিক আছে	
১২.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা নিরাপদ ব্যবস্থা আছে	✓
১৩.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	
১৪.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের দেখা শুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী আছে	
১৫.	গরু-ছাগল হাস মুরগী রাখার জন্য উঁচু স্থান কিংবা কিল্লা নির্ধারণ করা হয়েছে	✓
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭.	কমপক্ষে ২/ ৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে	✓
১৮.	অন্যান্য	✓

সংযুক্তি - ২

কুতুবদিয়া উপজেলা দুয়োর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১.	এটিএম নুরুল বশর চৌধুরী	উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সভাপতি	০১৭২৬২৮২৯৩৪
২.	জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুতুবদিয়া	সহ-সভাপতি	০১৭১২৫১০০৬১
৩.	জনাব হুমায়ুন হায়দার	ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ), উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৭১৬৯৫৮৫৪৫
৪.	জনাবা মেহেরুন্নেশা বেগম	ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা), উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৮৩০৬৯০৩৪০
৫.	জনাব সিরাজ দৌল্লাহ বি,এ	চেয়ারম্যান, উত্তর ধুরং ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৭৭৯৯৭২০
৬.	জনাব আলা উদ্দীন আল আজাদ	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৩৬২৭৬৭০
৭.	জনাব আকতার হোছাইন	চেয়ারম্যান, লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৭০৯৭১১
৮.	জনাব মোহাম্মদ আজমগীর	চেয়ারম্যান, কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৪৩৭৪৭২২
৯.	আলহাজ শাকের উল্লাহ (বিএসসি)	চেয়ারম্যান, বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯৩৩৭০২৯
১০.	জনাব ফিরোজ খাঁন চৌধুরী	চেয়ারম্যান, আলী আকবর ডেইল ইউ. পরিষদ	সদস্য	০১৮১৪৩৭৯৮৫৯
১১.	জনাব মোহাম্মদ মহসীন	উপজেলা প্রকৌশলী, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১১৪৭৪৫৩৮
১২.	জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১১৪৮৩৪২৪
১৩.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান	উপজেলা মৎস কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭২৩০০৫৮০৭
১৪.	জনাব নিরেন্দ্র চন্দ্র পাল(অতি.)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১২১১২৮১১
১৫.	জানব মো: কামাল পাশা	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৮১৬৪৩৯৬৭৪
১৬.	জনাব মোজাফ্ফর আহমদ	উপজেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৯১৪২৩৭৫৭৪
১৭.	জানব নূরুল আলম মিয়াজি	উপজেলা পল্লি উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৯১১১১২৫৩৩
১৮.	জনাব ডা. শাহাব উদ্দীন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৯৯৩০৫৩৭
১৯.	জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ (অতি.)	উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১২ ৫১০০৬১
২০.	জনাব মোরশেদ আলম (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭২৪ ৪৩৮৭১১
২১.	জনাব ওয়হিদুর রহমান (অতি.)	উপজেলা পরিসংখ্যা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৯১১৫৮৩৪৭৫
২২.	জনাব মো: শওকত হোসেন (অতি.)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১৯০০৬৫৬৮
২৩.	জনাব আনোয়ার হোসেন	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১০৩৯৫০৬১
২৪.	জনাব বাবুল কান্তি ঘোষ	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৮৫৫১৮৫৫৪০
২৫.	জনাব আলতাপ হোসেন	অফিসার্স ইনচার্জ, কুতুবদিয়া থানা, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৭১৩৩ ৭৩৬৬৮
২৬.	জনাব মোরশেদ আলম	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুতুবদিয়া	সদস্য	০১৮১২৪৯৬৪০৩
২৭.	জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন	উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৭১১৭৪৯১৭৩
২৮.	জনাব রজব আলী	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২০৪৯৬৮০২
২৯.	জনাব গাজী রফিক উদ্দিন	উপজেলা আনচার ভিডিপি কর্মকতা	সদস্য	০১৮৪৩১৩৫৪৩৭
৩০.	জনাব বিধান কান্তি রুদ্র	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৪৭২৪২৮০
৩১.	জনাব ছাবের আহমদ	সভাপতি - বিআরডিবি	সদস্য	০১৭১২০৯৮১০৮
৩২.	জনাব এ এম মান্নান	অধ্যক্ষ, কুতুবদিয়া কলেজ	সদস্য	০১৮১৯৩৯৭১০২
৩৩.	জনাব গোলাম রশিদ বাচ্চু	উপজেলা টীম লিডার-সিপিপি	সদস্য	০১৭১৪৩৭৪৪৫৫
৩৪.	আ ন ম শহিদ উদ্দীন ছোটন	সভাপতি, প্রেস ক্লাব	সদস্য	০১৭১৭১১৭৮৭১
৩৫.	জনাব নুরুচ্ছফা	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৮১৬ ০৮৭৩৪৩
৩৬.	জনাবা রোকসানা আক্তার	এমইউপি	সদস্য	০১৮১৩৩৮৫৬৮৮
৩৭.	জনাবা ফরিদা জাফর	এমইউপি	সদস্য	০১৮১৪৭৭১৯০৫
৩৮.	জনাব মোঃ আলমগীর	এনজিও প্রতিনিধি - রেড ক্রিসেন্ট	সদস্য	০১৮৩৩৫২৩২১৩
৩৯.	জনাব আবদুর রউফ	এনজিও প্রতিনিধি -ব্র্যাক	সদস্য	০১৭৩৩২৬২৯৯৫
৪০.	জনাব মজিবুর রহমান	প্রধান শিক্ষক,কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	সদস্য	০১৮১৩৬৭৪০৫৯
৪১.	জনাব মৌলভী নুরুল আলম	অধ্যক্ষ, ফাজির ডিগ্রী মাদ্রাসা	সদস্য	০১৮২৭৬৫৬৩৪৮
৪২.	জনাব সৌভ্রাত দাশ	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস সচিব	০১৮৩০৬২৪৯৭৮

সংযুক্তি ৩

উত্তর ধূরং ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১.	মনজুল আলম		১	সংকেত প্রচার	০১৮২২৪৭৭০৪৮
২.	ডাক্তার আবুল কাশেম		১	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩.	গিয়াস উদ্দীন	মৌঃ কবির আহমদ	১	সাহায্য কারী	
৪.	জাহাঙ্গীর আলম	আজিজুল হহ	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৫.	ছৈয়দ মোহাম্মদ বশির		২	সংকেত প্রচার	০১৮১৮৯৫০৭০০
৬.	ডাঃ আবুল কাশেম		২	প্রথমিক চিকিৎসক	
৭.	মো: রোকন	মৃত শামশুল আলম	২	সাহায্য কারী	
৮.	মমতাজ উদ্দীন	ছৈয়দ আহমদ	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৯.	জুবাইদুল হক চৌধুরী		৩	সংকেত প্রচার	০১৮১৫৬০১৪৩৭
১০.	মোহাম্মদ আশরাফ	মোঃ ইসমাইল	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	
১১.	আবুল বশর	আবদুল কাদের	৩	সাহায্য কারী	
১২.	জাহাঙ্গীর আলম	আবদুল মালেক	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৩.	মৌঃ নূরুল কাদের		৪	সংকেত প্রচার	০১৮৭১১৭৮১৪৬
১৪.	আমান উল্লাহ	মৃত লাল মিয়া	৪	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৫.	মোঃ ইসহাক	মোহাম্মদ কালো	৪	সাহায্য কারী	
১৬.	ছাবের আহমদ	ফজল করিম	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৭.	নুর অহমদ		৫	সংকেত প্রচার	০১৮২৪৩৫৭৩৩২৮
১৮.	ডাক্তার শাহা আলম		৫	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৯.	মো: ফোরকান		৫	সাহায্য কারী	
২০.	ফরিদুল আলম	মৌ: তজুম উদ্দীন	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২১.	রফিক উদ্দীন		৬	সংকেত প্রচার	
২২.	শাহারিয়ার	জাফর আলম	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৩.	নাছির উদ্দীন	মৃত ছৈয়দুল হক	৬	সাহায্য কারী	
২৪.	রশিদ আহমদ	মৃত আফজলুর রহমান	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৫.	ওমর ফারুক		৭	সংকেত প্রচার	০১৮১১৬১২৮৮৬
২৬.	হামিদুর রহমান		৭	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৭.	মকছুদ আহমদ	মৃত আবদুল মজিদ	৭	সাহায্য কারী	
২৮.	জাগির হোসেন	মোহাম্মদ ইউছুপ	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৯.	মৌলানা শাহা আলম		৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৫১৫৪০৩৯
৩০.	মিজানুর রহমান	লুৎফুর আহমদ	৮	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩১.	শফিউল আলম	মৃত ছিদ্দিক আহমদ	৮	সাহায্য কারী	
৩২.	জাগির হোসেন	মোঃ সুলতান	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৩৩.	ইননে আমিন		৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৩৪.	নজুরুরল ইসলাম		৯	সংকেত প্রচার	
৩৫.	মাষ্টার নেজাম উদ্দীন		৯	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩৬.	মনজুর আলম		৯	সাহায্য কারী	

দক্ষিণ ধূরং ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১.	ছৈঃ মো: শফিউল আলম		১	সংকেত প্রচার	০১৭৩৯৬৩৫৪৯৭
২.	মোহাম্মদ আরিফ	মাষ্টার তৈয়ক	১	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩.	মকছুদ আহমদ	আবদুস শুক্কর	১	সাহায্য কারী	০১৭৭৯৬৫৪৪২৮
৪.	মোহাম্মদ রুবেল	জালাল আহমদ	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭৩৬০৮০৭২৮
৫.	মাষ্টার মনিরুল মান্নান	হাজী মনিরুজ্জামান	২	সংকেত প্রচার	০১৭১৫৩৪৪৯২৩
৬.	মজিবুর রহমান		২	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৭১০২৭২২২০
৭.	রুহুল আমিন	শামশুল আলম	২	সাহায্য কারী	
৮.	মাষ্টার মোহাম্মদ মুজিব		২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭২৬৮১৬৯৪১
৯.	মোহাম্মদ ইউনুচ		৩	সংকেত প্রচার	০১৮২৪৯৩২১৯৯
১০.	জহিরুল ইসলাম	জাবের আহমদ	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৭৪০৮৫৫৯২২
১১.	মোহাম্মদ ইউনুচ		৩	সাহায্যকারী	০১৮২৬৫৫০৫৩৪
১২.	মোহাম্মদ হোসাইন		৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৬৪৬৩৮২৫
১৩.	নাছির উদ্দীন	আবু ছৈয়দ	৪	সংকেত প্রচার	
১৪.	ডাক্তার আমিন		৪	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৫.	মনজুর আলম	মৃত নুরুল হক	৪	সাহায্য কারী	০১৬৮৯২০৭৮০
১৬.	নুর মোহাম্মদ	মৃত সুলতান আহমদ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৯২০৬০৩৯১৭
১৭.	মোহাম্মদ আলমগীর	মৃত আবছার উল্লাহ	৫	সংকেত প্রচার	
১৮.	মৌলভী নুর মোহাম্মদ	মোঃ কালু	৫	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৯.	মোহাম্মদ মফিজ		৫	সাহায্যকারী	
২০.	মোহাম্মদ ফোরকান	মৃত শফিকুর রহমান	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৫২৬০৭২৯
২১.	জিয়া-উর-রহমান	আলহাজ তোফাইল	৬	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৮২৫৭০৪
২২.	এমদাদ সিকদার	মৃত কামাল সিকদার	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৩.	আবদু শুক্কুর		৬	সাহায্যকারী	
২৪.	মাষ্টার দিদার	জাফর আলম	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮২৪৯১২৫৩৮
২৫.	জাকের আহমদ		৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৩০৮৮৪৯
২৬.	নেজাম উদ্দীন	নুরুল হক	৭	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮১৩০১৯৯০৭
২৭.	সরওয়ার আলম	শামশুল আলম	৭	সাহায্যকারী	০১৮৩৪২৯৪০৯৭
২৮.	মওলানা বজলুল করিম	মৃত মোহাম্মদ উল্লাহ	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭১৩৬২৭৬৬৮
২৯.	মাদল জলদাশ	লাল মোহন দাশ	৮	সংকেত প্রচার	০১৮২৩০২৯৭৩৩
৩০.	গোলাম আজম খোকন	মাষ্টার শহিদ উল্লাহ	৮	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৭৩৩১২৫৯৮৫
৩১.	জাহাঙ্গীর আলম	মৃত নুরুল হক	৮	সাহায্যকারী	০১৮৩০১০৮০৮৬
৩২.	মোহাম্মদ রিদুয়ান	আবু ওমর	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩১৩০৫০৪
৩৩.	আবদুল খালেক		৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	–
৩৪.	মকসুদ আহমদ		৯	সংকেত প্রচার	০১৭৪০৬২২৩৩৪
৩৫.	ডাক্তার চিত্তরঞ্জন	সর্গীয় ললিত বাবু	৯	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩৬.	নেজাম উদ্দীন	আবুল কাশেম	৯	সাহায্যকারী	

লেমশীখালী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
১.	খোরশেদ আলম বাহাদুর	মৌং আলী আহমদ	৭	সংকেত প্রচার	০১৭৩৪৪৭৯২৬২
২.	মহিবুল্লাহ মধু	মোহাম্মদ উল্লাহ	১	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮১২৬৩০৮২২১
৩.	মোহাম্মদ শফি	হাজী গোলাম নবী	১	সাহায্য কারী	
৪.	বাদল চন্দ্র	শ্যামা বরন	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৫.	আলহাজ মৌং ইব্রাহীম খলিল	হাজী তমিজ উদ্দীন	২	সংকেত প্রচার	০১৮১৯০৮৪৩৪৬
৬.	মামুনুর রশিদ	ছৈয়দুল্লাহ	২	প্রথমিক চিকিৎসক	
৭.	জাকের হোসেন	সুলতান আহমদ	২	সাহায্য কারী	
৮.	হোসেন আলী	হাজী হাছন শরীফ	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৯.	আবদুল করিম	হাজী মোহাম্মদ পেঠান	৩	সংকেত প্রচার	০১৮২৩৪০৮০১৮
১০.	কাজল চন্দ্র	ধৈনঞ্জ কুমার	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	
১১.	সিবাজুল মোস্তফা	খলিলুর রহমান	৩	সাহায্য কারী	
১২.	সরওয়ার আলম	আবু ছৈয়দ	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৩.	মোহাম্মদ আলমগীর	আলী আহমদ	৪	সংকেত প্রচার	
১৪.	আবদুল খালেক	গোলাম মাবুদ	৪	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৫.	অহিদুল্লাহ	হাজী ছৈয়দ আহমদ	৪	সাহায্য কারী	
১৬.	নিজামুল করিম	আবু বক্কর ছিদ্দিক	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৭.	রফিক আহমদ	বদি উজ্জামান	৫	সংকেত প্রচার	০১৭৪০৯২১৬১৪
১৮.	নুর মোহাম্মদ	ফজল করিম	৫	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৯.	মোজাম্মেল হক	মৃত আবদু সামাদ	৫	সাহায্য কারী	০১৮১৮৪৪৯৬৯৯
২০.	আবু মুছা	আবদুল খালেখ	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২১.	মোহাম্মদ হোসাইন	নুর আহমদ	৬	সংকেত প্রচার	
২২.	ডা: মোহাম্মদ শহিদ	ছালেহ আহমদ	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮১৪৩১০৯১২
২৩.	আতাউল্লাহ বাদসা	মৃত আবদুর রহিম	৬	সাহায্য কারী	০১৯৮৯১০৫৪৪১
২৪.	মোহাম্মদ ইউছুপ	মো: লোকমান	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৫.	খোরশেদ আলম বাহাদুর	মৌং আলী আহমদ	৭	সংকেত প্রচার	০১৭৩৪৪৭৯২৬২
২৬.	জাফর আলম	শাহ আলম	৭	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৭.	মাহাবুবুল করিম	গনি মিয়া	৭	সাহায্য কারী	
২৮.	মোহাম্মদ ইদ্রিস	হাজী নুরুচ্ছফা	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৯.	আকতার হোসাইন	নুর মোহাম্মদ	৮	সংকেত প্রচার	০১৮২৭৬৫৬২৩৭
৩০.	নুর হোসাইন	সুলতান আহমদ	৮	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩১.	রেজাউল করিম	হাজী জাফর আহমদ	৮	সাহায্য কারী	
৩২.	ছাবের আহমদ	মোহাম্মদ ইছমাইল	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৩৩.	শফি উল আলম চৌধুরী	ফরিক মোহাম্মদ	৯	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৩৪.	কবির আহমদ	খুইল্যা মিয়া	৯	সংকেত প্রচার	
৩৫.	রুহুল কাদের	হাজী ছিদ্দিক আহমদ	৯	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩৬.	নুর মোহাম্মদ হেলালী	শের উল্লাহ	৯	সাহায্য কারী	

কৈয়ারবিল ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১.	মাহাবুব এলাহী		১	সংকেত প্রচার	০১৮১৩২৬৬১০২
২.	শুভাশ চন্দ্র	মৃত অলিনন্ধ মহাজন	১	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩.	আরতি রানী	স্বামী: দয়াল হরিনাথ	১	সাহায্য কারী	
৪.	কফিল উদ্দীন	মৌং সিরাজুল মোস্তফা	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৫.	মোহাম্মদ শাহাজাহান		২	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৭৭১৯২৭
৬.	মাষ্টার আবুল কাসেম	একরাম মিয়া	২	প্রথমিক চিকিৎসক	
৭.	আজিজুল হক	আবদু ছাত্তর	২	সাহায্য কারী	
৮.	রেজাউল করিম	শামশুল আলম	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৯.	সিরাজুল মোস্তফা		৩	সংকেত প্রচার	০১৯২২৭৪৮২১৮
১০.	আলী হায়দার	মকবুল আহামদ	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	
১১.	মোহাম্মদ হাছন	শামশুল আলম	৩	সাহায্য কারী	
১২.	শাহানুর আলম	নুরুল হক	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৩.	মনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী		৪	সংকেত প্রচার	০১৮১৯৬৪০৩০০
১৪.	দেলোয়ার হোসেন	গুরা মিয়া	৪	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৫.	মো: নাছির উদ্দিন	ছালেহ আহমদ	৪	সাহায্য কারী	
১৬.	নুর নাহার	স্বামী করিমদাদ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৭.	আবু তাহের	হাজী ছৈয়দ আহমদ	৫	সংকেত প্রচার	
১৮.	ফরিদা আকতার	স্বামী: মাহামুদুল হক	৫	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৯.	শওকত ছরোয়ার	মৃত মকবুল আহমদ	৫	সাহায্য কারী	
২০.	লুৎফুর রহমান	সিরাজুল মোস্তফা	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২১.	শফিউল আলম কুতুবী		৬	সংকেত প্রচার	০১৮১৫৩৩৬৮৭৭
২২.	মাহাবুল কাদের	হাজী নুরুল হুদা	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৩.	আবু শামা	নজু মিয়া	৬	সাহায্য কারী	
২৪.	মোহাম্মদ ইসমাইল	আবদুল আজিজ	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৫.	নুরুল আমিন		৭	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৭০১২৮৮
২৬.	আছিয়া খাতুন	স্বামী : আবুতাহের	৭	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৭.	মোহাম্মদ শামশুদ্দুহা	মৃত: আমির হামজা	৭	সাহায্য কারী	
২৮.	কহিনুর বেগম	স্বামী: মৃত: আ: ছাত্তর	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৯.	এ কে ফয়জুল হক		৮	সংকেত প্রচার	
৩০.	ডাক্তর মনছুর আলম	পিতা: মোস্তাক আহমদ	৮	প্রথমিক চিকিৎসক	
৩১.	মোহাম্মদ হোসেন		৮	সাহায্য কারী	
৩২.	মনছুর আলম	আবুল কাসেম	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	

বড়ঘোপ ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আশরাফুল আলম		১	সংকেত প্রচার	০১৭১৪৩৭৪৩৯৩
০২	আবদুর রহিম	নূরুল হুদা	১	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮১১৩৬৯০২৩
০৩	শহিদুল ইসলাম	শৈকত আলী	১	সাহায্য কারী	০১৮১১৩২৯৫৩৭
০৪	হোসাইন আল মারুফ	মৃত দেলোয়ার হোসাইন	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৫৫৪৫৪৫১
০৫	মোজাম্মেল হক		২	সংকেত প্রচার	০১৭১৬১২৯৫৪০
০৬	শাহা জাহান	মৃত সিরাজুল ইসলাম	২	প্রথমিক চিকিৎসক	
০৭	ধীমান কান্তি শীল	অবনি কুমার শীল	২	সাহায্য কারী	০১৭২১৪৩৬৭২২
০৮	আজিজুল হক	আবদুর রহমান	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮৪৩০১৪৩৭২
০৯	আঃ আজিম ছিদ্দিকী		৩	সংকেত প্রচার	০১৭১৪৬২১৫০৪
১০	মোরশেদ আলম	বাদশা মিয়া	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৯২২৭৫৪২৮৬
১১	ইছমত আরা	স্বামী: গিয়াস উদ্দীন	৩	সাহায্য কারী	০১৮১২৮৯৫১৬৮
১২	জাহাঙ্গীর আলম	মফিজ আলম	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৩৬১৯৩৯৪
১৩	আবু আহমদ		৪	সংকেত প্রচার	
১৪	শফিউল আলম	নুরুল আলম	৪	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৯১৪৪২০৬৫১
১৫	রবিউল করিম	মোহাম্মদ শফি	৪	সাহায্য কারী	০১৭৩১৩৬২১৫৭
১৬	নুরুল হোসাইন	উলা মিয়া	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৭	মোঃ হাসান আলী		৫	সংকেত প্রচার	০১৮১৩৬৭৭২৩৫
১৮	দিলিপ কুমার	সুধীর কুমার	৫	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮১১৫৩১৯৮৩
১৯	আবুল বশর	মৃত মনির উদ্দিন	৫	সাহায্য কারী	
২০	মোহাম্মদ কায়ছার	মৃত জহিরুল্লাহ	৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১৮০৯১৭৮৯
২১	আক্কস উদ্দিন		৬	সংকেত প্রচার	০১৮১৬০৩০০০৭
২২	নুরুল আবছার	মোহাম্মদ আলী	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৭৩১৩৬২১৫৭
২৩	মিজানুর রহমান	আবদু ছালাম	৬	সাহায্য কারী	০১৮১৪৩৫৯৯০২
২৪	নাজমা আক্তার	স্বামী: নুরুল আবছার	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১১৮৮৪৯৭৯
২৫	নুরুল কবির	ওমর মেহেদী	৭	সংকেত প্রচার	০১৮১২৫৮৩২৯৪
২৬	রেজাউল করিম	জামাল উদ্দিন	৭	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮৪৯৩৬৭০১
২৭	সুমা দাশ	শুরেন্দ্র দাশ	৭	সাহায্য কারী	
২৮	মাহামুদুল করিম	শাকের উল্লাহ	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৯২০৩১৫৮১৮
২৯	আতিকুর রহমান		৮	সংকেত প্রচার	০১৮১৬৬১৪২৩২
৩০	শফিউল আলম	আবু তাহের	৮	প্রথমিক চিকিৎসক	০১৮২০১৭৩৬৮১
৩১	নেপাল দাশ		৯	সংকেত প্রচার	
৩২	রফিক উদ্দিন	ফকির মোহাম্মদ	৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	

আলী আকবরডেইল ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আবদুর রহিম	মৃত আবু তাহের	১	সংকেত প্রচার	
০২	ডা: আবদুল মান্নন	মৌ: মো: তৈয়ব	১	প্রথমিক চিকিৎসক	
০৩	মৌ: ইব্রহীম	মৃত নুর আহমদ	১	সাহায্য কারী	
০৪	জাফর আলম	মফজল মিয়া	১	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
০৫	মোজাম্মেল হক	জাফর আহমদ	২	সংকেত প্রচার	
০৬	নুরুল ইসলাম	মৃত আলী হোসেন	২	প্রথমিক চিকিৎসক	
০৭	আবদুল মালেক	মৃত আবুল হাসেম	২	সাহায্যকারী	
০৮	জালাল আহমদ	মৃত ইব্রাহিম	২	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
০৯	তৌহিদুল ইসলাম	শেখ মুকগুল আহমদ	৩	সংকেত প্রচার	
১০	ডাঃ জাকের আঃ কাজল	জহির উল্লাহ	৩	প্রথমিক চিকিৎসক	
১১	আকতার আহমদ	শফিকুর রহমান	৩	সাহায্য কারী	
১২	মোঃ রফিক উদ্দীন	হাজী এমদাদুল হক	৩	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৩	কামাল হোঃ সিকদার	হাজী আলী হোসেন	৪	সংকেত প্রচার	০১৮১৪৭৭১৯৫০
১৪	জসিম উদ্দিন	ছিদ্দিক আহমদ	৪	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৫	মো: ইসলাম	নুর আহমদ	৪	সাহায্য কারী	
১৬	আকতার আহমদ	হাজী জুলফিকার আ	৪	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
১৭	আলতাপ হোসেন	মৃত কালা মিয়া	৫	সংকেত প্রচার	
১৮	ওসমান গনি	মোহাম্মদ ছৈয়দ	৫	প্রথমিক চিকিৎসক	
১৯	নুরুল আলম	মোহাম্মদ ছৈয়দ	৫	সাহায্য কারী	
২০	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম		৫	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৮১২৫০০২৩৫
২১	কাংকল দাস	বিদু বাসী দাশ	৬	সংকেত প্রচার	
২২	নাজেম উদ্দিস সিকদার	আমিনুর রহমান সিকদার	৬	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৩	সুদধাংসু বিমল দাশ	নকুল চন্দ্র দাশ	৬	সাহায্য কারী	০১৮২৭২০৩৮৬৬
২৪	আঃ কবির সিকদার	কামাল উদ্দীন সিকদার	৬	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	০১৭৩১৩২৩০০৪
২৫	শহিদুল ইসলাম		৭	সংকেত প্রচার	
২৬	আবু তৈয়ব	জামাল উদ্দীন	৭	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
২৭	জহিরুল ইসলাম	এজাহার মিয়া	৭	সাহায্য কারী	
২৮	জহিরুল ইসলাম	মৃত আমির হামজা	৭	প্রথমিক চিকিৎসক	
২৯	সিরাজুল ইসলাম		৮	সংকেত প্রচার	
৩০	শামশুল আলম	মো: মৃত ইসলাম	৮	সাহায্য কারী	
৩১	আবদুল খালেক		৮	আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা	
৩২	মো: ইদ্রিস	জামাল উদ্দীন	৯	সাহায্য কারী	
৩৩.	রাজিয়া বেগম	স্বামী: আবদুল গাফ্ফার	৯	সংকেত প্রচার	
৩৪.	জাফর আহমদ	তমিজ উদ্দীন	৯	সাহায্য কারী	

সংযুক্তি-৪

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাঠির কিল্লাঃ ৩টি	মুজিব কিল্লা	জনাব মাওঃ নুরুল আমিন এমইউপি		
	মুজিব কিল্লা	জনাব হুমায়ুন কবির এমইউপি	০১৮৩৬১০৭৩৭২	
	ধুপীপাড়া মুজিব কিল্লা	জনাব সাজেদ উল্লাহ-এমইউপি	০১৮১৬০০২৭৭৮	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	আকবরবলিরপাড়া ইফাদ কেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব মোহাম্মদ ফারুখ এমইউপি	০১৮১২৩৬৫৮০৫	
	কালারমাপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ	জনাব ইকবাল বাহার এমইউপি	০১৯৩৯২৫০১৩৬	
	মগলালপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব নেজাম উদ্দিন এমইউপি	০১৭১৩৮২৫৮৬৯	
	পেচারবাপেরপাড়া ইফাতকেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব মোক্তার আহামদ এমইউপি	০১৮১৪৩২৮১৯৯	
	ধূরং কাঁচা ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব জসিম উদ্দিন এমইউপি	০১৮১০১৬৬০৬০	
	তহলিপাড়া ইফাতকেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র লেমশীখালী	জনাব নুরুল হক-এমইউপি	০১৮১৫৩৮৪০১২	
		মোজাম্মেল হক	০১৮১৮৪৪৯৬৯৯	
	আশাহাজীরপাড়া ইফাতকেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব সাজেদ উল্লাহ-এমইউপি	০১৮১৬০০২৭৭৮	
	উত্তর কৈয়ারবিল ইফাদকেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব ফরিদুল আলম - এমইউপি	০১৮১৪৮৭১৫৯৩	
	মধ্য কৈয়ারবিল ইফাদকেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব নুরুল বশর -এমউপি	০১৮১৫৮৪৭৪৩০	
		জনাব ইদ্রিচ খন্দকার খোকন	০১৮১৯৮৫১৫০৩	
	খিলাছড়ি ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব হাজী গোলাম রশিদ বাচ্চু	০১৭১৪৩৭৪৪৫৫	
	সন্দীপাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব আবুল হাশেম-এমইউপি	০১৭৩৭৯১৪২৫০	
	হায়দার পাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	নজরুল ইসলাম বাবুল-এমইউপি	০১৭২৬৫১৯৮৮২	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টারঃ	আজগরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব হারুন রশিদ- প্র:শি:	০১৭১৩৬২৭৪৫৪	
	উত্তর ধূরং এন হোছাইন স: প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব হেলাল উদ্দিন- প্র:শি:	০১৮১৭৭৯৩১১৩	
	চর ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব শাহদত কবির এমইউপি	০১৮৩০৮০২৪৯১	
	মুসা সিরাজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব দেলোয়ার হোছাইন প্র:শি:	০১৭৩৪২৪১৬৮৮	
	আফাজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব নাজের হোসাইন- প্র:শি:	০১৮১৪৯৮৯৪৭৭	
	উত্তর ধুরং এম রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব আমান উল্লাহ- প্র:শি:	০১৮১২৯৪৫৮৯৫	
	জুম্মাপাড়া সরকারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্য	জনাব এনামুল হক- প্র:শি:	০১৮২২৪৫২৪০৮	
	ফয়জানিপাড়া সরঃ প্রাথমিক বদ্যালয়	মোঃ ফেরদৌস কুতুবী- প্র:শি:	০১৭১৭১৮৬৭১৭	
	সতরউদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব সিরাজুল ইসলাম	০১৮১৫৯২৮০৮১	
	বাইঙ্গাকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব জালাল আহমদ- প্র:শি:	০১৮২১৯৭০৮৪৪	
	বাঘখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব আয়ুব খান প্র:শি	০১৮১৯৮৬৬৪৮০	
	ছামদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব রেজাউল করিম-ভা:প্র:শি:	০১৮১৫৭০৯৯৩১	
	পশ্চিম ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব আনছারুল করিম প্র:শি:	০১৮১৪০২৭৮৯৭	
	তেলিয়াকাটা সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব শাহানাজ বেগম প্র:শি:	০১৭২১৪৭০৭০৫	
	দক্ষিণ ধুরং হাবিবীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**জাহাঙ্গীর আলম- প্র:শি:**	**০১৮১৪৩১৪৮২২**	
	দক্ষিণ ধুরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	**ফরিদুল আলম- প্র:শি:**	**০১৮৩৪০৫৬৯০০**	
	ডিংঙ্গা ভাঙ্গা সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	**জনবা নুরুন্নাহার - প্র:শি:**	**০১৮১৩৫৪১২০৪**	
	জলিলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	**আমান উল্লাহ- প্র:শি:**	**০১৭৭৯৪০৪১০২**	
	পূর্ব ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	**নূরুল আবছার- প্র:শি:**	**০১৮১৩৩৮৮১০২**	
	ধুরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	**ছরওয়ার আলম- প্র:শি:**	**০১৭৩৮৬২২০২৯**	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	রাজাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব সেলিম উদ্দীন প্র.শি.	০১৭১৩৮২৫৪৬৪	
	ধুপীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোহাম্মদ আবু তাহের প্র.শি.	০১৮১৮৪৩৪৫৩৩	
	উত্তর লেমশীখালী সঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব নেপাল চন্দ্র শীল প্র.শি.	০১৭৪৯০০৪১৫০	
	পেয়ারাকাটা ফজরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আলমগীর প্র.শি.	**০১৮১৫১৫৬৪৩০**	
	পুর্ব লেমশীখালী সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব কামাল হোসাইন প্র.শি.	০১৮১৫৬৪১৮২৯	
	এম রহমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব জহির আহমদ আযাদ প্র.শি.	০১৭৪০৫১৯৪৬১	
	সেন্ট্রাল লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	০১৮১৬৩৫৯৮৯৭	
	পশ্চিম লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব সফি উল্লাহ কুতুবী	০১৮২৭৬৫৬৩২৪	
	শাহজীরপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	খোরশেদ আলম বাহাদুর প্র.শি.	০১৭৩৪৪৭৯২৬২	
	দক্ষিণ লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আনিসদ্দোল্লাহ সেলিম	০১৭২২৩৯৫৪২১	
	উত্তর কৈয়ারবিল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ শাহীন প্র:শি:	০১৮৩০১০৮৫১১	
	কৈয়ারবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব জয়নাল আবদিন প্র:শি:	০১৮২৬০০৯২৩৬	
	কৈয়ারবিল জি: এম: সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব খন্দকার ফারুক প্র:শি:	০১৮১৫৮৫৯৮০৪	
	কে এস রেড ক্রিসেন্ট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব জাফর আলম প্র:শি:	০১৮১২০৮৩৫৮২	
	কৈলাস্যা ঘোনা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	আফিফাতলু কাওকাব প্র:শি:	০১৮২০৫১৬০০৬	
	ঘিলাচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জানব মোহাম্মদ কাশেম প্র:শি:	০১৮১৬০৮৭০৪৮	
	মালমচর এম এম সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ আলম প্র:শি:	০১৮১৫৬০৫৮৩৬	
	কুতুবদিয়া মডেল সরকারী প্রা:বি	জানব আবদুল হামিদ - প্র.শি.	০১৮১৫৩৭৩০৮১	
	পিলটকাটা সরকারী প্রা:বি:	জনাব শাহেনা পারভীন - প্র.শি.	০১৭৩৮৮৭৯২০৭	
	মধ্য আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বি	জনাব মোঃ গোলাম রহমান-প্র.শি.	০১৭১০৮৪১০৪৯	
	মুরালিয়া সরকারী প্রা:বি:	জনাব নাজেম উদ্দীন - প্র.শি.	০১৮৩২৪৬৩২৮৫	
	উত্তর বড়ঘোপ সরকারী প্রা:বি:	জনাব মুহাম্মদ ছলিম - প্র.শি.	০১৮৩২৯৭৩২৮৭	
	বড়ঘোপ এরশাদ সরকারী প্রা:বিঃ	জনাব নূরুল আলম কুতুবী - প্র.শি.	০১৮১২৩৫৩৬১৭৯	
	কাজী হেলাল উদ্দীন আহমদ সঃ প্রা:বি:	জনাব শফিউল আলম - প্র.শি.	০১৮৩১০২৬১৫৮	
	মনোহরখালী সরকারী প্রা:বি:	জনাবা মমতাজ বেগম- প্র.শি.	০১৮১৪৪৭৭১৯৫৩	
	কুতুব আউলিয়া স. প্রা. বিদ্যালয়	জনাব মুঃ আবুল বশর প্র.শি	০১৭৩৪৪৩৭৯৬৮	
	টেকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব বিমল কান্তি শীল প্র.শি	০১৮১৬৯২৭১৪২	
	আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাবা রওশন আকতার প্র.শি	০১৭২৪২৬৬৭৩৩	
	ফ্লাইট লেঃ কাইমুল হুদা স. প্রা. বিদ্যালয়	জনাব মো: তারেক আলী প্র.শি	০১৮১৪৩২৯৯৬৭	
	পূর্ব আলী আকবর ডেইল স. প্রা.বিদ্যালয়	জনাব দীপ্ত রানী দে প্র.শি	০১৮৪৩৫৮০৯৮৬	
	পূর্ব তাবালেরচর স. প্রা. বিদ্যালয়	জনাব মফিজুর রহমান প্র.শি	০১৮৩১৮৬৭৭৬০	
	তাবালেরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আমির উদ্দীন প্র.শি	০১৮১৭৩৫৪১৯৮	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র উত্তর ধূরং	জনাব শাহদত কবির এমইউপি	০১৮৩০৮০২৪৯১	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র উত্তর ধূরং	জনাব মোহাম্মদ ফারুখ এমইউপি	০১৮১২৩৬৫৮০৫	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব ছলিম উল্লাহ এমইউপি	০১৮২০১৮৬৫০৫	
	ছাদেরঘোনা গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব নুরুন নবী এমইউপি	০১৮১২১৩৯৫৮৫	
	ধুরং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব মোরশেদুর আলম- প্র:শি:	০১৭১৩৬২৪৪৯৯	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র দক্ষিন ধূরং	জনাব মাহবুবুল কালাম এমইউপি	০১৮২৩৭৩৭৫৮৫	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র দক্ষিন ধূরং	জনাব জসিম উদ্দিন এমইউপি	০১৮১০১৬৬০৬০	
	লেমশীখালী উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আবু ইউছুপ প্র:শিক্ষক	০১৭১৮০৫৪৮৩৮	
	আল ফারুক আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা লেমশীখালী	জনাব মোরশেদুল মন্নান	০১৮২৪৯৩১৭১৯	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র লেমশীখালী	জনাব হাবিব উল্লাহ	০১৮১৬০০২৭৭৮	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র লেমশীখালী	জনাব জাফর আলম সিকদার	০১৮১৭২৫৬৮৮৭	

	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র লেমশীখালী	জনাব মোরশেদ আলম-এমইউপি	০১৮১২৪৩০৭৩৮	
	কৈয়ারবিল আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	ইছহাক হাইদার সোহেল প্র:শি:	০১৭১৩৮২৫৩৭৩	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র কৈয়ারবিল	জনাব মাষ্টার আহমদ উল্লাহ	০১৮২৩৮১৮৬৯৪	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব আমান উল্লাহ- এমইউপি	০১৮১৪৭০১২৮৮	
	পরান সিকদারপাড়া ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব শাহ নেওয়াজ-এমইউপি	০১৮১৪৩০৮৮৮২	
	প্রিজম বাংলাদেশ ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব মীর কাশেম-এমইউপি	০১৮২৯৬৪৫৩১৬	
	কুতুবদিয়া সরকারী বা: উচ্চ বি: ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	জনাব মোহাম্ম আজিজ - প্র.শি.		
	কুতুবদিয়া আদর্শ উঃ বিঃ ঘূর্নিঝড় আঃ কেঃ	জানব মুজিবুর রহমান - প্র.শি.	০১৮১৩৬৭৪০৫৯	
	বড়ঘোপ ইসলামীয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদরাসা	জনাব নূরুল আলম	০১৮২৭৬৫৬৩৪৮	
	কুতুবদিয়া কলেজ (গণস্বাস্থ্য) ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	অধ্যক্ষ এ এম মান্নান	০১৮১৯৩৯৭১০২	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব রেজাউল করিম-এমইউপি	০১৮৪৪৯৩৯৬৭২	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	মোঃ সালাহ উদ্দিন -এমইউপি	০১৮১২৪৯৬৬২৬	
	গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয়	প্রফেসার দেলোয়ার হোসেন	০১৮১৫৮৪৭৬০৬	
	আলী আকবর ডেইল উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব ছৈয়দ আহমদ	০১৮১১৮০৯১৩৩	
	কবি জসিম উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়	জনাব আনিসুল ইসলাম	০১৮১৫৬৪৫৯৫২	
	কুতুবআউলিয়া শামশুলউলুম আজিজিয়া দা: মাদ্রাসা	জনাব মওলানা আবুল আনছার	০১৭৩১১৮০৪২১	
	আলী আকবর ডেইল দাখিল মাদ্রাসা	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	০১৮১৬৮৬৭১০৫	
	ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জাফর আলম ছিদ্দিকী-এমইউপি	০১৭১৪৩৭৪৭৬৪	
	ফতেআলী সিকদারপাড়া ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব জাহাঙ্গীর আলম সিকদার	০১৭১১৪৪৬৬০৪	
	জেলেপাড়া ব্র্যাক ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব আকতার কামাল সিকদার	০১৮২৭৫৮৮৬৩৯	
	রেডক্রিসেন্ট ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব মৌঃ মাহামুদুল করিম	০১৮১৫৮১৩৩৭৬	
	পশ্চিম তাবলেরচর গণস্বাস্থ্য ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	জনাব বক্তার আলম	০১৮৩৬১০৭২৬৬	
	উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব ইকবাল বাহার এমইউপি	০১৯৩৯২৫০১৩৬	
	দক্ষিন ধূরং ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব আলা উদ্দীন আজাদ	০১৭১৩৬২৭৬৭০	
	লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব আকতার হোছাইন	০১৭১১৭০৯৭১১	
	কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মোহাম্মদ আজমগীর	০১৭১৪৩৭৪৭২২	
	বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব আলহাজ শাকের উল্লাহ	০১৮১৯৩৩৭০২৯	
	কৈয়ারবি ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব ফিরোজ খান চৌধুরী	০১৮১৪৩৭৯৮৫৯	
	উত্তর ধূরং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান	জনাব সায়মা আলম	০১৮২৯৬৫৬৪১৫	
	দক্ষিন ধূরং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাবা জিন্নাত রায়হানা	০১৯৩৫৩৬০৭৬৩	
	লেমশীখালী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাবা তাহেরা বেগম	০১৮১২৩৪১২৫০	
	কৈয়ারবিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাবা রেবেকা সোলতানা	০১৮১৫৩৩৪১৩৫	
	আলী আকবর ডেইল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ডা: আবুল বশর	০১৭১২১০৯৬৬৮	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কেল্লা	মুজিব কিল্লা ওয়ার্ড	জনাব মাওঃ নুরুল আমিন এমইউপি		
	মুজিব কিল্লা	জনাব হুমায়ুন কবির এমইউপি	০১৮৩৬১০৭৩৭২	
	ধুপীপাড়া মুজিব কিল্লা	জনাব সাজেদ উল্লাহ-এমইউপি	০১৮১৬০০২৭৭৮	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কেল্লা কাম সাইক্লোন সেল্টার	আকবরবলিরপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ	মোহাম্মদ ফারুখ এমইউপি	০১৮১২৩৬৫৮০৫	
	কালারমাপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	ইকবাল বাহার এমইউপি	০১৯৩৯২৫০১৩৬	
	মগলালপাড়া ইফাদ কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ	নেজাম উদ্দিন এমইউপি	০১৭১৩৮২৫৮৬৯	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	পেচার বাপের পাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	মোক্তার আহামদ এমইউপি	০১৮১৪৩২৮১৯৯	
	ধূরং কাঁচা ইফাত কেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র দক্ষিন	জসিম উদ্দিন এমইউপি	০১৮১০১৬৬০৬০	
	তহলিপাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র,	নুরুল হক-এমইউপি	০১৮১৫৩৮৪০১২	
	আশাহাজীরপাড়া ইফাত কেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র,	সাজেদ উল্লাহ-এমইউপি	০১৮১৬০০২৭৭৮	
	উত্তর কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র,	ফরিদুল আলম - এমইউপি	০১৮১৪৮৭১৫৯৩	
	মধ্য কৈয়ারবিল ইফাদ কেল্লা আশ্রয় কেন্দ্র,	নুরুল বশর -এমউপি	০১৮১৫৮৪৭৪৩০	
	খিলাছড়ি ইফাদ কেল্লা, ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, নজর আলী মাতব্বর	হাজী গোলাম রশিদ বাচ্চু	০১৭১৪৩৭৪৪৫৫	
	সন্দীপাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র,	আবুল হাশেম-এমইউপি	০১৭৩৭৯১৪২৫০	
	হায়দার পাড়া ইফাত কেল্লা ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	নজরুল ইসলাম বাবুল-এমইউপি	০১৭২৬৫১৯৮৮২	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	আজগরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব হারুন রশিদ- প্র:শি:	০১৭১৩৬২৭৪৫৪	
	উঃধূরং এন হোছাইন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব শাহদত কবির এমইউপি	০১৮৩০৮০২৪৯১	
	চর ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব শাহদত কবির এমইউপি	০১৮৩০৮০২৪৯১	
	মুসা সিরাজ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব দেলোয়ার হোছাইন প্র:শি:	০১৭৩৪২৪১৬৮৮	
	আফাজিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব নাজের হোসাইন- প্র:শি:	০১৮১৪৯৮৯৪৭৭	
	উত্তর ধুরং এম রহমান সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আমান উল্লাহ- প্র:শি:	০১৮১২৯৪৫৮৯৫	
	জুম্মাপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব এনামুল হক- প্র:শি:	০১৮২২৪৫২৪০৮	
	ফয়জানিপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ ফেরদৌস কুতুবী- প্র:শি:	০১৭১৭১৮৬৭১৭	
	সতরউদ্দীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব ছলিম উল্লাহ এমইউপি	০১৮২০১৮৬৫০৫	
	বাইঙ্গাকাটা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব জালাল আহমদ- প্র:শি:	০১৮২১৯৭০৮৪৪	
	বাঘখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব আয়ুব খান প্র:শি	০১৮১৯৮৬৬৪৮০	
	ছামদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব রেজাউল করিম-ভা:প্র:শি:	০১৮১৫৭০৯৯৩১	
	পশ্চিম ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনাব নেজাম উদ্দিন এমইউপি	০১৭১৩৮২৫৮৬৯	
	তেলিয়াকাটা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব শাহানাজ বেগম প্র:শি:	০১৭২১৪৭০৭০৫	
	দঃ ধুরং হাবিবীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জাহাঙ্গীর আলম- প্র:শি:	০১৮১৪৩১৪৮২২	
	দঃ ধুরং সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ফরিদুল আলম- প্র:শি:	০১৮৩৪০৫৬৯০০	
	ডিংঙ্গা ভাঙ্গা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়´	নুরুন্নাহার - প্র:শি:	০১৮১৩৫৪১২০৪	
	জলিলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমান উল্লাহ- প্র:শি:	০১৭৭৯৪০৪১০২	
	পূর্ব ধূরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নূরুল আবছার- প্র:শি:	০১৮১৩৩৮৮১০২	
	ধুরং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছরওয়ার আলম- প্র:শি:	০১৭৩৮৬২২০২৯	
	রাজাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,	সেলিম উদ্দীন প্র.শি.	০১৭১৩৮২৫৪৬৪	
	ধুপীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,	মোহাম্মদ আবু তাহের প্র.শি.	০১৮১৮৪৩৪৫৩৩	
	উত্তর লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব নেপাল চন্দ্র শীল প্র.শি.	০১৭৪৯০০৪১৫০	
	পেয়ারাকাটা ফজরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোঃ আলমগীর প্র.শি.	**০১৮১৫১৫৬৪৩০**	
	পুর্ব লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব নুরুল হক-এমইউপি	০১৮১৫৩৮৪০১২	
	এম রহমান সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জহির আহমদ আযাদ প্র.শি.	০১৭৪০৫১৯৪৬১	
	সেন্ট্রাল লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	তমিজ উদ্দীন তৈয়ব-এমইউপি	০১৯২২৬৮৩৩৩	
	পশ্চিম লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব জাকের উল্লাহ-এমইউপি	০১৮১৫১৫৪০৭০	
	শাহজীরপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোরশেদ আলম-এমইউপি	০১৮১২৪৩০৭৩৮	
	দক্ষিণ লেমশীখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আবদুল মালেক-এমইউপি	০১৮২৫৩৪৮৬৩২	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	উত্তর কৈয়ারবিল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ শাহীন প্র:শি:	০১৮৩০১০৮৫১১	
	কৈয়ারবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,	জনাব জয়নাল আবদিন প্র:শি:	০১৮২৬০০৯২৩৬	
	কৈয়ারবিল জি: এম: সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আমান উল্লাহ- এমইউপি	০১৮১৪৭০১২৮৮	
	কে এস রেড ক্রিসেন্ট সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়,	জনাব জাফর আলম প্র:শি:	০১৮১২০৮৩৫৮২	
	কৈলাস্যা ঘোনা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আমান উল্লাহ- এমইউপি	০১৮১৪৭০১২৮৮	
	ঘিলাচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জানব মোহাম্মদ কাশেম প্র:শি:	০১৮১৬০৮৭০৪৮	
	মালমচর এম এম সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মোহাম্মদ আলম প্র:শি:	০১৮১৫৬০৫৮৩৬	
	কুতুবদিয়া মডেল সরকারী প্রা:বি	জানব আবদুল হামিদ - প্র.শি.	০১৮১৫৩৭৩০৮১	
	পিলটকাটা সরকারী প্রা:বি:	জনাব শাহেনা পারভীন - প্র.শি.	০১৭৩৮৮৭৯২০৭	
	মধ্য আলী আকবর ডেইল সরকারী প্রা:বি:,	জনাব মোঃ গোলাম রহমান-প্র.শি.	০১৭১০৮৪১০৪৯	
	মুরালিয়া সরকারী প্রা:বি:,	জনাব নাজেম উদ্দীন - প্র.শি.	০১৮৩২৪৬৩২৮৫	
	উত্তর বড়ঘোপ সরকারী প্রা:বি:	জনাব মুহাম্মদ ছলিম - প্র.শি.	০১৮৩২৯৭৩২৮৭	
	বড়ঘোপ এরশাদ সরকারী প্রা:বি:	জনাব আকতার উদ্দীন -এমইউপি	০১৭৪৬৪৫৯২৫৬	
	কাজী হেলাল উদ্দীন আহমদ সঃ প্রা:বি:,	জনাব শফিউল আলম - প্র.শি.	০১৮৩১০২৬১৫৮	
	মনোহরখালী সরকারী প্রা:বি:	জনাব আমির হোছাইন-এমইউপি	০১৮১৪১২২৯৪৯	
	কুতুব আউলিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মুঃ আবুল বশর প্র.শি	০১৭৩৪৪৩৭৯৬৮	
	টেকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,	জনাব বিমল কান্তি শীল প্র.শি	০১৮১৬৯২৭১৪২	
	আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাবা রওশন আকতার প্র. শি.	০১৭২৪২৬৬৭৩৩	
	ফ্লাইট লেঃ কাইমুল হুদা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মো: তারেক আলী প্র.শি	০১৮১৪৩২৯৯৬৭	
	পূর্ব আলী আকবর ডেইল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়,	জনাব দীপ্ত রানী দে প্র.শি	০১৮৪৩৫৮০৯৮৬	
	পূর্ব তাবালেরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব মফিজুর রহমান প্র.শি	০১৮৩১৮৬৭৭৬০	
	তাবালেরচর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জনাব আমির উদ্দীন প্র.শি	০১৮১৭৩৫৪১৯৮	

	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উঁচু রাস্তা বা বাঁধ	কুতুবদিয়া বেড়ীবাঁধ	সহকারী প্রকৌশলী পানিউন্নয়ন বোর্ড কুতুবদিয়া	০১৭১২০০৬৯৩৮	

	কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ডা রেজাউল হাসান	০১৭১২২৯৮১৪০	
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র	বিধান কান্তি রুদ্র	০১৮১৯৭২৪২৮২	
	উত্তর ধূরং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাব সায়মা আলম	০১৮২৯৬৫৬৪১৫	
	দক্ষিন ধূরং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জিন্নাত রায়হানা	০১৯৩৫৩৬০৭৬৩	
	লেমশী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাবা তাহেরা বেগম	০১৮১২৩৪১২৫০	
	কৈয়ারবিল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	জনাব আরিফুর রহমান	০১৮২০০৬৯৪০০	
	আলী আকবর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র	ডা: আবুল বশর	০১৮১৮৭০১৪৪১	
	উত্তর ধুরং মনছুর আলী হাজীরপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: আনিস	০১৮২৫০১২১২১	
	উত্তর ধুরং বাখালী কমিউনিটি ক্লিনিক	কামরুন্নেছা	০১৮২৫২৩৭৪৯০	
	দক্ষিন ধুরং আলী ফকিরডেইল কমিউনিটি ক্লিনিক	আবুল হাসনাত	০১৭৪০৮০২৫৩১	
	দক্ষিন ধুরং শুকলালপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	দিদারুল ইসলাম	০১৮১৪৯৪৫৮৬৯	
	লেমশীখালী ধুপীপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	রোমানা বেগম	০১৭১৯২৯১৩৭০	
	লেমশীখালী ঠান্ড চৌকিদারপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	ছৈয়দুল আলম	০১৮১২০৯৮১৩৩	
	কৈয়ারবিল বিন্দাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	শাহিনুর ইয়াছমিন	০১৯২৪৬৭৯৫৩৫	
	কৈয়ারবিল নজর আলী মাতাব্বরপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মো: রাসেল	০১৮১৫২৬৭৩৫৯	
	বড়ঘোপ দক্ষিন আমজাখালী কমিউনিটি ক্লিনিক	রুজিনা আকতার	০১৮৩২৬৫৫৯৯১	
	বড়ঘোপ মিয়ারপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	তসলিমা নাছরিন	০১৭৫৪৯৫৯৩৩১	
	আলীআকবরডেইল তাবালেরচর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোর্শেদুল কুতুবী	০১৮১৩৮৩০১০৩	
	আলী আকবর ডেইল ফতেহআলী সিদারপাড়া কমিউনিটি	মুনিরা বেগম	০১৮১৬০০২১৯৮	

	কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	ক্লিনিক			
	ক্লিনিক ম্যানেজার-সুর্যে হাসি ক্লিনিক	ইবাদুর রহমান সামীম	০১৯৬৪৩৫৬৪৩২	
	ফ্রেন্ডসীপ হাসপাতাল	ছরওয়ার আলম	০১৭২৪৪৩৭৮৭১	

ইঞ্জিন চালিত নৌকাঃ

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
দক্ষিন ধুরং	আক্তারা আহমদ	০১৮২৫২৭০৬৮৩	বোট মালিক
	রমজান আলী	০১৭৭২৮৬৫৪৬	
	আবু মুছা	০১৮১৮৫৮৪৭২৪	
	আবদুল মন্নান	০১৭১৩৬১৪৬৮৯	
	ছৈয়দ আহমদ	০১৭১২১২৪৪৬৪	জীপ মালিক
	জালাল আহমদ	০১৯২০৭৪০৪৮৭	
	মোঃ আনচার কোম্পানী	০১৮১৪৩০৮৯৪৪	
	আহমদ শাহ	০১৭৪০৯০৬৮৪৮	
	অজিত কোম্পানী	০১৮১৪৮০৩২২৩	
	মোহাম্মদ ফরিদ কোম্পানী	০১৭১৫০৮৬২০৯	
	মাষ্টার মোরশেদ	০১৭১৩৬২৪৪৯৯	
	জামাল উদ্দীন	০১৮২৭০৪৮৫২৮	জীপ ড্রাইভার
	মোহাম্মদ হোসেন	০১৮২৫২৫৪৮৯৩	
	রেজাউল করিম	০১৮৪০৩২৬২৫৫	
	মোহাম্মদ কামাল	০১৮১৮৪৩২৭৯৫	
	মোহাম্মদ এরশাদ	০১৮১৫৬২৯০১৭	
	মোহাম্মদ জিয়া	০১৮৪০৬৩৩০৬৭	
	মোহাম্মদ শাহা জাহান	০১৮১৪৮১৮৫০২	
	মিনার হোসেন	০১৭৫১৭৪৪৮১৪	
	মোহাম্মদ মুজিব	০১৮৩১৯৫৪৯৬৬	
	আহমদ ইকবাল	০১৮২৩৯৮৮৪৩৫	
লেমশীখালী	আবদুর রহিম	০১৭১৪৮০২৫৪৭	বোট মালিক
	আবদু শুক্কুর	০১৭১৫৭৭৯৬৪	
	বদি আলম	০১৯৩৭৬৩৮৮০৫	
	জাফর আলম	০১৭৫০৮৬৮৮০৬	
	মোহাম্মদ হোসেন	০১৮৩০২২৮০৬০	মাঝি
	রৌশন মাঝি	০১৮১২৮৫৫২৪৪	
	মধু মঝি	০১৮৫০৩৯৮৪৪৭	
বড়ঘোপ	জনাব আলহাজ শাকের উল্লাহ (বিএসসি)	০১৮১৯৩৩৭০২৯	বোট মালিক
	জনাব গিয়াস উদ্দীন কোম্পানী	০১৮১৯৬২৭৬১০	
	জনাব জয়নাল উদ্দীন কোম্পানী	০১৭১৬৮৭৬৯৩৬	
	জনাব জকরিয়া সওদাগর	০১৮৫৫৩৩০০২৮	
	জনাব আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৯৫৬৮০০২	**ঘাট পরিচালক**
	জনাব মো: জামাল হোসেন	০১৯৩৯২৫০০১৩	
	আবদু শুক্কর	০১৭৪৬০০৪১৮৮	
	মোহাম্মদ হোসেন	০১৯৩৫১৫৫৭১১	
	বদরু মাঝি	০১৯২৭৬২৬৬৮৯	
	খালেক মাঝি	০১৮৪৯৮৪০০২৮	

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	মন্জুর মঝি	০১৯৩৯২৫০০১৪	
	দিদার মাঝি	০১৮৫০৯৫৬৯৭৬	
	রাশেল মাঝি	০১৯৬৪৯৮০৮৬৯	
	মিজান মাঝি	০১৯২৫০৬৩৯৫৩	
	তারেক মাঝি	০১৯১৮৬৪৮৯৮৫	
আলী আকবর ডেইল	জনাব আতিকুর রহমান	০১৮১৫৩৭৩৩১৩	বোট মালিক
	জনাব শেখ কামাল উদ্দীন	০১৮১৯৬৪৫৫৯১	
	জনাব আবুল আকতার	০১৮১৭৪০৩৯২০	
	জনাব আবুল কালাম আজাদ	০১৮১৯৮৮৩৮৯৬	
	জনাব আলমগীর কোম্পানী	০১৮১৭২২৫৩৮৭	
উত্তর ধুরং	জনাব শাহা আলম	০১৮২৩৮২৮৩৩১	বোট মলিক ও মাঝি
	জনাব ছাদেক উল্লাহ	০১৯৪২২৮৪৪৭৮	
	জনাব ছলিম উল্লহ	০১৮২২৭১৩২৪০	
	জানব নজরুল ইসলাম	০১৮৬২৫৬৮৮১২	
	জনাব মোহাম্মদ আজম	০১৮৪৫৬৭৮৭৬২	
	জনাব নেয়াজ শরীফ	০১৭৫৩২০৪০২৩	
	জনাব ছলিম উল্লাহ	০১৭৭৭৬৩১১৮৩	
	জানাব জাহাঙ্গীর আলম	০১৮১৮৯১৩৭৮৭	
	জনাব জাকের হোছাইন	০১৮১৪৪৭৬৬৫৬	
	জনাব বাবুল হোসাইন	০১৯৮৩৪১৮৬২৬	
	জনাব আমির হোছাইন	০১৮১১৮৭০৮৬৪	
	জনাব মৌং আক্কাছ	০১৮২১৪৩২৮৪৪	
	জনাব সোনা মিয়া	০১৮৩৪০৫৬৯১৬	

স্থানীয় ব্যবসায়ীঃ

ইউনিয়নের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
দক্ষিন ধুরং	রুহুল কাদের	০১৮২২৪৫২৪০৫	সভাপতি বাজার সমিতি
	এসএম মন্জুর আলম	০১৭১০৮৪৫৯০০	
	মোহাম্মদ মাঈনুদ্দীন	০১৮৪০০০৪২৫১	
	মহি উদ্দীন	০১৭৪০৬২৫৪২৪	মুদির দোকান
	ছরওয়ার হোসাইন	০১৮১৮৫৮৪৭২৪	জেনেটর(বিদ্যুৎ)
	ইুর মোহাম্মদ	০১৯২০৬০৩৯১৭	মুদির দোকান
আলী আকবর ডেইল	জনাব আতিকুর রহমান	০১৮১৫৩৭৩৩১৩	
	জনাব জাকের উল্লাহ বাদশা	০১৮১২৮৯৫১৬২	
	জনাব আনোয়ার কবির	০১৭৩১৩২৩০০৪	
উত্তর ধুরং	জনাব মোহাম্মদ রিদুয়ান	০১৯৩৯৬৪২৮২৯	
	জনাব মোহাম্মদ রোকন	০১৮২০৬৩১৫৯৫	
	জনাব আকতার হোছাইন	০১৮৩৭২৪২৬৫২	
	জনাব ফয়জ উল্লাহ ফজু	০১৮১১৯১২৯২৪	

সংযুক্তি-৫

এক নজরে কুতুবদিয়া উপজেলা

বিবরণ	সংখ্যা		বিবরণ	সংখ্যা
আয়তন	২১৫ কি: মি:		ঈদগাঁহ	৪টি
ইউনিয়ন/উপজেলা	৬ টি		ব্যাংক	৪টি
মৌজা	১১ টি		পোস্ট অফিস	১টি
গ্রাম	২৩৯টি		ক্লাব	১৭টি
পরিবার	২২৬৮৭টি		হাট বাজার	২৫টি
মোট জনসংখ্যা	১,৩০,১০৮ জন		কবরস্থান	১০০টি
পুরুষ	৬৬,৯৬৪ জন		শ্মশান ঘাট	৯টি
মহিলা	৬৩,৫৪৪ জন		গভীর নলকূপ	৯৮৯টি
সরকারী প্রাথ: বিদ্যালয়	৫৬ টি		অগভীর নলকূপ	২৭৬৭টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০ টি		হস্ত চালিত নলকূপ	নাই
কলেজ	২টি		শ্যালো মেশিন	৫০টি
মাদ্রাসা	১১টি		মসজিদ	২৭২টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	৩৪টি		মন্দির	২৮টি
এতিম খানা	৮টি		ক্যাং	নাই
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১টি		নদী	১টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৫টি		খাল	১৫টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	৯টি		বিল	৪৯টি
বাঁধ	১টি		হাওড়	না্ই
স্লুইচ গেট	১০টি		পুকুর	৭১৬টি
ব্রীজ	৫৮টি		জলাশয়	না্ই
কালভার্ট	১৯৩টি		কাঁচা রাস্তা	১২৪ কি:মি:
মোবাইল টাওয়ার	১১টি		পাকা রাস্তা	৭৪.৫ কি:মি:
খেলার মাঠ	২টি		HBB রাস্তা	৮১.৫ কি:মি:
আশ্রয়ন প্রকল্প	৫টি		আবাসিক হোটেল	৪টি
দর্শণীয় স্থান (কুতুব শরীফ দরবার, কুতুবদিয়া বাতিঘর ও বায়ু বিদ্যুৎ।	৩টি		ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	১১১ টি

সংযুক্তি - ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

* সন্ধ্যা ৬ঃ৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে যোগে প্রচারিত হয় ।